বিপিএটিসি'র সাম্প্রতিক অর্জন
২০০৯ - ২০১৯

Recent Achievements of BPATC
2009 - 2019

প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মুদ্রক

এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৫ ৩১৬৩, ৭১১ ৭৮৯৭
ই-মেইল : info@adfairbd.com; mhasantipu@gmail.com
ওয়েব : www.adfairbd.com

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১৯

Published and Copyright reserved by

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka-1343
Website : www.bpatc.org.bd

Printed by

Adfair Design & Supply

Purana Paltan, Dhaka- 1000
Phone : 88-02-955 3163, 711 7897
E-mail : info@adfairbd.com; mhasantipu@gmail.com
Web : www.adfairbd.com

Publication

July 2019

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

ড. এম আসলাম আলম
রেক্টর (সিনিয়র সচিব)

সম্পাদক

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)

সহযোগী সম্পাদক

হাসান মূর্তাজা মাসুম
উপপরিচালক (সেবা)

মোঃ তাজিব উদ্দিন
উপপরিচালক (মূল্যায়ন-২)

মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রোগ্রামার

মোঃ মামুন-অর-রশীদ
লাইব্রেরিয়ান

সম্পাদনা সহযোগী

সামিয়ানা সুলতানা
মূল্যায়ন কর্মকর্তা

অনির্বান দাস
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

এ. এম. শাহরিয়র আলম
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোঃ নিজাম উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

হাসিব মামুন
গবেষণা কর্মকর্তা

মোঃ মিজানুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা

মোঃ শাহাদাত হোসাইন
গবেষণা কর্মকর্তা

Editorial Board

Advisor

Dr. M Aslam Alam
Rector (Senior Secretary)

Editor

Md. Siddiqur Rahman
Director (Administration)

Associate Editors

Hasan Murtaza Masum
Deputy Director (Service)

Mohammad Tazib Uddin
Deputy Director (Evaluation-2)

Mohammad Saiful Islam
Programmer

Md. Mamun-Or-Rashid
Librarian

Editorial Associates

Samiana Sultana
Evaluation Officer

Anirban Das
Assistant Director (Training)

A.M. Shahrior Alam
Assistant Director (Training)

Md. Nejam Uddin
Assistant Director (Training)

Md. Hasib Mamun
Research Officer

Md. Mizanur Rahman
Research Officer

Md. Shahadat Hossine
Research Officer

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

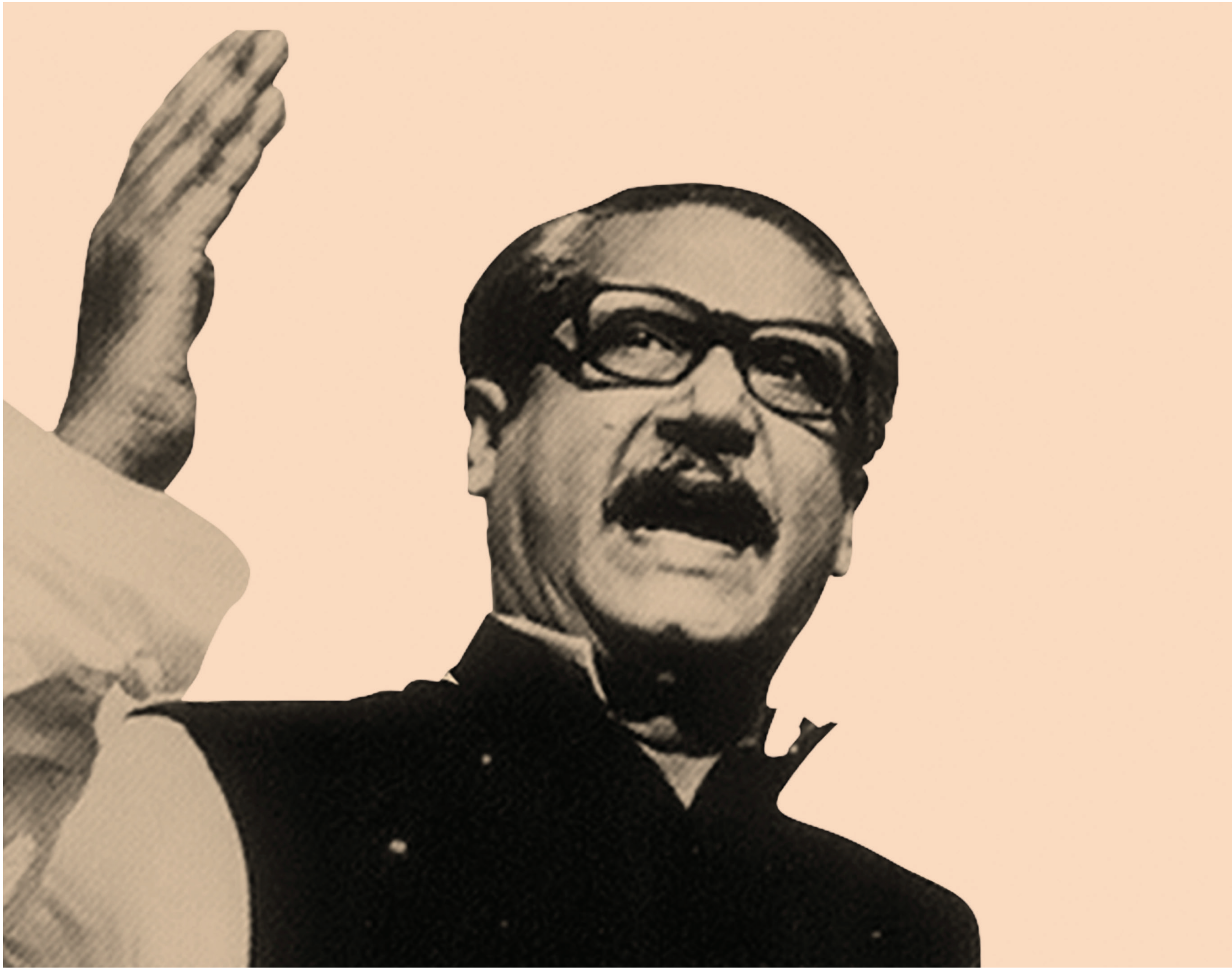

"সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।"

“মানুষের জন্য প্রশাসন। প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়। আপনারা মানুষের কাছে যান। তাদের সঙ্গে মিশে তাদের দাবি-সমস্যার কথা শুনুন। উন্নয়নের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিন।”

সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Dr. M Aslam Alam

Rector

(Senior Secretary)

Bangladesh Public Administration Training Centre

Message

The present government is committed to build a happy, prosperous and developed country by 2041 to realize the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The country needs honest, dedicated, patriotic and competent civil servants to translate the vision into reality. Proactive mindset, digital transformation, critical thinking, commitment of the civil servants can expedite socio-economic progress of the nation.

BPATC envisions to shape the civil servants as efficient, inclusive, accountable with updated knowledge and skills to render quality public services. Playing the pioneering role in Bangladesh, this centre organized maiden 'Policy Dialogue' with all the Senior Secretaries and Secretaries to the government and distinguished representatives from public and private sectors. Moreover, a good number of SDGs related research works have been taken up as an integral part of its consultancy services to the government. I believe that such initiatives will facilitate the government to achieve the Sustainable Development Goals within the stipulated time.

The infrastructure of BPATC in terms of latest hardware, software, internet connectivity and other logistic facilities have been developed remarkably to support quality training and research activities. Many workshops, seminars, symposiums, conferences and training (both at home and abroad) have been conducted time to time for faculty development. Diverse policies have been formulated to recognize outstanding, innovative and exemplary

performances of its employees. The Library of the centre has been transformed into fully digital with lots of e-resources and wide-ranging access to most of the international journals. Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA) has entered into a new era very recently by publishing fully online version and maintaining international standards with DOI and ISSN. Being the apex training centre at national level, BPATC is striving to become a leading training institute and knowledge dissemination hub in South-Asian region as well as in the other corners of the world.

As a part of fulfilling this dream, BPATC has promoted its global partnership and collaboration with different renowned organizations like UNICEF; United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA); United Nations Programme Office on Governance (UNPOG); Alabama University, USA; Duke University, USA; Macquarie University, Australia; Central Queensland University, Australia; Nepal Administrative Staff College (NASC); HKU School of Professional and Continuing Education (HKU SPACE), Hong Kong; and Beijing Administration Institute, China, Royal Institute of Management (RIM), Bhutan etc.

BPATC is going to publish a souvenir to highlight its Recent Achievements of the last decade (2009 to 2019). I convey my sincere thanks and gratitude to the concerned officials who contributed directly and indirectly to finalize of this noble and praiseworthy initiative. Finally, I extend my heartfelt felicitation to all members of BPATC and wish them as well as BPATC itself a grand success.

The centre provides prime focus on the up-gradation of training curricula of different courses emphasizing on citizen centric services and achievements of SDGs.

সূচিপত্র

বিপিএটিসি পরিচিতি ১৬

বিপিএটিসি'র থিম ১৮
ভিশন...... ১৮
মিশন...... ১৮
মৌলিক মূল্যবোধসমূহ ১৮

মূল কোর্সসমূহ ৩৪

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি) ৩৪
উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ণ কোর্স (এসিএডি) ৩৪
সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি)...... ৩৪
পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)...... ৩৬

অন্যান্য কোর্স ৩৬

পলিসি ডায়লগ (সিনিয়র সচিব/সচিবগণের জন্য) ৩৬
এক নজরে (২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত) বিপিএটিসি'র সার্বিক প্রশিক্ষণ চিত্র...... ৩৮

সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ ৩৮

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ৩৮
এসডিজি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স ৪০
'টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন' সংক্রান্ত ১ম আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম (ISAASD) ২০১৯ আয়োজন...... ৪০
তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৯ ...... ৪২
'উন্নত সরকারি সেবার জন্য পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৭...... ৪২
'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা ৪৪
এসডিজি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ৪৪
আরপিএটিসির কোর্সসমূহ ৪৪
নতুন আরপিএটিসি স্থাপন ৪৪
ভৌতঅবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪৬

প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ৪৬

পাঠক্রমের উন্নয়ন ৪৬
মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন ৪৬

অনুষদবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪৬

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ৪৮

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ৫০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ল্যাপটপ অনুদান ৫০
বহুমুখী আইসিটি ল্যাব স্থাপন...... ৫০

Contents

Introducing BPATC 17

Theme of BPATC 19
Vision 19
Mission 19
Core Values 19

Core Courses 35

Foundation Training Course (FTC) 35
Advanced Course on Administration and Development (ACAD) 35
Senior Staff Course (SSC) 37
Policy Planning and Management Course (PPMC) 37

Other Courses 37

Policy Dialogue (for Senior Secretaries and Secretaries) 39
The courses of BPATC at a glance from 2009-2018 39

Recent Achievements 39

SDG related activities 39
Short Course on Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh......41
International Symposium on Achieving Agenda 2030 of Sustainable Development (ISAASD) 2019 41
International Conference on Information and Knowledge Management (i-IKM-2019)...41
International Conference on 'Managing Change for Better Public Service Delivery: South and South Asian Experiences' in 2017 43
National Workshop on 'Bangladesh's March towards Prosperity' 43
Research Works on Sustainable Development Goals (SDGs)...... 45
3 core objectives of this research project are 45
Courses at RPATCs...... 45
New RPATC 47
Infrastructure Development...... 47

Development in Training 47

Curriculum Development...... 47
Development of Evaluation Method 47

Faculty Development related activities 49

Collaboration between BPATC and other Institutions 49

উন্নত মডেলের ল্যাপটপ সংগ্রহ ৫০
নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সংযোগ ৫২

গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫৪

গবেষণা ও উপদেশনা কার্যক্রমের উন্নয়ন ৫৪
গবেষণা প্রকল্পসমূহ ৫৪
গবেষণা বিষয়ক অনুষদ সেমিনার ৫৬
বার্ষিক প্রতিবেদন ৫৬
বাংলাদেশ জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ ৫৬
গবেষণা ও প্রশিক্ষণে সফটওয়্যারের ব্যবহার ৫৬

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ৫৬

অফিস অটোমেশন ৫৬
পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) ৫৮
কম্পিউটারাইজড প্রশিক্ষণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমআইএস) ৫৮
স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস) ৫৮
অ্যাকাউন্টস এবং ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এএন্ডএফএমএস) ৫৮
ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস) ৫৮
ডরমিটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএমএস) ৫৮
কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিইএমএস) ৫৮
কেন্দ্রের ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন ৫৮
ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ৫৮
ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন ৬০
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ৬০
ইউটিউব চ্যানেল ৬০
ফেসবুক পেজ ৬০
মোবাইল ম্যাসেজিং ৬০
ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন ৬০
শ্রেণীকক্ষে ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে স্থাপন ৬০
ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন ৬০
বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন ৬২

বিপিএটিসি লাইব্রেরির উন্নয়ন ৬২

লাইব্রেরি ডিজিটালাইজেশন ৬২
লাইব্রেরি অটোমেশন ৬২
লাইব্রেরির ওয়েবসাইট ৬২
আরএফআইডি প্রযুক্তি স্থাপন ৬২
সার্ভার রুম এবং নতুন সার্ভার স্থাপন ৬৪
প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভান্ডার ৬৪
OpenDOAR এ যোগদান ৬৪

Digitalization Activities 51

Gift from Honorable Prime Minister 51
Establishment of Multipurpose ICT Labs 51
Collection of Laptop Computers of Latest Model 53
Network and Internet Connectivity 53

Development of Research and Publication 55

Advancement of Research & Consultancy Activities 55
Research Projects 55
Research related Faculty Seminar 55
Annual Report 55
Bangladesh Journal of Public Administration Turned into Digital 57
New Software used for Research and Training 57

Development of ICT 57

Office Automation 57
Personnel Management Information System (PMIS) 57
Computerized Training Management System (CTMS) 59
Store Management System (SMS) 59
Accounts and Finance Management System (A & FMS) 59
Transport Management System (TMS) 59
Dormitory Management System (DMS) 59
Computer Equipment Management System (CEMS) 59
Website modernization and social media linkage 59
e-Learning Platform 61
e-Nothi system implementation 61
Social Networking 61
Youtube channel 61
Facebook Page 61
Instant Messaging 61
Digital Display Board 61
Interactive Display Installation 63
Live Monitoring System Installation 63
Establishment of Biometric Attendance System 63

Development of BPATC Library 63

Digitalization of BPATC Library 63
Library Automation 63
Library Website 63
RFID technology installation 65

সমৃদ্ধ ই-রিসোর্স ৬৪
Research4life প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ ৬৬
ই-রিসোর্সে অফ ক্যাম্পাস প্রবেশের ব্যবস্থা ৬৬
ফেডারেটেড সার্চিং সুবিধা ৬৬
মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন ৬৬
শিশু তথ্য কর্নার স্থাপন ৬৮
সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম স্থাপন ৬৮
পুস্তক সংগ্রহ ৬৮
নতুন যন্ত্রপাতি ৬৮
আসবাবপত্র ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৬৮
ছবি গ্যালারি স্থাপন ৬৮
কফি কর্নার স্থাপন ৬৮

উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন ৬৮

বিপিএটিসি'র পরিবর্তিত থিম ৬৮
বিপিএটিসি পতাকা ৭০
আইডি কার্ড ও রিবন ৭০
অনুষদ সদস্যবৃন্দের নতুন টাই ৭০
বিপিএটিসির রঙিন লোগো ডিজাইন ৭০
পরিচ্ছন্ন বিপিএটিসি, সবুজ বিপিএটিসি ৭০
তথ্য অধিকার আইন ও বিপিএটিসি ৭০
বিপিএটিসি দিবস-২০১৯ উদযাপন ৭২
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ ৭২

অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধার উন্নয়ন ৭৪

রাজস্ব বাজেট ৭৪
মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিঃ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ ৭৬
যানবাহন ৭৬
অবকাশের ছায়া ৭৬
সিসিটিভি স্থাপন ৭৮
এটিএম বুথ স্থাপন ৭৮
মসজিদের উন্নয়ন ৭৮
বিপিএটিসি কমিউনিটি সেন্টার ৮০
ক্যাফেটেরিয়ার সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ ৮০
যাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য প্রতিক্ষালয় ও অভিভাবক অঙ্গন নির্মাণ ৮০
রোড ডিভাইডারের উপরে গ্রিল স্থাপন ৮০
রঙিন বিপিএটিসি'র বর্ণিল ভবনসমূহ ৮০
ব্যায়ামাগারে নুতন যন্ত্রপাতি সংযোজন ৮২
টেনিস কোর্টের আধুনিকায়ন ৮২

Server room and new server 65
Institutional Repository 65
Joining OpenDOAR 67
Rich collection of E-Resources 67
Joining Research4life Platform 67
Remote/Off Campus Access to E-Recourses 67
Ebscohost Discovery Service 67
Liberation War Corner 67
Establishing Child resource center 69
Civil Service Museum 69
Collection of Books 69
Hardware equipments 69
Furniture and Infrastructural Development 69
Picture Gallery 69
Establishment of Coffee Corner 71

Implementation of innovative ideas 71

Changing theme for BPATC 71
BPATC Flag 71
ID Card and Ribbon 71
New Tie for Faculty Members 71
BPATC Logo redesigned 71
Clean BPATC, Green BPATC 73
RTI Act and BPATC 73
Celebration of BPATC Day-2019 73
Zero Tolerance Policy against Corruption 75

Development of infrastructure and logistic facilities 77

Revenue Budget 77
Liberation War Gallery: Spirit of Liberation War 77
Transport 77
Sheds for Shadows 79
Set up CCTV 79
ATM Booth 79
Development of Mosque 79
Community Centre 81
Beautification of the Cafeteria 81
Waiting-room for Passengers & Guardians 81
Establishment of Grill on Road Divider 83
Embellishment of Colourful Building 83
Building Renovations 83

আইটিসি ভবনে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ৮২
বিপিএটিসি'র কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ৮২

প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন ৮২

ডরমিটরী-২ এবং ডরমিটরী-৩ এর ভার্টিকাল এক্সটেনশন ৮২
আইটিসি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ৮৪
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ৮৪
১৩৫০ সিটের ডরমিটরী ভবণ নির্মাণ ৮৬
১৮০০ সিট বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ ৮৬
মেডিক্যাল সেন্টার নির্মাণ ৮৬
পানি শোধনাগার স্থাপন ৮৬
সিমানাপ্রাচীর ও গেট নির্মাণ ৮৬
জগিং ট্র্যাক নির্মাণ ৮৬
লেক ও তদসংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যবর্ধন ৮৬
পয়নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৮৬
বিপিএটিসি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ৮৬
ক্লিনিকের উন্নয়ন ৮৮

আইন/বিধি/নীতি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরন ৮৮

বিপিএটিসি অ্যাক্ট ২০১৮ .... ৮৮
গবেষণা নীতির আধুনিকায়ন ৮৮
মূল্যায়ন নীতিমালা (২০১৩) এর আধুনিকায়ন ৯০

বিপিএটিসি কর্তৃক প্রণীত সাম্প্রতিক নীতিমালাসমূহ ৯২

সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা ২০১৯ .... ৯৪
সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম (সিএমটি) বাছাই নীতিমালা ১০০
ইনোভেশন পুরষ্কার প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণ ১০৪
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ .... ১০৮

Gymnasium-new Equipment ... 83
Modernization of Tennis Court ... 83
Bangabandhu's mural in ITC building ... 83
BPATC Central Shaheed Minar ... 83

Infrastructural Development under Projects 85

Vertical Extension of dormitory 2 and 3 ... 85
Vertical Extension of ITC ... 85
Construction of Bangabandhu Sheikh Mujib Academic and Administrative Building ... 87
Construction of 1350 seated Dormitory Building with Single Basement ... 87
Construction of 1800 Seated Cafeteria ... 87
Construction of Medical Centre ... 87
Installation of Water Purifier ... 87
Construction of Boundary Wall with Ornamental Gates ... 87
Construction Of 2.20 km Jogging Track ... 87
Beautification of Lake & Surrounding Areas ... 87
Construction & Establishment of Sewerage, Drainage & Water Management System of BPATC Compound ... 89
Development of BPATC School and College ... 89
Development of Clinic ... 89

Formulation and Updating Act/Rules/Policy 91

BPATC Act 2018 ... 91
Up-gradation of Research Policy ... 91
Upgradation of Evaluation policy (2013) ... 91

Recent Policies Formulated by BPATC 93

Best Trainer Selection Policy 2019 ... 95
Best Course Management Team (CMT) Selection Policy 2019 ... 101
Determining the Standards of the Innovation Reward ... 105
Bangladesh Public Administration Training Centre Integrity Award Policy 2019 ... 109

বিপিএটিসি পরিচিতি

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (নিপা); সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা); বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (বিএএসসি) এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এসটিআই)-কে একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপিএটিসি। বিপিএটিসি অধ্যাদেশ যা পরবর্তীতে বিপিএটিসি আইন ২০১৮ হিসেবে জাতীয় সংসদে পাশ হয়, কেন্দ্র পরিচালনার মূল আইনিভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন রেক্টর যিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নানা মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় বিপিএটিসিতে। একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হবার লক্ষ্যে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্সসূচিতে অন্তর্ভূক্ত মডিউলসমূহ প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, নারীর ক্ষমতায়ন, আইসিটি এবং ই-গভর্নেন্স প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

Introducing BPATC

Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) has been at the forefront as a public sector training institute. It was established in 1984 by amalgamating the existing institutions viz., National Institute of Public Administration (NIPA) Civil Officers' Training Academy(COTA), Bangladesh Administrative Staff College(BASC) and Staff Training Institute (STI). To transform BPATC as an internationally standard organization, the history of great liberation war, democratic values, poverty alleviation, human resource development, global warming, climate change and protection of environment, sustainable development goals, women empowerment, ICT and e-governance etc. are included in its training modules..

বিপিএটিসি'র থিম

বিপিএটিসি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গঠনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভিশন

জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত দেশপ্রেমিক, যোগ্য ও পেশাদার জনসেবক গড়ে তোলাসহ অনন্য কেন্দ্র (Centre of Excellence) হিসেবে বিপিএটিসিকে গড়ে তোলা।

মিশন

- মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে যোগ্য ও পেশাদার মানব সম্পদ গড়ে তোলা;
- জনসেবা প্রদান পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা কর্ম সম্পাদন, পুস্তক ও জার্ণাল প্রকাশ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খ্যাতিসম্পন্ন দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব স্থাপন (effective partnership) ; এবং
- জ্ঞানভিত্তিক (knowledge-based) সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান-চর্চার সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করা

মৌলিক মূল্যবোধসমূহ

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ, বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করা বিপিএটিসি'র সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। শৃঙ্খলা, সততা, অংশগ্রহণ, পেশাদারিত্ব, উদ্ভাবন, দলগত চেতনা ও কার্যকরী শিক্ষণ কেন্দ্রের মৌলিক নীতি।

Theme of BPATC

Building capacity for effective, inclusive and accountable public administration system.

Vision

BPATC aims at becoming a Centre of Excellence for developing patriotic competent and professional civil servants dedicated to public interest.

Mission

- BPATC is committed to achieve the shared vision through-
- Developing competent and professional human resources by imparting quality training and development programs;
- Conducting research, publishing books and Journals and extending consultancy services for continuous improvement of public service delivery system;
- Establishing effective partnership with reputed institutions of home and abroad for developing organizational capacity; and
- Promoting a culture of continuous learning to foster a knowledge-based civil service.

Core Values

The centre in all spheres of activities cherishes the spirit of liberation war, fundamental principles of the state policies and strive to infuse patriotism among the participants. Discipline, integrity, inclusiveness, professionalism, innovation, team-spirit and learning for results are the core values of the centre.

বিপিএটিসি'র মূল কার্যক্রম

বিপিএটিসি'র মূল কাজ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নব নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, সরকারের উপসচিব ও সশস্ত্র বাহিনীর সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স, যুগ্মসচিব ও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্স এবং অতিরিক্ত সচিবদের জন্য পলিসি প্ল্যানিং এন্ড

ম্যানেজমেন্ট কোর্সের আয়োজন কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কাজ। এছাড়া সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে এবং কেন্দ্রের সক্ষমতা বিবেচনা করে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এসএফটিসি) আয়োজন করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সকল কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকে এবং কোর্সগুলো আবাসিক। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা, সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিপিএটিসি'র চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা) ১০ গ্রেড হতে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

Major Functions of BPATC

Major functions of BPATC are training, research and consultancy. The centre conducts the Foundation Training Course (FTC) for the new entrants to the Bangladesh Civil Service (BCS) while Advanced Course on Administrative and Development (ACAD) is for mid-career Deputy Secretaries and their equivalent, Senior Staff Course (SSC) is for the Joint Secretaries and equivalent officials from Defense Services, while Policy Planning and Management Course (PPMC) is for the Additional Secretaries. The Ministry of Public Administration nominates the participants for the courses and all the courses are residential. Besides these, Special Foundational Training Courses (SFTC) are arranged for government, autonomous institutions as per their requests and on the basis of availability of the training facilities at the centre.

Indeed, the centre has four arms as Regional Public Administration Training Centre (RPATC), mandated to discharge fundamental training courses for support staff and officials at regional level.

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস

(ক)	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন মন্ত্রী, বোর্ডের চেয়ারপারসন;
(খ)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী;
(গ)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
(ঘ)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
(ঙ)	সচিব, অর্থ বিভাগ;
(চ)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ;
(ছ)	রেক্টর;
(জ)	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়;
(ঝ)	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য, যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন;
(ঞ)	কমান্ড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ;
(ট)	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;
(ঠ)	চেয়ারপারসন, লোক-প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (পালাক্রমে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমানুসারে);
(ড)	সরকার কর্তৃক মনোনীত চারজন ব্যক্তি, তন্মধ্যে দুইজন মহিলা হবেন;

Board of Directors

A.	A Minister nominated by the Honorable President, Chairperson
B.	Minister and State Minister of Ministry of Public Administration
C.	Cabinet Secretary
D.	Secretary, Ministry of Public Administration
E.	Secretary, Finance Division
F.	Secretary, Secondary and Higher Education Division
G.	Rector, BPATC
H.	Vice Chancellor, Jahangirnagar University
I.	A Vice Chancellor, nominated by Government except Jahangirnagar University
J.	Commandant, Defence Services Command and Staff College
K.	President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
L.	Chairperson, Department of Public Administration, University of Dhaka, University of Chottogram, University of Rajshahi and Jahangirnagar University by rotation
M.	4 (four) persons nominated by Government, two of them are women

বিপিএটিসি'র বিভাগসমূহ

Divisions of BPATC

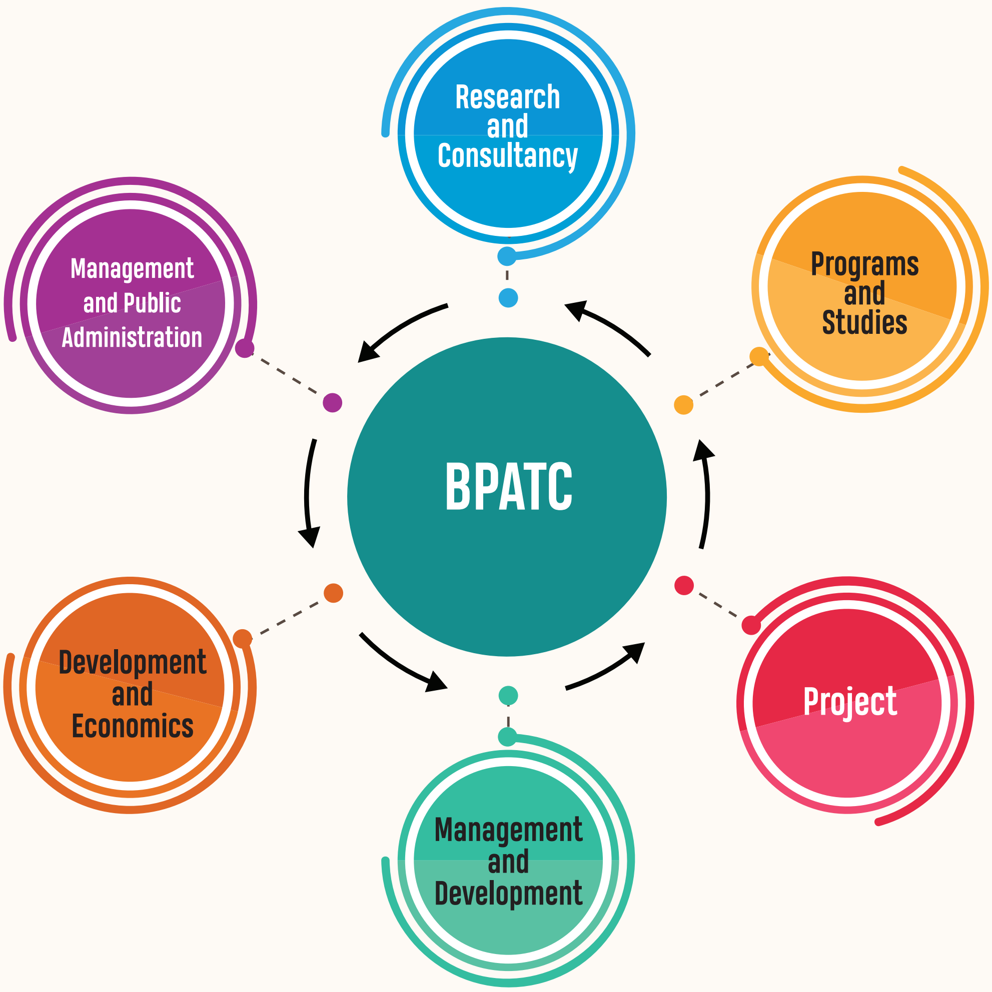

কেন্দ্রের জনবল

অনুষদ সদস্য (অনুমোদিত)

পদের নাম	সংখ্যা
রেক্টর	০১
এমডিএস	০৬
পরিচালক বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	২০
উপপরিচালক বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৩২
সহকারী পরিচালক বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৬১

গ্রেডভিত্তিক জনবল (অনুমোদিত):

গ্রেড	সংখ্যা
১ম থেকে ৯ম	১২০
১০ম গ্রেড	২৪
১১তম থেকে ১৭তম	২৩৫
১৮তম থেকে ২০তম	২৭১

Manpower

Faculty Members (Approved)

Designation	Manpower
Rector	01
MDS	06
Director and equivalent	20
Deputy Director and equivalent	32
Assistant Director and equivalent	61

Grade based manpower (approved)

Grade	Manpower
1^{st} to 9^{th}	120
10^{th}	24
11^{th} to 17^{th}	235
18^{th} to 20^{th}	271

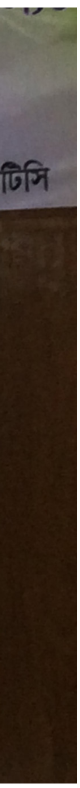

এক নজরে বিপিএটিসি

আয়তন	৫৪.২৪ একর
জলাশয় (লেক)	৩.৭৫ একর
অনুষদ ভবন	০২টি
প্রশাসনিক ভবন	০১ টি
এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স রুম	০১ টি
লেকচার থিয়েটার	০২ টি
একাডেমিক ভবন	০১ টি
অডিটোরিয়াম	০১ টি
মিনি অডিটোরিয়াম	০১ টি
বহুমুখি ভবন	০১ টি
কম্পিউটার ল্যাব	০৭ টি
মাল্টিপারপাজ আইসিটি ল্যাব	০২ টি
আবাসিক ভবন	২১ (এ-এফ টাইপ)
আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (১০তলা বিশিষ্ট)	০১
যানবাহন সুবিধা (আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ)	৩৯
ভেষজ বাগান	০১
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)	৪
লাইব্রেরী	০১ (সংগ্রহ লক্ষাধিক পুস্তক)

ক্যাফেটেরিয়া	০১ (৭০০ সিট)
ডরমিটরি	০৫ (৪৫০ সিট)
গেষ্টহাউজ	০১ (১৪ সিট)
মসজিদ	০১ (ধারণ ক্ষমতা ৬০০)
টেনিস গ্রাউন্ড	০৩ টি
ইনডোর গেম হল	০১ টি
সুইমিং পুল	০১ টি
জিমনেশিয়াম	০১ টি
ক্লিনিক	০১ টি
ফিজিওথেরাপি সেন্টার	০১ টি
অফিসার্স ক্লাব	০১ টি
ব্যাচেলর ডরমিটরি	০১ টি
জগিং ট্র্যাক	২.২ কিমি
শপিং সেন্টার	০১
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১
বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ	০১

BPATC at a Glance

Area	54.24 acre
Lake	3.75 acre
Faculty Building	02
Administrative Building	01
Executive conference Room	01
Lecture Theatre	02
Academic Building	01
Auditorium	01
Mini Auditorium	01
Multipurpose Centre	01
Computer Lab	07
Multipurpose ICT Lab	02
Residential Building	21
International Training Complex	01
Transport Facility (Including RPATC)	39
Herbal Garden	01
RPATC (Dhaka, Chattagram, Rajshahi, Khulna)	04
Library	01

Cafeteria	01
Dormitory	05
Guest house	01
Mosque	01
Tennis Ground	03
Indoor Games Hall	01
Swimming pool	01
Gymnasium	01
Clinic	01
Physiotherapy Center	01
Officers' Club	01
Bachelor Dormitory	01
Jogging Track	2.2km
Shopping Centre	01
Telephone Exchange	01
BPATC School & College	01

Former Rectors (According to descending order of tenure)

1

A.L.M. ABDUR RAHMAN NDC

From **22/02/2016**
To **03/05/2017**

2

A.K.M. ABDUL AWAL MAZUMDER

From **10/12/2014**
To **28/02/2016**

3

KHANDKER MD. IFTEKHAR HAIDER

From **17/02/2014**
To **09/12/2014**

4

A.Z.M. SHAFIQUL ALAM

From **29/03/2011**
To **17/02/2014**

5

MESBAUL ALAM (IN-CHARGE)

From **26/10/2010**
To **15/11/2010**

6

MD. DELWAR HOSSAIN

From **01/07/2009**
To **20/02/2011**

MD. ABDUS SALAM KHAN

From **03/09/2008**
To **24/05/2009**

7

8

ABU MD. MANIRUZZAMAN KHAN

From **22/01/2007**
To **02/09/2008**

MD. ABDUS SALAM KHAN

From **05/12/2005**
To **22/01/2007**

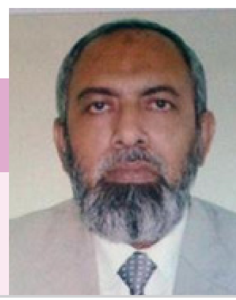

9

10

AHBAB AHMAD

From **01/11/2003**
To **31/10/2005**

11

DR. KAMAL UDDIN SIDDIQUI

From **23/06/2002**
To **01/11/2003**

12

DR. KSHANADA MOHAN DAS

From **21/03/2001**
To **19/11/2001**

13

KAZI MD. MONZUR-I-MOWLA

From **17/06/1991**
To **01/07/1995**

14

DR. EKRAM HOSSAIN

From **01/08/1990**
To **15/01/1991**

15

A.Z.M. SHAMSUL ALAM

From **11/01/1990**
To **31/07/1990**

16

MOHAMMAD SIDDIQUR RAHMAN

From **16/08/1989**
To **09/01/1990**

DR. NAZRUL ISLAM

From **05/07/1989**
To **15/08/1989**

17

18

A.M. ANISUZZAMAN

From **07/02/1988**
To **02/07/1989**

A.K.M. HEDAYETUL HUQ

From **09/10/1985**
To **25/01/1988**

19

20

DR. SHAIKH MAQSOOD ALI

From **28/04/1984**
To **10/08/1985**

মূল কোর্সসমূহ

বিভিন্ন বিধি, কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর মনোনয়ন দিয়ে থাকে।

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ণ কোর্স (এসিএডি)

সরকারের উপসচিব এবং সমপর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা ও কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। ১০ দিনের বৈদেশিক শিক্ষা সফরসহ কোর্সটির মেয়াদ ৭০ দিন। প্রতি কোর্সে ২৫-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি)

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স বিপিএটিসি'র অন্যতম প্রধান কোর্স। ৬ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান লক্ষ্য হলো সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের জনমুখী ও সেবামুখী করা। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রবিধানমালা-১৯৮১ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নতুন কর্মকর্তার জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। কোর্সটির পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যাপারে মৌলিক জ্ঞান অর্জন এবং বিশেষভাবে জনসেবা প্রদানের

সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি)

সিনিয়র স্টাফ কোর্সটি সরকারের যুগ্মসচিব ও সমপর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজন করা হয়। কোর্সটির প্রধান উদ্দেশ্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সরকারী নীতি প্রণয়নে সক্ষমতা বাড়ানো। ১০ দিনের বৈদেশিক শিক্ষা সফরসহ কোর্সটির মেয়াদ ৫৫ দিনের। প্রতি কোর্সে ২৫-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

Core Courses

Foundation Training Course (FTC)

Foundation Training Course is one of the core training programs of BPATC. The main objective of this six-month long course is to make newly joined civil servants as pro-people and service oriented. As per Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981, Foundation Training Course (FTC) is mandatory for all new entrants to the Bangladesh Civil Service. The course curriculum and training methodology of this course are designed in such a manner so that the participants can enhance the basic knowledge of various theories, concepts and issues on administration and development in general and of rules, regulations, process, procedures in public service delivery in particular. Ministry of Public Administration (MOPA) nominates participants for this course.

Advanced Course on Administration and Development (ACAD)

Advanced Course on Administration and Development (ACAD) is designed for the Deputy Secretaries to the government and equivalent officers from Defense Services to enhance their leadership skills and knowledge to discharge their duties more effectively. The tenure of this course is 70 days including a foreign exposure visit for 10 days. About 25 to 30 participants can attend each course.

পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)

কল্যাণধর্মী জননীতি প্রণয়ন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম প্রসারের জন্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি প্রবর্তন করা হয়েছে। পিপিএমসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ১৫-২০ জন।

অন্যান্য কোর্স

বিপিএটিসি মূল কোর্সসমূহ ছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এর মধ্যে আর্থিক-ব্যবস্থাপনা কোর্স, গবেষণা পদ্ধতি, টিওটি, এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সরকারী কর্মচারিদের জন্য ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অনুরোধে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পলিসি ডায়লগ (সিনিয়র সচিব/সচিবগণের জন্য)

বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই উন্নয় অভীষ্ট ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিপিএটিসিতে প্রথমবারের মতো সরকারের সিনিয়র সচিব ও সচিবদের অংশগ্রহণে দুটি নীতি সংলাপ বা পলিসি ডায়লগ আয়োজিত হয়। ১১-১২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ১ম পলিসি ডায়লগ এবং ৮-৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ২য় পলিসি ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়। পলিসি ডায়ালগ দু'টিতে যথাক্রমে ৪৪ ও ১৯ জন সিনিয়র সচিব/সচিব অংশগ্রহণ করেন।

১ম পলিসি ডায়লগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন সূচনা বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিনে Managing Change in Complex Environment এবং Seeing the Big Picture: Global, Regional Mega Trends and National Implication শিরোনামে দু'টি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সিনিয়র সচিব/সচিবদের সাথে সংলাপে

অংশ নিয়েছেন দেশের নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালনকারী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশবরেণ্য কৃত্যবিদ্য ব্যক্তিবর্গ। তন্মধ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো: নজিবুর রহমান এবং মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক এবং উদ্ভাবনী নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অবহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

১ম পলিসি ডায়লগে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক এবং উদ্ভাবনী নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অবহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

Senior Staff Course (SSC)

Senior Staff Course (SSC) has been designed for the Joint Secretaries and the equivalent

officers of Defense Services. The main objective of the course is to develop analytical capability of the senior officials of the government. In this regard, the. The tenure of this course is 55 days including a foreign exposure visit for 10 days. Expected number of participants for this residential course is 25-30.

Policy Planning and Management Course (PPMC)

Policy Planning and Management Course (PPMC) is designed for the Additional Secretaries to the government and the equivalent officers of Defense Services with the objectives of imparting intellectual inputs to widen the vision of the participants, enable them to contribute more to pro-people policy formulation and implementation. About 15-20 participants can

attend at each course. Foreign exposure visit for 7 days is an integral part of this training.

Other Courses

BPATC arranges various short courses like- Financial Management Course, Research Methodology Course, Advanced Pedagogy Training Course, Training of Trainers (TOT), Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh, 60 hours training programmes to enhance skills and efficiency of the government and non-government officials. BPATC also arranges Special

এক নজরে (২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত) বিপিএটিসি'র সার্বিক প্রশিক্ষণ চিত্র

সন	বুনিয়াদি (জন)	এসিএডি (জন)	এসএসসি (জন)	পিপিএমসি (জন)	সংক্ষিপ্ত কোর্স (জন)	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ (জন)	সর্বমোট (জন)
২০০৯	৬১১	১৫৮	৩৬	২৫	১৫২১	৮৯৪	৩২৪৫
২০১০	৪৯৫	১৮৬	৪৫	১৬	৯১৬	১০৭২	২৭৩০
২০১১	৭১৭	১৬৯	৪৭	-	৮০৪	৭১০	২৪৪৭
২০১২	৪৫৩	১৯৭	১২৪	১৮	৫০৯	৮৯৪	২১৯৫
২০১৩	৭৪৫	১১৫	১০২	১৪	৪৩৭	৭১৭	২১৩০
২০১৪	৭৭৫	১৭৯	৯৮	১৫	২৪৪	৪৫৩	১৭৬৪
২০১৫	৫৭৪	১৯৮	১১৮	৪১	২২৯	৩১১০	৪২৭০
২০১৬	৬৪৯	২০৫	১৩৩	২৮	১৫৫	৩১৬২	৪৩৩২
২০১৭	৯৬২	১৫৫	১৪১	৬৩	৩০২	২৫২২	৪১৪৫
২০১৮	৫৯২	১৮৮	১৫৩	২৩	১৩১৩	৫২৯২	৭৫৬১

সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে প্রশিক্ষণের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করতে এসডিজি ১৬.৬ এর আদলে বিপিএটিসির থিম নির্ধারণ করা হয়েছে 'কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গঠনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।' কেন্দ্রে আয়োজিত প্রতিটি কোর্সের পাঠক্রমে

Foundation Training Course on request of various government organizations.

Policy Dialogue (for Senior Secretaries and Secretaries)

The 1st and 2nd Policy Dialogues for the Senior Secretaries/ Secretaries to the Government of the People's Republic of Bangladesh were held on 11th-12th October 2018 and 8th-9th November 2018 respectively at Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC). In these two Policy Dialogues 44 and 19 Senior Secretaries/ Secretaries to the Government participated respectively. Two days long programme was designed with various events mainly- Dinner Speech, Keynote paper presentation and discussions. Two keynote papers titled "Managing Change in Complex Environment" and "Seeing the Big Picture: Global, Regional Mega Trends and National Implication" were presented. Renowned personalities from public and private sectors attended the programme as Resource Person/ Guests to make the Dialogue effective. The discussants underscored the need for strategic leadership, proactive mindset, innovation, digital literacy, thinking out of the box to perceive the Agenda 2030 and Vision 2041.

The courses of BPATC at a glance from 2009-2018

Year	Foundation (person)	ACAD (person)	SSC (person)	PPMC (person)	Short course (person)	Seminar/Workshop (person)	Total (person)
2009	611	158	36	25	1521	894	**3245**
2010	495	186	45	16	916	1072	**2730**
2011	717	169	47	-	804	710	**2447**
2012	453	197	124	18	509	894	**2195**
2013	745	115	102	14	437	717	**2130**
2014	775	179	98	15	244	453	**1764**
2015	574	198	118	41	229	3110	**4270**
2016	649	205	133	28	155	3162	**4332**
2017	962	155	141	63	302	2522	**4145**
2018	592	188	153	23	1313	5292	**7561**

Recent Achievements

SDG related activities

To mainstream SDG, BPATC's theme has been selected from SDG 16.6 "Building Capacity for Effective, Inclusive and Accountable Public Administration System". Two courses on SDG were conducted at the centre. Separate module was introduced for SDG in each course. 28 hours sessions are conducted in Foundation Training

এসডিজি বিষয়ক পৃথক মডিউল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৮ ঘণ্টা, এসিএডিতে ২১ ঘণ্টা , সিনিয়র স্টাফ কোর্সে ২১ ঘণ্টার মডিউলে এসডিজি বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ

বিষয়ক অধিবেশন পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া, প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে এসডিজি বিষয়ক দুটি স্বতন্ত্র কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আগ্রহী ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন মহলে প্রশিক্ষণ কোর্সটি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। কেন্দ্রে এসডিজি বিষয়ক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

এসডিজি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স

বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে, নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছেন সরকারি-বেসরকারি খাতের কর্মরতরা। এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ এবং তা অতিক্রমের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রে প্রথমবারের মত এক সপ্তাহ মেয়াদী বিশেষ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দু'টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে মোট ৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

'টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন' সংক্রান্ত ১ম আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম (ISAASD) ২০১৯ আয়োজন

কেন্দ্রে ০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে 'টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন' সংক্রান্ত ১ম আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ২০১৯ (1st International Symposium on Achieving Agenda 2030 of Sustainable Development 2019) অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি দেশ এবং বাংলাদেশের ০৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ৩১জন এতে অংশ নিয়েছেন। মূলত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচির সাথে প্রতিবেশি দেশসমূহে গৃহীত কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সিম্পোজিয়ামটি আয়োজিত হয়।এর মাধ্যমে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন

অভীষ্ট অর্জনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা ও লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

> 'সামরিক ও অসামরিক সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার আহবান ও নির্দেশ,
>
> তারা যেন সৎপথে থেকে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কর্তব্য পালন করেন এবং দুর্গত মানুষের সেবা করে যান।'
>
> ---বঙ্গবন্ধু

Course, 21 hours in Advance Course on Administration and Development and 21 hours in Senior Staff Course on SDG implementation and challenges. Details about short course, research and international conference are shown here.

Short Course on Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh

The GOB is committed to accomplish SDG goals by 2030. Officials from public and private sector will play the role of a catalyst in achieving SDGs. To disseminate required knowledge regarding SDGs, BPATC has initiated a week long short course on SDGs. Two such courses have already been held successfully, where total (48+27) = 75 participants attended.

International Symposium on Achieving Agenda 2030 of Sustainable Development (ISAASD) 2019

1st International Symposium on Achieving Agenda 2030 of Sustainable Development (ISAASD) 2019 was held from 07 to 09 February 2019 in the centre. In total 31 participants from 11 different countries and 8 national institutions took part in the symposium.In fact, the symposium was arranged to compare the activities and achievements of SDG between Bangladesh and neighbour countries. The symposium emphasised on cracking the sustainable development activities by mutual experience sharing and taking comprehensive action plan to achieve the goal.

International Conference on Information and Knowledge Management (i-IKM-2019)

First International Conference on Information and Knowledge Management jointly organized by the Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) and the Department of Information Studies and Library Management, East West University at BPATC from 26-27 April 2019. Honorable Minister Mr. M. A. Mannan, MP, Ministry of Planning, Government of the People's

তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৯

বিপিএটিসি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন স্টাডিজ এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২৬-২৭ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Information and Knowledge Management) বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল "টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের তথ্য ও জ্ঞান বিকীরণ" (Next Generation Information and Knowledge Dissemination to realize the Agenda 2030 for Sustainable Development)। উদ্বোধনী পর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনে ২৫টি দেশের ৩৬ জন গবেষক ও আমন্ত্রিত বক্তা এবং ১২০জন স্থানীয় গবেষক স্ব স্ব গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ভারতের চারজন খ্যাতনামা গবেষক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দুই শতাধিক। এজেন্ডা ২০৩০ বিষয়ে ২১ শতকের তথ্য ও জ্ঞান বিতরণ বিষয়ক এরূপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশে এটাই প্রথম।

'উন্নত সরকারি সেবার জন্য পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৭

৫-৭ নভেম্বর ২০১৭ মেয়াদে কেন্দ্রে 'উন্নত সরকারি সেবার জন্য পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা'

বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নানান প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং এসব দেশের নাগরিকদের মধ্যে

Republic of Bangladesh graced the Inaugural Ceremony as the Chief Guest. Dr. Mohammed Farashuddin, Chief Advisor and Founder Vice Chancellor of East West University was present at the event as the Inaugural Keynote Speaker.

36 International presenters, invited speakers and participants from 25 countries, 120 paper presenters and more than 200 participants joined the Conference. Four renowned researchers from USA, Germany and India presented their papers remotely through video conference technology. This Conference was the first initiative taken in Bangladesh of its kind focusing on one of the burning issues of the 21st Century, Agenda 2030.

International Conference on 'Managing Change for Better Public Service Delivery: South and South Asian Experiences' in 2017

Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) organised an International Conference on "Managing Change for Better Public Service Delivery: South and Southeast Asian Experience" from 5 to 6 November 2017. Despite facing a number of challenges, countries in these regions have attained the status of Middle Income Countries and by this time, greater demands for government led services have created to a magnificent extent among nationals of those countries. 200 participants from 10 countries and different national universities took part in this conference to determine what range of changes must bring about and challenges behind those positive changes to mitigate growing needs for public services.

National Workshop on 'Bangladesh's March towards Prosperity'

A workshop on 'Bangladesh's March towards Prosperity' was organized on 24th January 2019 at BPATC. A number of 104 government officials from different ministries and organizations took part in this workshop. The objective of the workshop was to orient public officials with the government's development vision so that a

সরকারি সেবাদান নিয়ে প্রত্যাশাও সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রত্যাশা পূরণে সরকারি সেবাদান ব্যবস্থাপনায় কিরূপ পরিবর্তন অত্যাবশ্যক এবং এরূপ পরিবর্তন আনয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে ১০টি দেশ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন অংশগ্রহণকারী এই সম্মেলনে অংশ নেয় এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা

'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার যা বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি-দলিল। সরকারের উক্ত নীতিগত অবস্থান বিষয়ে সরকারি কর্মচারিদের অবহিত করতে কেন্দ্রে গত ২৪/০১/২০১৯

খ্রি. তারিখে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্মশালাটিতে মোট ১০৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। মূলত সরকারের উন্নয়ন রূপরেখা সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণ এবং জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে সমন্বিত প্রয়াস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, দেশব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে কর্মশালাটি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এসডিজি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি উপদেশনা বিপিএটিসির অন্যতম ম্যান্ডেট। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারের সক্ষমতা যাচাই এবং সম্ভাব্য বাস্তবায়ন কৌশল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিপিএটিসি "বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনঃ একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ" বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়সমূহ এসডিজি বাস্তবায়নে কি করছে এবং আরো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা অনুসন্ধান এবং গৃহীতব্য কার্যক্রম বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্য পথনির্দেশ এই গবেষণা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এজন্য সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সর্বমোট ৫৯টি প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেট, কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, চলমান প্রকল্প, বাজেট বরাদ্দসহ কার্যক্রম বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং এসডিজি ফোকাল পারসন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অনুষদ সদস্যবৃন্দ এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। গবেষণা কার্যক্রমের শুরুতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশনে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের উপস্থিতিতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের এসডিজি ফোকাল পারসনদের নিয়ে একটি 'ইনসেপশন ওয়ার্কশপ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ গবেষণাটির বিষয়ে প্রত্যাশা ও অভিমত ব্যক্ত করেন।

চলমান গবেষণার উদ্দেশ্য মূলত তিনটি:

১) এসডিজি অর্জনে মন্ত্রণালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা,

২) এসডিজি অর্জনের পথে মন্ত্রণালয় বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে কতটা দূরে আছে তা নির্ণয় করা এবং

৩) এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ ও সমন্বয়হীনতা দূরীকরণের পথনির্দেশ

আরপিএটিসির কোর্সসমূহ

চারটি পুরাতন বিভাগীয় শহরে বিপিএটিসির চারটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূলত সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ১০-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের জন্য এখানে 'ফাউন্ডেশন কোর্স' তথা মৌল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে আরপিএটিসিসমূহের জন্য ৩৭টি কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকা আরপিএটিসিতে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের জন্য 'বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ'-র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম আরপিএটিসিতে ৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চারটি আরপিএটিসিতে পরিচালিত কোর্সের সংখ্যা : ১২৪৩

কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর অর্জন : ৪৬১৬০

নতুন আরপিএটিসি স্থাপন

নতুন চারটি বিভাগে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বরিশাল এবং রংপুর বিভাগে আরপিএটিসির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে আরপিএটিসির জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। বিপিএটিসির রেক্টর এবং সিনিয়র সচিব ডঃ এম আসলাম আলমের নির্দেশনায় সিভিল সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কক্সবাজারে বিশেষায়িত আরপিএটিসি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে স্থান নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

more synchronized implementation approach might be taken. BPATC authority has taken a decision that such workshop will be organized in all divisions.

Research Works on Sustainable Development Goals (SDGs)

As an apex public sector training institute of the country, one cardinal objective of BPATC is mandated to enhance the capacity of the government by way of training, research and consultancy. As part of this capacity building, BPATC has taken the initiative to conduct research on the issue of 'Achieving SDGs in Bangladesh: An Organizational Analysis'.To determine the capacity of government and identify possible implementation strategies for attaining Sustainable Development Goals (SDGs) by 2019, BPATC has taken plan to conduct research on "Achieving SDGs in Bangladesh: An Organizational Analysis". The main objective of this research project is to check out what ministries are doing to achieve SDGs, to find out what approaches need to be taken at this stage and to give feasible way out based on already taken policies and completed tasks. The Faculty members of BPATC have conducted this research studying mandates, strategic plans, Annual Performance Agreement (APA), ongoing projects and allocation of budget related reports and taking interviews of SDG focal person and concerned officers from 59 ministries and their departments. At the very inception of this research task, on 13th February, 2019 an "Inception Workshop" was arranged with significant present of Mr. Md. Abul Kalam, principal coordinator of SDG, BIAM Foundation and focal persons from different ministries. Ministry officials expressed the expectation and opinion regarding the research.

3 core objectives of this research project are

1) to evaluate the current state of achievement of SDGs in the ministries/divisions

2) to identify how far ministries and divisions are from the related SDGs targets, goals and indicators

3) to determine the ways for achieving SDGs and removing inconsistency

Courses at RPATCs

Four Regional Public Administration Training Centre of BPATC at four old divisional cities are mainly specialized training institution to provide training towards government staffs. RPATC conducts subject based training to enhance the capacity of the government employees in line with BPATC. Fundamental Training Courses for government employees of grade 10 to 20 are organized at these centres.

RPATCs are enlisted to conduct 37 courses within 2019-2020 training calendar year and

ভৌতঅবকাঠামোগত উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের তিন মেয়াদে (২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত) সবগুলো আরপিএটিসির ভৌতঅবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। চট্টগ্রাম আরপিএটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ১০তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। রেক্টর ডঃ এম আসলাম আলম উক্ত ভবন উদ্বোধন করেন। রাজশাহী আরপিএটিসিতেও ভবনসমূহের সংস্কার, সীমানা সম্প্রসারণ, ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা আরপিএটিসি অডিটোরিয়ামে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন ছাড়াও উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সবগুলো আঞ্চলিক কেন্দ্রের ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন

পাঠক্রমের উন্নয়ন

বিগত ২ বছরে কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের পাঠক্রমে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রত্যেকটি কোর্সের পাঠক্রমে এসডিজি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, অটিজম, সমানুভূতি তৈরি (empathy

building) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাহারে আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রের পাঠক্রম উন্নয়ন কমিটি নিয়মিত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অধিকন্তু, বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ব্যাপারটিও কমিটি বিবেচনা করে থাকে।

মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম ভিত্তি প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের মূল্যায়ন। এজন্য, বিপিএটিসির বিদ্যমান মূল্যায়ন নীতিমালা ২০১৩ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে মূল্যায়ন নীতিমালা ২০১৮ জারি করা হয়েছে।

প্রতিটি কোর্স শেষে কোর্স-সমাপ্তি মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কোর্স ডিজাইন করা হয়।

কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা নিরূপনের সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ওয়েবভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এজন্য, আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত কাহুট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের সেমিনার পেপার বা সিনিয়র স্টাফ কোর্সের নীতি বিশ্লেষণী পেপারসহ যাবতীয় এসাইনমেনট এ চৌর্যবৃত্তি (plagiarism) রোধে Turnitin এর মতো আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার শুরু হয়েছে।

অনুষদবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে বিপিএটিসির অনুষদবর্গের একাডেমিক দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রেক্টর ড. এম আসলাম আলম বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্বনামখ্যাত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারকের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষদ সদস্যদের আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও হংকংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রে নানাবিধ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে অনুষদ সদস্যের একাডেমিক লিখনের দক্ষতা

one special foundation training course will be conducted in RPATC, Dhaka in 2019-20. Besides, 68th Foundation Training is going on in RPATC Chattogram.

Total Courses conducted by 4 (Four) RPATCs : 1,243

Total Number of Participants attended : 46,160

New RPATC

It was decided to establish four new RPATC in new divisional town. Among them land acquisition process has been completed for Barishal and Rangpur RPATC. The land acquisition process of Syhlet and Mymensingh is still ongoing. An initiative was taken by Rector Dr. M. Aslam Alam to establish a special RPATC in cox's bazaar for senior civil servant officials. The site selection process has been completed for RPATC in Cox's bazar.

Infrastructure Development

There have been remarkable infrastructural development works in four existing RPATCs in the 3 consecutive tenure of incumbent

government (from 2009-2019). At RPATC Chattogram a 10 storied building was established. Rector Dr. M. Aslam Alam inaugurated it. Building renovation, physical exp vertical extension etc are going on at RPATC, Rajshahi. Modern sound system has been implemented at RPATC, Dhaka auditorium. Vertical extension of existing building is going on at RPATC, Dhaka. The RPATCs campuses have been enhanced through different initiatives.

Development in Training

Curriculum Development

Changes were brought in the training course curriculum of the centre in last 2 years. SDGs are included in all the course contents. Besides, the training system has been modernized by introducing Ten Special Initiatives of Honorable Prime Minister of Bangladesh, Empathy building, Autism and Bangladesh on the March towards Prosperity. In this respect, Curriculum Development Committee (CDC) regularly takes essentials measures to update course contents. Moreover, committee consider to launch new courses as per requests from different ministries or concerned departments.

Development of Evaluation Method

One of the key cornerstones of training activities is evaluation of trainers and trainees.

বাড়ানোর জন্য একাধিক একাডেমিক রাইটিং ওয়ার্কশপ, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ

সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেডাগজি প্রশিক্ষণ অন্যতম। এছাড়াও, আধুনিক ওয়েবভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কাহুট (Kahoot) প্ল্যাটফরম ব্যবহার বিষয়ক এবং একাডেমিক লিখন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ম্যানডেলে (Mendeley) ও গ্রামারলি (Grammarly) প্ল্যাটফরম ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্যতম। শেষোক্ত প্রশিক্ষণটি রেক্টর ড. এম আসলাম আলম এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে।

তাছাড়া, অনুষদবর্গের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ২৭দিনব্যাপী 'আইইএলটিস' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সকল অনুষদ সদস্যের জন্য কেন্দ্রের খরচে আইইএলটিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা

শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিপিএটিসি সহযোগিতামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। বিশেষত বর্তমান রেক্টর ও সিনিয়র সচিব ড. এম আসলাম আলম এর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সমর্থনে এই সহযোগিতা কার্যক্রম নতুন মাত্রা পেয়েছে। মূলত অনুষদ সদস্যবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের গুনগত মান বৃদ্ধি ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিপিএটিসি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

পারস্পরিক সহযোগিতা কার্যক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে প্রতিনিধি বিনিময়, অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান এবং যৌথ প্রশিক্ষণের আয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও

প্রয়োগযোগ্য কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে এই সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিপিএটিসি সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে, তা উল্লেখ করা হলো:

এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অব ইন্ডিয়া (আস্কি)

- এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এআইটি), থাইল্যান্ড
- বেইজিং এডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্টিটিউট (বিএআই), চীন
- সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি (সিকিউ), অস্ট্রেলিয়া
- ডিউক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিসিআইডি), ইউএসএ
- হংকং ইউনিভার্সিটি স্কুল অব প্রফেশনাল এন্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন (HKU SPACE)
- হুয়াজহং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চীন
- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)
- ম্যাকওয়ারি ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া
- ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (নিডা), থাইল্যান্ড
- নেপাল আডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (NASC)
- ইউনিভার্সিটি অব অ্যালাব্যামা, বার্মিংহাম (UAB)
- জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)
- জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ (ইউএনডিইএসএ)
- ইউনিভার্সিটি অব পুত্রা, মালয়েশিয়া (ইউপিএম)

In this regard, refining and amplifying BPATC Evaluation Policy 2013, there has enforced Evaluation Policy 2018.

Subsequent courses are designed on the basis of course end evaluation and suggestions of every course.

Instead of traditional examination system, web based examination system has been introduced by using kahoot software, Quizz etc. Seminar Paper of ACAD, Policy Evaluation Paper of SSC and all the assignments are being checked by Turnitin Software to avoid plagiarism and cheating.

Faculty Development related activities

In the last several years, various initiatives were taken for the development of Faculty members of the centre. In line with MOU ,To enhance the capacity,The faculties are sent to US,Australia,Hong Kong for higher studies.Besides, remarkable initiatives creatied opportunity in getting higher education abroad apart from arrangement of different kinds of training e.g. Pedagogy training, academic writing, creative and innovative MCQ questions etc. To develop efficiency, faculty members were encouraged to use of online platform or software like Grammarly, Kahoot, Mendeley etc. Moreover,To develop english language efficiency the faculties were given 27 days training conducted by British council.For all of the faculties IELTS exam organised on the cost of the centre.

Collaboration between BPATC and other Institutions

BPATC believes in partnership and collaboration with similar institutions at home and abroad for capacity building and enhancement of quality of training and research. To that end, the Centre has signed Memorandum of Understanding (MoU) with national and international institutions. The partnership efforts have recently gained momentum with the abled and visionary leadership of Dr. M. Aslam Alam, Rector (Senior Secretary) of the Centre. Collaboration with domestic and international organizations and experts remains focused on training and knowledge exchange, faculty development, exposure to new management system, joint research, and dissemination of information etc. The following activities are rampant to achieve sustainable development goals and to trigger achievable strategy. The below mentioned institutions have significant academic linkages with BPATC:

- Administrative Staff College of India (ASCI)
- Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
- Beijing Administration Institute (BAI), China
- Central Queensland University (CQU), Australia
- Duke Center for International Development (DCID), USA
- The Hong Kong University School of Professional and Continuing Education (HKU SPACE), China
- Huazhong University of Science and Technology (HUST), China
- Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan
- Macquarie University, Australia
- National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথেও বিপিএটিসি সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে রয়েছে:

- একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)
- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
- বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
- নিবন্ধন অধিপ্তর
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ল্যাপটপ অনুদান

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বিপিএটিসি গড়ার জন্য নানামুখি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপিএটিসিকে ৩০০টি ল্যাপটপ উপহার প্রদান করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অনন্য উপহার কেন্দ্রের আধুনিকায়নকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। ল্যাপটপসমূহ কেন্দ্রে পরিচালিত এসএসসি, এসিএডি এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ ব্যবহার করছেন, যা প্রশিক্ষণের মানকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

বহুমুখী আইসিটি ল্যাব স্থাপন

প্রশিক্ষণ কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে একাডেমিক ভবনে অবস্থিত পুরাতন ল্যাংগুয়েজ ল্যাবকে সম্প্রতি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাবে রূপান্তর করা হয়েছে। মাল্টিপারপাজ আইসিটি ল্যাব ১ ও ২ নামে অভিহিতি ল্যাব দু'টিতে সর্বমোট ৯৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার রয়েছে। এছাড়া, কেন্দ্রের লাইব্রেরির তৃতীয় তলায় আরো দু'টি নতুন কম্পিউটার ল্যাব (প্রতিটি ৬০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন) স্থাপন করা হয়েছে। এতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুশীলনসহ ওয়েবভিত্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ল্যাবসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে।

উন্নত মডেলের ল্যাপটপ সংগ্রহ

বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বিগত বছরগুলোতে উন্নতমানের ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৫ মেয়াদি 'ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি' প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপনের পাশাপাশি ১৫টি, ২০১৪ সালে রাজস্ব বাজেট হতে ৫৪টি, ২০১৫ সালে

- Nepal Administrative Staff College (NASC), Nepal
- University of Alabama at Birmingham (UAB), USA
- United Nations Children's Fund (UNICEF)
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)
- University of Putra Malaysia (UPM), Malaysia

Along with international organizations, BPATC maintains collaborative programmes with different government and non-government bodies at the national level which include:

- Access to Information (A2I)
- Anti-Corruption Commission (ACC)
- Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)
- Bangladesh Election Commission (EC)
- Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
- Bangladesh Water Development Board (BWBD)
- Central Procurement Technical Unit (CPTU)
- Department of Registration
- Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)
- Local Government Engineering Department (LGED)
- United Nations Children's Fund (UNICEF)

BPATC is always open to work in partnership that may add value to the overarching SDG 16, specially, effective institution building. Thus, BPATC is relentless on creating a public administration system that can meet the challenges of the fourth industrial revolution.

Digitalization Activities

Gift from Honorable Prime Minister

Different initiatives have been taken to make digital BPATC as a part of achieving Digital Bangladesh vision. Honourable Prime Minister Sheikh Hasina gifted 300 laptop computers to achieve this vision in the year 2010. These laptops are being used for the senior staff course (SSC), Advanced Course on Administration and Development (ACAD), Foundation Training Course, and other courses of the centre.

Establishment of Multipurpose ICT Labs

In order to increase the ICT in training courses, old language lab of the academic building has recently been modernized and renamed as multipurpose ICT Lab-1 and 2. There are 96 computers in these labs which are being used to improve ICT and English Language skills. Besides, two new computer labs with 60 new computer each have been setup in the 2nd floor

৩২৫টি এবং ২০১৮ সালে ৫০টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রে পরিচালিত সবগুলো কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ মেয়াদে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয় যা শিক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে এবং প্রশিক্ষণের গুনগত মানকে বৃদ্ধি করেছে।

নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সংযোগ

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

২০১৪ সালে ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৫) কেন্দ্রের Local Area Network (LAN) সম্প্রসারণ করা হয়। বিপিএটিসি'র অফিস এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ দাপ্তরিক এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে Local Area Network (LAN) Wi-Fi এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন।

উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা

ডিজিটাল বিপিএটিসি গড়ার প্রত্যয়ে কেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগষ্ট/২০১০ মাসে কেন্দ্রের ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ 256 Kbps হতে 10 Mbps, সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসে বিটিসিএল হতে 10 Mbps হতে 30 Mbps, সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে 30 Mbps হতে 94 Mbps, জানুয়ারি/২০১৭ মাসে 94 Mbps হতে 150 Mbps এবং সর্বশেষ জুলাই/২০১৮ মাসে 150 Mbps হতে 350 Mbps এ উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি Radio Link-এর মাধ্যমে বিকল্প 100 Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ সেবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হচ্ছে। ফলে বিপিএটিসি একটি কার্যকর ইন্টারনেট জোন এবং এর সর্বত্রই উচ্চগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য।

কেন্দ্রীয় ওয়াইফাই সিস্টেম স্থাপন

ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় ওয়াইফাই সিস্টেম স্থাপন করা হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে, সমগ্র অফিস ও ডরমিটরি এলাকা কেন্দ্রীয় ওয়াইফাই সিস্টেম এর আওতায় রয়েছে। সকল অনুষদ সদস্য ও প্রশিক্ষণার্থীগণ দাপ্তরিক বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে বিপিএটিসির সর্বত্র যেকোন ডিভাইসে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছেন।

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

বাংলাদেশ সরকারের ইনফো-সরকার প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সালে কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, একই বছরে ডিবিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিএটিসি ও ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে সংযোগকারী ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। ২০১৮ সালে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনে আরো একটি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সভা, মতবিনিময় বা অধিবেশন পরিচালনা এবং সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

of the library building. These labs are being used for ICT training, englsh language learning and practice, and web based evaluation of the participants.

Collection of Laptop Computers of Latest Model

Due to increase of the number of participants in the Foundation Training Course, laptop computers of latest model have been purchased in recent years. 15 laptops were purchased under the Digitalization of BPATC project. Besides, 54 laptops in 2014, 325 laptops in 2015 and 50 laptops in 2018 were purchased using revenue budget. Currently enough laptop are supplied according to the needs of the courses conducted in the centre.

Network and Internet Connectivity

Local Area Network (LAN) Extension

Local Area Network (LAN) was expanded under the Digitalization of BPATC project in 2013-15. Optical Fiber Backbone Network has been set up in the office areas of BPATC. As a result, the employees and participants can use both Local Area Network (LAN) and Wi-Fi system for official and training purposes.

Increase in Internet Speed

Internet bandwidth of the centre increased from 256 Kbps to 10 Mbps in August 2010, from 10 Mbps to 30 Mbps in September 2014, from 30 Mbps to 94 Mbps in September 2015, from 94 Mbps to 150 Mbps in January 2017, from 150 Mbps to 350 Mbps in July 2018 has been upgraded. Also, the Centre is using 100 Mbps bandwidth through Radio Link. As a result, the participants and faculty members are getting high-speed internet access.

Central Wi-Fi System Installation

The Honorable Prime Minister inaugurated the Central Wi-Fi System established under the Digitalization of BPATC project on 10 August 2014. As a result, the office area and dormitories came under the central Wi-Fi system and Faculty members and Participants get the facility of the Wi-Fi system for official and training purpose.

Video Conferencing System Installation

Video Conferencing System was established the centre in 2015 through Info-Government Project. In the same year Video Conferencing System was established in the Regional Centers (Dhaka / Chittagong / Rajshahi / Khulna) through the Digitalization of BPATC project. Another Video Conferencing System was setup in the centre to establish connectivity with other national and international organizations. This system is used effectively for exchange opinions, sessions management and social media dialogue with various training organizations.

গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

গবেষণা ও উপদেশনা কার্যক্রমের উন্নয়ন

বিপিএটিসি জনপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন, শাসন এবং সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করে থাকে। একইসাথে পাঠ্যক্রম উন্নত করতে এবং সেশন পরিচালনা ফলপ্রসূ করতে কেস স্টাডি তৈরি করে থাকে। এছাড়াও নানাবিধ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার ম্যান্ডেটও রয়েছে বিপিএটিসির। সাম্প্রতিক সময়ে, গবেষণার গুনগত মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমডিএস (গবেষণা ও পরামর্শ) এর তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের গবেষণা ও পরামর্শ বিভাগ পরিচালিত হয়। গত এক দশকে প্রশিক্ষণ বিষয়ক, ই-গভর্নেন্স এবং টেকসই উন্নয়নের উপর বিপিএটিসি অনেকগুলো গবেষণা পরিচালনা করেছে।

বিপিএটিসি'র গবেষণা কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি গবেষণা কমিটি রয়েছে। কমিটির সভাপতি হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিপিএটিসির এমডিএসবৃন্দ পদাধিকারবলে কমিটির অভ্যন্তরীণ সদস্য এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টরস মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ গবেষণা কমিটির বহিরাগত সদস্য হিসেবে কমিটিতে অংশগ্রহণ করেন। গত ১০ বছরে (২০০৯-২০১৯) বিপিএটিসি-তে গবেষণা কমিটির ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পসমূহ

২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত মোট ২৩টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাসমূহের প্রাথমিক লক্ষ্য প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের মান উন্নত করা এবং নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন। এছাড়াও নানাবিধ বিষয় যেমন লিঙ্গসমতা, আর্থ-সামাজিক ইস্যু, রেমিটেন্স ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়েছে।

বিপিএটিসির গবেষণা কমিটির ৫৪ তম বৈঠকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত ৫টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদিত হয় যা বর্তমানে চলমান:

ক্রমিক নং	গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম
১।	সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন
২।	বাংলাদেশের সরকারি অফিসগুলিতে উদ্ভাবন উদ্যোগের একটি অনুসন্ধান
৩।	বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন: প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ
৪।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে নবীন সরকারী কর্মচারিদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ভূমিকা: বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কেস স্টাডি
৫।	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Development of Research and Publication

Advancement of Research & Consultancy Activities

BPATC conducts research mostly on public administration, management, sustainable development, governance and social issues. It also generates knowledge to improve curriculum and develop a case study for utilization to conduct sessions in different courses. BPATC also provides consultancy to government for policy intervention.

Significant emphasis has been given on quality research and development in the last 10 years (2009-2019). Research and Consultancy Division of the Centre is led by the Member Directing Staff (Research and Consultancy). BPATC has done tremendous work in the field of Research and Development in the last one decade focusing on the curriculum development, e-governance and Sustainable Development.

BPATC research committee is headed by the Vice-Chancellor of Jahangirnagar University, one of the members of the BoD. MDSs of BPATC are the internal members by virtue of their position and two experts nominated by the Board of Directors are the external member of the Research Committee. In the last 10 years (2009-2019) there were 18 meetings of the Research Committee were held in BPATC.

Research Projects

A good number of research projects have been conducted in the last 10 years. Primary focus of this research was to enhance the quality of training and to improve the public service delivery. Besides, research on different topics like Gender equality, Socio-economic aspects, Remittance etc were also conducted. Currently there are 5 ongoing research projects in the centre. Total 23 research Projects from FY 2008-2009 to 2017-18 have been conducted in the centre.

BPATC Research Committee approved the following 5 research projects for FY 2018-2019 in the 54th meeting held on 12th November 2018:

Sl No.	Title of Research Proposal
1.	An Evaluation of 60 hours long training in a year for government employees
2.	An Exploration in the Innovation Initiatives in the Public Offices in Bangladesh
3.	Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh: An Organizational Analysis
4.	Assessing the Role of Foundation Training Course for enhancing the knowledge of The Young Civil Servants to Achieve Sustainable Development Goals(SDGs): A Case Study from Bangladesh Public Administration Training Centre
5.	Regulatory and Institutional Framework for Sustainable Use of Coastal and Marine Resources: A Comparative Analysis between Bangladesh and Australia

Research related Faculty Seminar

Research Wing organizes faculty seminar for both research proposal presentation and draft research reports. Along with faculty members, the Chairperson, Rector BPATC evaluates the research proposals and research reports presented in the faculty seminar. In the last 10 years (2009-2019), 16 effective faculty seminars were organized in the centre.

Annual Report

Annual reports have been published in the last 10 years on a regular basis by the research section of centre. Research is essential to create new knowledge and to upgrade the quality of an organization. Especially under the guidance of Rector Dr. M Aslam Alam (Senior Secretary to the Government) BPATC is keeping its pace with other world-class training institutes. He has played an influential role in enhancing both

গবেষণা বিষয়ক অনুষদ সেমিনার

অনুষদ সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রস্তাব এবং গবেষণা শেষে প্রাপ্ত ফলাফল অনুষদ সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়। রেক্টরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষদ সেমিনারগুলোতে অনুষদ সদস্যদের উপস্থিতিতে গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এছাড়া, গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং ফলাফলের সম্ভাব্য গুরুত্ব নিয়েও এরূপ সেমিনারে মূল্যায়ন করা হয়। গত ১০ বছরে (২০০৯-২০১৯) বিপিএটিসিতে ১৬টি অনুরূপ অনুষদ সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

১০ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে কেন্দ্রের সাংবাৎসরিক কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মূলত: এটি বিপিএটিসির স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অংশ। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদনের মান ও সৌষ্ঠব বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ

বিপিএটিসি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্প্রতি অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে জার্নালটির প্রতিটি প্রবন্ধ যথাযথ মেটাডাটা সহকারে আপলোড করা যায়। ইতোমধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এই জার্নালের জন্য আইএসআইএসএন ও ডিওআই নম্বর গ্রহণ করা হয়েছে। এই জার্নালকে ডিরেক্টরি অব ওপেন একসেস জার্নালে রেজিস্ট্রেশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণে সফটওয়ারের ব্যবহার

গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সূচনালগ্ন থেকে বিপিএটিসি প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বর্তমান রেক্টর ড. এম আসলাম আলম এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণা মান বৃদ্ধি এবং গবেষকদের একাডেমিক লিখন উন্নত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন আধুনিক সফটওয়ার বর্তমানে বিপিএটিসিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রের প্রকাশিত জার্নালগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ বর্তমানে টার্ন-ইন-ইট সফটওয়্যার ব্যবহার করে একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি (plagiarism) বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রবন্ধসমূহের রেফারেন্সিং উন্নত

করার জন্য মেন্ডেলি (Mendeley) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষকরা গবেষণায় ব্যবহৃত বই এবং নিবন্ধের একটি নিজস্ব ডাটাবেজ তৈরি এবং গবেষণা প্রতিবেদনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত রেফারেন্স ব্যবহার করতে পারেন। এ বিষয়ে অনুষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। এছাড়া, গবেষকদের লেখার মান বাড়ানোর জন্য গ্রামারলি (Grammarly) প্ল্যাটফরম ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এসংক্রান্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনুষদ সদস্যদের জন্য একাধিক একাডেমিক রাইটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজনও করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

অফিস অটোমেশন

২০১৩-২০১৫ মেয়াদে 'ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি' (ডিবিপিএটিসি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্বয়ংক্রিয় অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সাতটি Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছিল। তবে সফটওয়্যারগুলোর

quality and quantity of research work of the centre.

Bangladesh Journal of Public Administration Turned into Digital

Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA) published by BPATC has recently been published online. A separate webportal was

developed to host this journal. Each journal article is published on this website with proper bibliographic metadata. The web address of this journal is http://bjpa.bpatc.org.bd. An ISSN number has been assigned to this journal through registration process in issn.org. The journal also has the Digital Object Identifier (DOI) to identify each article uniquely on the web world. Another initiative has been taken to register this Journal in Directory of Open Access Journal (DOAJ).

New Software used for Research and Training

BPATC is trying to develop the quality of research and courses from the time of its inception. This effort was increased under close supervision of the Rector (Senior Secretary) Dr. M. Aslam Alam. To increase quality of research and writing, several international software are being used now at BPATC. The plagiarism has been stopped through using Turnitin in the centre. Mendeley is used to increase quality in referencing of research articles. Through this software, researchers can organize their in-text citations and references in their own database and use these citations in their research articles, book chapters etc. easily. A special training was arranged for faculty members on how to use this software. Another training was provided to the faculty members on using Grammarly. Now using Grammarly platform is mandatory for the faculty members to increase the quality of writing. Besides, several workshops on academic writing were organized for the faculty members of the centre.

Development of ICT

Office Automation

For office automation, seven Enterprise Resource Planning (ERP) software was purchased under the Digitalization of BPATC project in 2013-2015. But the use of those software was very limited. To make paperless office, 100% use of those software was ensured according to the direction of Rector Dr. M Aslam Alam. As a result many of the important works now completed online using ERP software. Usages of seven software's known as ERP are as follows:

Personnel Management Information System (PMIS)

Through this software, all Employee's Personal History (Joining, Retirement, Posting, Increment, Promotion, Punishment, Leave etc) are managed. This plays an important role for the higher authority in office management and in providing effective support in the human resources management of the Centre.

ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ছিল। কাগজবিহীন অফিস (Paperless office) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রেক্টর ড. এম আসলাম আলম এর নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে ERP সফটওয়্যারগুলোর শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে, কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কাজই এখন সফটওয়্যার ও অনলাইনভিত্তিক।

পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)

এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী'র ব্যক্তিগত তথ্যাদি (যোগদান, অবসর, পদায়ন, পদোন্নতি, শাস্তি, ছুটি ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হয়। অফিস ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করেছে এই সফটওয়্যারের ব্যবহার।

কম্পিউটারাইজড প্রশিক্ষণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমআইএস)

সফটওয়্যারটির মাধ্যমে কেন্দ্রের সামগ্রিক কোর্স ব্যবস্থাপনা যথা: মডিউল ব্যবস্থাপনা, বক্তা মূল্যায়ন, ক্লাস রুটিন, পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত, হ্যান্ডআউট এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনাসহ কোর্সের বিবিধ কার্যক্রমে সহজে ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে।

স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস)

ক্রয় ও ভান্ডার শাখার মালামালের স্টক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সফটওয়্যারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্রের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত প্রায় ৬০০০ আইটেম এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংরক্ষণ এবং বরাদ্দ দেয়া হয়।

অ্যাকাউন্টস এবং ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এএন্ডএফএমএস)

এই সফটওয়্যারটি PMIS এর সাথে একীভূত। এর মাধ্যমে কেন্দ্রের সকল কর্মচারী'র বেতন, বোনাস, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। তাছাড়াও সরকারি নিয়মকানুন অনুসরণ করে কেন্দ্রের সকল আয়-ব্যয় এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস)

কেন্দ্রের পরিবহন ব্যবস্থাপনায় এই সফটওয়্যার কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রের সকল গাড়ীর তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গাড়ীর চাহিদা প্রেরণ, গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ী রোস্টার, চালক রোস্টার, বিল প্রস্তুতকরণ, জ্বালানী ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রম এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

ডরমিটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএমএস)

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কেন্দ্রের ডরমিটরিগুলোর রুম বরাদ্দ, রুমের যাবতীয় সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিইএমএস)

এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল কম্পিউটার আইটেম ব্যবস্থাপনা করা হয়। কেন্দ্রে প্রায় ৭২৩ ল্যাপটপ, ৫৬০ ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১১৮ প্রিন্টার, ৮১টি স্ক্যানার, ৫১টি অনলাইন ইউপিএসসহ ১৩০টি ওয়াইফাই রাউটার, ২০০টি নেটওয়ার্ক ডিভাইস রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের চাহিদাপত্র অনুযায়ী বরাদ্দ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ বিভিন্ন কার্যাদি এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রের ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন

কেন্দ্রের বিদ্যমান ওয়েবসাইটকে (www.bpatc.org.bd) নতুন আঙ্গিকে তথ্যসমৃদ্ধ ও আধুনিক করা হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের তথ্যও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিপিএটিসি'র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, e-Filing System, e-Library সহ ERP সফ্টওয়্যারসমূহের লিংক কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাস হতে কেন্দ্রের সব নোটিশ, অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, কার্যবিবরণী, সাম্প্রতিক ঘটনার সচিত্র বিবরণ ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। যেকোন কোর্সের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ওয়েবসাইটেই সম্পাদিত হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০০ বার ওয়েবসাইটের ববহারকারীবৃন্দ কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করছে যা বর্তমানে প্রকৃত অর্থেই একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট।

ই-লার্নিং প্লাটফর্ম

২০/০৮/২০১৪ তারিখে বিপিএটিসি এবং এটুআই প্রোগ্রাম এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী এটুআই এর

Computerized Training Management System (CTMS)

All courses are managed through this software. This software plays an important role in course management, including Module Coordinator, Manage Speakers & Guest Speakers Evaluation, Class Routine, Result Preparation, Handout & Other Document Management.

Store Management System (SMS)

This is a Real Time Inventory Management System. Nearly 6000 items of day-to-day work used by the Centre are managed by this software. This software plays an important role in decision making process of purchasing and stocking of items.

Accounts and Finance Management System (A & FMS)

This software integrates with PMIS. Through this, all Employees' salaries, bonuses, increment, etc. are transferred to their bank account automatically. Besides, following the rules & regulations of the government, all income-expenditure of the centre are managed through this software.

Transport Management System (TMS)

This software effectively provides support to the Centre's transport management. There is an arrangement to preserve information of all the vehicles of the centre through this software. All the activities including Vehicle Requisition, Vehicle Maintenance, Vehicle Roster, Driver Roster, bill preparation, Fuel Consumption are managed through this software.

Dormitory Management System (DMS)

Dormitory room management, online registration by the participants and all the room equipments are being managed effectively through this software.

Computer Equipment Management System (CEMS)

Computer items are managed using this software. There are 723 laptops, 560 desktop computers, 118 printers, 81 scanners, 130 online Wi-Fi router, 51 online UPS, 200 network devices in the centre. Various tasks such as assignment, maintenance, and preparation of reports according to requirement of various department are completed through this software.

Website modernization and social media linkage

Website (www.bpatc.org.bd) content of the centre has been updated and modernized recently. The information of RPATCs has been included here. BPATC's official Facebook Group, e-Filing System, e-Library, ERP software were linked to the website home page. All types of notices, office orders, external leave, circulars,

কারিগরি সহযোগিতায় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম কার্যক্রম শুরু হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ৯২তম, ৯৩তম, ৯৭তম ও ৯৮তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি) এবং ৬৯তম ও ৭০তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সে (এসএসসি) প্ল্যাটফরমটি চালু থাকে। পরবর্তীতে, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ব্যবহারে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হওয়ায় কনটেন্ট আপডেটিং কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। বর্তমানে বিপিএটিসির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র ই-লার্নিং প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন

২১-২৪ নভেম্বর ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের অধীনে কেন্দ্রের তিনজন কর্মকর্তাকে ই-নথি সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/০২/২০১৭ তারিখ রেক্টর কর্তৃক কেন্দ্রে ই-নথি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি' ২০১৯ পর্যন্ত কেন্দ্রের মোট ১৭৯ জন ব্যবহারকারী কর্তৃক নিস্পন্ন ডাক ১২,৩৭৮টি, ডাক থেকে সৃজিত নোট ৫৯৯টি, স্ব-উদ্যোগে নোট ৪৩১৩টি, পত্র জারী ৯১১টি। ই-নথি বাড়িয়ে কেন্দ্রে কাগজের ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

সরকারী অফিসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিএটিসির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নিয়মিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া, দাপ্তরিক যোগাযোগ বাড়াতে এবং কাগজের ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে হোয়াটসএপ গ্রুপে (WhatsApp group) অনুষদ সদস্যবৃন্দ সংযুক্ত রয়েছেন।

ইউটিউব চ্যানেল

বিপিএটিসি'তে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিওচিত্র, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের প্রদত্ত বক্তব্য, বিপিএটিসির উন্নয়নের চিত্র ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি ইউটিউবে চ্যানেল খোলা হয়েছে। বিপিএটিসির চ্যানেলটি যথেষ্ট দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং সহজে আগ্রহীদের কাছে জনগুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

ফেসবুক পেজ

সোস্যাল মিডিয়ায় বিপিএটিসির কার্যক্রমকে তুলে ধরার জন্য বিপিএটিসির ফেসবুক পেজ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রের হালনাগাদ তথ্য ফেসবুক-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে, অংশীজনের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষা করা যাচ্ছে এবং সহজেই বিভিন্ন ইস্যুতে ফিডব্যাক পাওয়া যাচ্ছে।

মোবাইল ম্যাসেজিং

কাগজের ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিকট বিভিন্ন সভার নোটিশ বা নির্দেশনা প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে তথ্য পৌঁছানোর কাজটি সহজে ও কম খরচে সম্পাদন করা যাচ্ছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় অভ্যর্থনার সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রের কর্মচারিবৃন্দ, প্রশিক্ষণার্থী এবং অভ্যগতরা তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। এছাড়াও, ডিসপ্লে মনিটরের মাধ্যমে কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচীর সচল চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষে ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে স্থাপন

ডিজিটাল বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে কেন্দ্রের লাইব্রেরী, অডিটরিয়াম এবং ক্লাস রুমে সম্প্রতি ২৩টি অত্যাধুনিক ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্পর্শ-সংবেদন ডিসপ্লে শ্রেণীকক্ষে পাঠ কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও মনোগ্রাহী করেছে। চলতি অর্থবছরে এধরণের আরো ডিসপ্লে কেনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন

কেন্দ্রের গেটসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ডিজিটালাইজেশন অব বিপিএটিসি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫ সালে কেন্দ্রের ৩টি

working hours, recent events, etc. are being uploaded regularly on the website from July 2016. The content is monitored constantly and completed events are uploaded regularly.

e-Learning Platform

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between BPATC and A2i program on 20/08/2014. According to the Memorandum of Understanding with the technical assistance of A2i, we introduced E-learning in the 92nd, 93rd, 97th and 98th Advanced Course on Administration and Development (ACAD) and 69th and 70th Senior Staff Course (SSC). Later, due to some problems while using e-learning platform, the problem solving and content updating work has been stopped. Currently, BPATC has taken the initiative to start e-learning platform using its own resources.

e-Nothi system implementation

Initiatives have been taken to implement e-Nothi system through the training of 03 (three) officers of the Centre by the A2I program in the Prime Minister's Office on 21-24 November 2016. On February 28, 2017, e-Nothi system was inaugurated by Rector of the Centre on 28/02/2017. Trainings have been provided to the employees for the implementation of e-Nothi system. Upto January 2019, total 179 users disposed 12,378 letters, 599 notes created from the letters(dak), 4313 self-initiated notes, 911 letters have been issued through e-nothi system.

Social Networking

To implement the Government circular on using social media in government offices, BPATC official Facebook page and Whatsapp group are being updated regularly. In addition, to enhance official communication and to shrink the uses of paper the faculties are being connected on whats app group.

Youtube channel

To share the videos of different programs arranged by BPATC, a youtube channel has been created recently. Important speeches provided by the faculty members, guest speakers or participants are being uploaded on this channel. The channel has got immense popularity and remarkable number of videos has already been uploaded on this channel.

Facebook Page

To highlight the activities of BPATC on social media, facebook page has been created . Updated information about the Centre is being posted to Facebook through this group. As a result communication with the stakeholders become easy and feedback can be received easily regarding various issues.

Instant Messaging

In order to shrink the usage of paper, the text are sent to officers regarding different meetings or directives. As a result, it becomes easy to provide emergency notice / information to all employees.

Digital Display Board

Digital Display Notice Board has been set up in front of the reception of the Centre providing information on training and programs. As a result, participants and faculty members receive information on training and various program .It also helps displaying various information

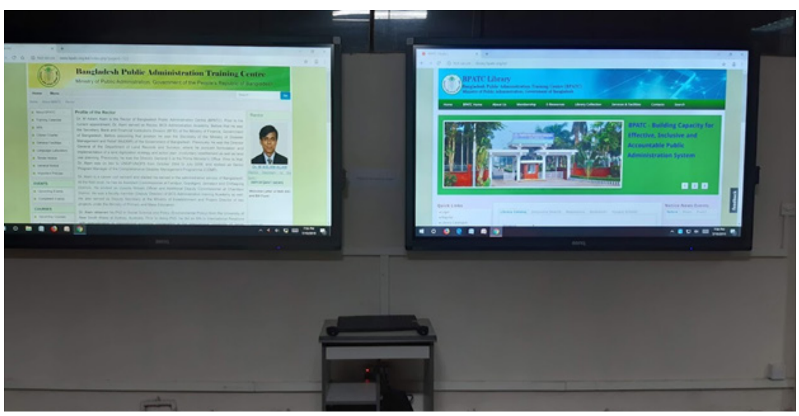

মেইন গেটসহ অফিস এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ১০টি স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে। বর্তমানে কেন্দ্রের সকল এলাকা Live Monitoring System এর আওতায় আনা হয়েছে।

বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন

কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ২০১৬ সালে ১০টি বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন স্থাপন

করা হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্যও ২৬/০২/২০১৯ তারিখে আরো ১৫টি বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

বিপিএটিসি লাইব্রেরির উন্নয়ন

লাইব্রেরি ডিজিটালাইজেশন

১৯৯৭-১৯৯৮ সালে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক তৈরি ডেস্কটপ ভিত্তিক বিবলিওগ্রাফিক সফটওয়্যার সিডিএস/আইএসআইএস ইনস্টল করা হয় এবং প্রায় ৪৫ হাজার বই ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়, যা শুধুমাত্র লাইব্রেরিতে বসে সার্চ করা যেত। এই সফটওয়্যার এর সীমাবদ্ধতা দুর করার জন্য পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার কোহা ইনস্টল করা হয়। পূর্বের সফটওয়্যার থেকে ডাটা স্থানান্তর করা হয় এবং ১৫ হাজার নতুন বই এন্ট্রি দেয়া হয়। সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভান্ডার সফটওয়্যার ডিস্পেস ইনস্টলেশন এবং বেশ কিছু বই স্ক্যান করে আপলোড করা হয়। ২০১৭-২০১৮ সালে রেক্টর ড. এম. আসলাম আলম এর উদ্যোগে ৮০ হাজারের বেশি বই এন্ট্রি এবং ১৮০ টি বই স্ক্যান করে আপলোড করা হয়। ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে রেক্টর বিপিএটিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন।

লাইব্রেরি অটোমেশন

বিপিএটিসি লাইব্রেরির কর্মকান্ড স্বয়ংক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে বর্তমানে লাইব্রেরির সদস্য ব্যবস্থাপনা, অনুষদ সদস্যবৃন্দের নিকট বই ক্রয়ের চাহিদা গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা, বইয়ের ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট দ্রুত গতিতে এবং দক্ষতার সাথে তৈরি করা যায়। বিপিএটিসি লাইব্রেরিতে ১ লাখের বেশি বই এবং অন্যান্য তথ্য সামগ্রী আছে। তার মধ্যে গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮০ হাজারের বেশি বই এবং অন্যান্য তথ্য সামগ্রী আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে ক্যাটালগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখন এই বিশাল সংগ্রহ বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে সার্চ করা সম্ভব হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনুষদবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অনলাইনে লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং প্রাপ্ত ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সফটওয়ারে লগইন করতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা ধার নেয়া বইপুস্তকের বিবরণ, ধার নবায়ন, পছন্দের বইয়ের তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারেন।

লাইব্রেরির ওয়েবসাইট

২০১৮ সালে আধুনিক একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লাইব্রেরি ব্যবহারকারী এবং অনুষদবৃন্দ সহজে সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারছেন। এতে বিপিএটিসি লাইব্রেরির নতুন পাঠ্যসামগ্রীর তথ্য, সাবস্ক্রাইব করা, নিবন্ধিত এবং ওপেন একসেস ইলেকট্রনিক রিসোর্সের বিবরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি, সংবাদ, নোটিশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগঠিত করে রাখা হয়েছে।

আরএফআইডি প্রযুক্তি স্থাপন

রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) বর্তমান সময়ের একটি উন্নত প্রযুক্তি যা সাধারণত উন্নত বিশ্বের লাইব্রেরিগুলোতে অটোমেশন এবং লাইব্রেরির পাঠ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ২০১৮ সালে বিপিএটিসি লাইব্রেরিতে আরএফআইডি প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ৮০ হাজারের বেশি বইয়ে আরএফআইডি চিপ

including pictures of various programs through two Displays/ TVs.

Interactive Display Installation

As part of digitalization of BPATC, 23 Interactive Display have been set up at various important places including library, auditorium and classrooms. This interactive displays make the study activities more effective in the classrooms. An initiative has been taken to purchase more displays board.

Live Monitoring System Installation

CC cameras have been installed at the centre's gates. In order to strengthen the security of the centre, the Live Monitoring System has been set up by installing digital cameras in 10 different locations in the whole campus under the Digitalization of BPATC project in 2015.Currently ,the centre is taken under live monitoring system.

Establishment of Biometric Attendance System

10 Biometric Attendance Machines have been set up in 2016 for managing the presence of centre officials / employees in biometric mode through which all the officers give attendance in just time. For the participants, more than 15 biometric attendance machines were setup on 26/02/2019.

Development of BPATC Library

Digitalization of BPATC Library

As the first initiative of library digitalization, desktop based bibliographic software CDS/ISIS developed and distributed by UNESCO was installed in 1997-1998 and bibliographic data were entered of about 45,000 books in that database. That software was only for searching catalogue from a desktop computer in offline mode. To overcome this limitation, worldwide used web based software Koha was installed and setup in 2014-2015 and bibliographic data from the CDS/ISIS software were migrated to this new software. Besides, another software Dspace for institutional repository was installed and remarkable number of documents were uploaded. But due to lack of quality of the old bibliographic data and scanned documents, output was not satisfactory.

Another initiative was taken by the Rector of BPATC and Senior Secretary Dr. M. Aslam Alam. Under his initiative more than 80,000 books were entered in the software maintaining international bibliographic standards and about 180 books, reports etc were scanned and uploaded in the Institutional Repository. He inaugurated the BPATC Digital Library on 18 March 2018. Under his dynamic leadership and closed supervision, BPATC Library transformed into latest technology based Digital Library during 2017-2019.

Library Automation

Using the Koha software, User Management, Membership, book requisition management, Cataloguing, Classification, Issue and Return of Library materials, report generation etc. can be performed smoothly. At present,approximately 10 million books and other resources are being catalogued following international standard Now this book database can be searched and managed worldwide through internet. Faculty members and participants can apply online for library membership and login to their account for various services like renewal of library materials, purchase suggestions, creating list of favorite books, export citations, checking dues and so on.

Library Website

A separate website was developed in 2018 for BPATC Library to showcase the library resources and services and to make the service

সেট করা হয়। এছাড়াও একটি আরএফআইডি গেট, ২ সেট ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রিত চেক আউট সিস্টেম, দুটি স্টাফ স্টেশন এবং একটি মেম্বার কার্ড প্রিন্টার স্থাপন করা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে লাইব্রেরির সদস্যবৃন্দ আরএফআইডি কার্ড ব্যবহার করে নিজেই নিজের বই ধার করতে পারেন এবং পড়া শেষে লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে পারেন।

সার্ভার রুম এবং নতুন সার্ভার স্থাপন

লাইব্রেরিতে তথ্য সম্পদ বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ফরম্যাটের তথ্য সম্পদের পরিমাণ, ব্যবহারকারীর সংখ্যা, এবং তথ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বহুলাংশে বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরাতন সার্ভারটির গতি কমে যায় এবং বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ভবিষ্যতে তথ্যসম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, সফটওয়ারগুলোর আপগ্রেড এবং সার্ভারের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লাইব্রেরিতে একটি সার্ভার রুম প্রস্তুত করা হয় এবং ভার্চুয়ালাইজেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুটি সার্ভার প্রস্তুত করা হয়, যার একটি লাইব্রেরি ডিজিটাইজেশন এবং অন্যটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ভিডিও ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।নতুন এই সার্ভারে পুরোনো সার্ভারের সমস্ত সফটওয়্যার এবং ডাটা মাইগ্রেট করে আপগ্রেড করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভান্ডার

বিপিএটিসি লাইব্রেরিতে ডিস্পেস নামে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত ওপেনসোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়ারটি যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে এর সোর্সকোড উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এই রিপোজিটরিতে তথ্যসামগ্রী যেমন বই, জার্নাল, রিপোর্ট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির ডিজিটাল ভার্সন প্রকাশ, বিতরণ ও সংরক্ষণ করা যায়। ২০১৯ সালে প্রায় ১৮০ টি বই, সরকারি দলিল, রিপোর্ট, গেজেট ইত্যাদি স্ক্যান করে আপলোড করা হয়। এছাড়াও বিপিএটিসি এর প্রকাশিত বেশ কিছু প্রকাশনা আপলোড করা হয়েছে। এই ডকুমেন্ট গুলো বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে ডাউনলোড করা ও পড়া সম্ভব।

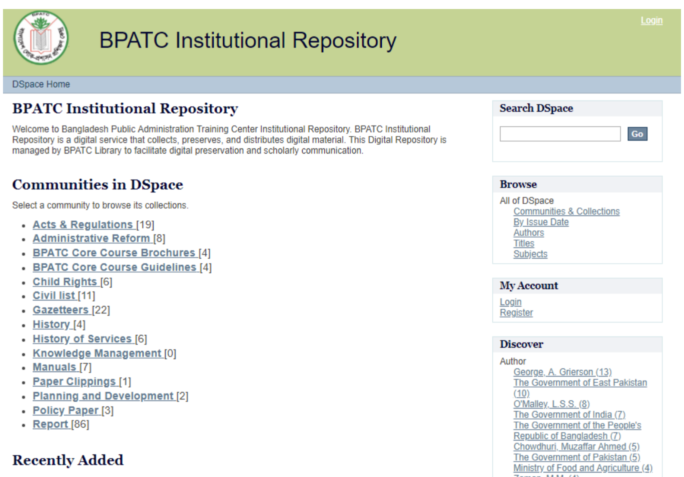

OpenDOAR এ যোগদান

ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরির তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রিপোজিটরিসমূহের

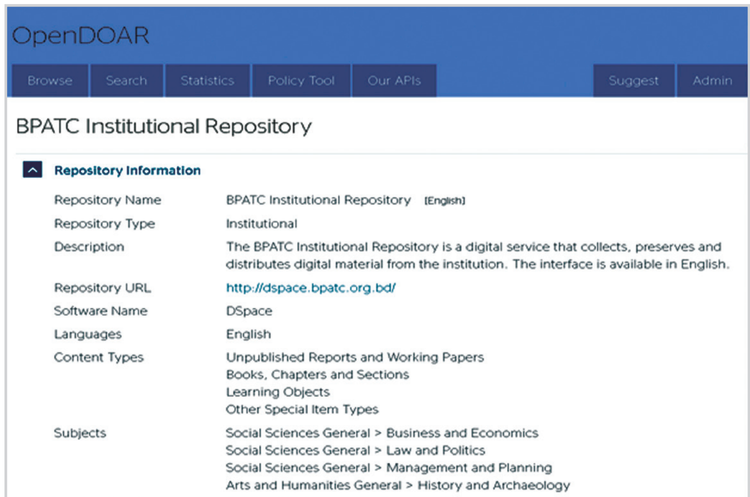

ডিরেক্টরিতে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে বিপিএটিসি। যেখানে বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোজিটরিগুলো তালিকাভুক্ত রয়েছে। ওপেনডোয়ার তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোজিটরি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা হারভেস্ট করে সংগ্রহের ব্যাপকতা বিশ্বব্যাপী জানান দেয়।

সমৃদ্ধ ই-রিসোর্স

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি ই-রিসোর্সসমূহ গ্রুপ ভিত্তিক পদ্ধতিতে সাবস্ক্রাইব করার জন্য দুটি কনসোর্টিয়াম রয়েছে, যথাক্রমে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং লাইব্রেরি কনসোর্টিয়াম অব বাংলাদেশ। বিপিএটিসি লাইব্রেরি অপেক্ষাকৃত কম খরচে ঝামেলাহীন পদ্ধতিতে ই-রিসোর্সসমূহ সাবস্ক্রাইব করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দুটি কনসোর্টিয়ামের সদস্য পদ লাভ করেছে। কনসর্টিয়াম দুটির মাধ্যমে বিশ্বের ৪৪ টি নামিদামি ই-রিসোর্স ডাটাবেজ যেমন Wiley, Jstor, Springar, Ebscohost ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম খরচে সাবস্ক্রাইব করছে। এসব ডাটাবেজে ৩৫০০ ই-বুক এবং ২০,০০০ এর অধিক ই-জার্নাল রয়েছে।

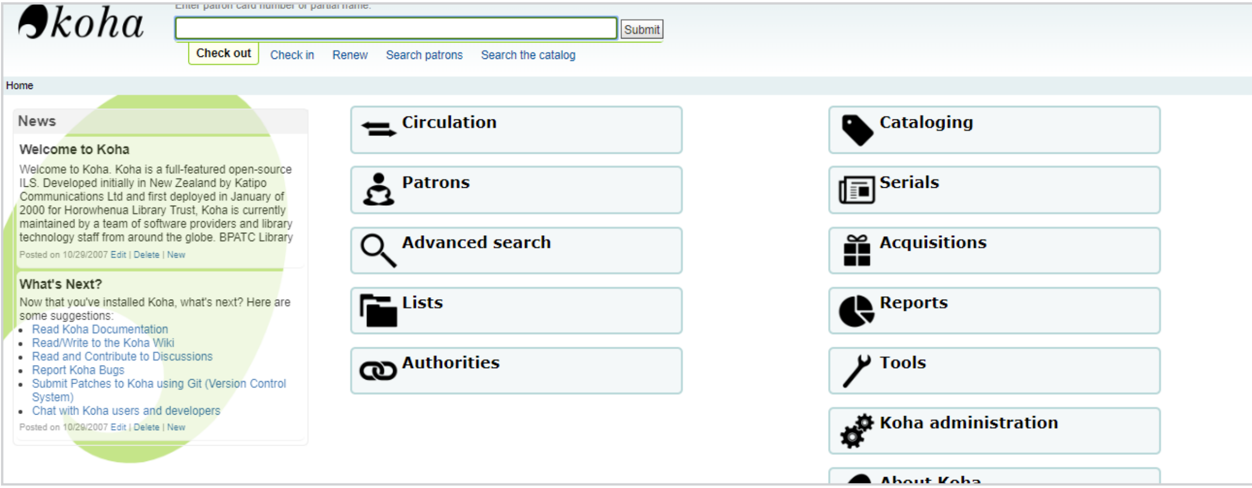

delivery system smooth and easy. The website was developed through most powerful Content Management System: Drupal. Through this portal, users receive their services easily and effectively. New arrivals of BPATC Library, detailed information about Subscribed and

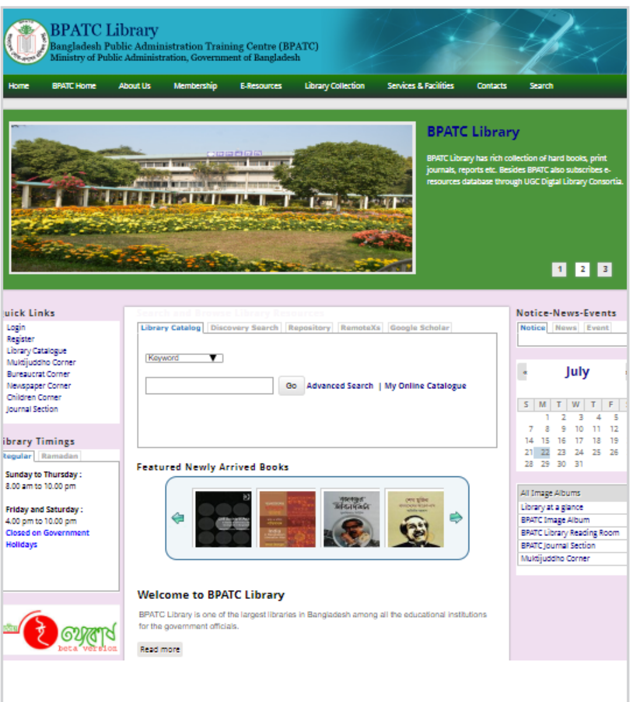

Registered E-Resource databases, Library news, notice and other necessary information are organized in this website.

RFID technology installation

Radio Frequency Identification (RFID) is used mostly in libraries of developed countries for security and automation purpose. During the above mentioned period, an initiative was taken to implement full-fledged RFID system in BPATC Library. Under this initiative RFID tag was prepared and set in more than 80,000 books. A RFID gate was installed on the entrance of the first floor of the library to ensure the security of library materials. Two nicely designed KIOSK machines were installed for searching books from the online catalogue and browsing library resources. Two self check-out devices were also installed where library members can easily borrow books themselves and print the slips.

Server room and new server

Due to increased volume of resources, software and user, the old server of BPATC which was installed in 2014 became slow. Considering future expansion of resources, A server room was prepared to accommodate multiple server using server virtualization technology. In this server room, one server was installed for library digitization and another server for the Close circuit cameras which were installed in the library in 2019.

Institutional Repository

An institutional repository was implemented in BPATC Library using Dspace, worldwide used open source software, developed by the Massachusetts Institute of Technology, USA. During this period, approximately 180 books,

Research4life প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ

জাতিসংঘের উদ্যোগে গঠিত research4life এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নামিদামি ও ব্যয়বহুল জার্নাল এবং ই-বুকসমূহে বিনাখরচে একসেস প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালে বিপিএটিসি লাইব্রেরি রিসার্চ ফর লাইফ প্লাটফর্মে যুক্ত হওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয় এবং প্রবেশাধিকার লাভ করে। বর্তমানে বিপিএটিসি অনুষদবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ AGORA, HINARI, OARE এবং ARDI ডাটাবেজে লগইন করে হাজারো বই, জার্নাল ও অন্যান্য সামগ্রী ডাউনলোড করতে পারেন।

ই-রিসোর্সে অফ ক্যাম্পাস প্রবেশের ব্যবস্থা

সাধারণত সাবস্ক্রাইব করা অথবা নিবন্ধিত রিসোর্স ডাটাবেজসমূহ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক থেকে লগইন না করেই প্রবেশ করা যায়। এই বাধা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে RemoteXs নামে একটি সার্ভিস ব্যবহার করা হয়, যার ফলে ব্যবহারকারীবৃন্দ তাদের সুবিধামত সময়ে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে ই-রিসোর্স ডাটাবেজসমূহে প্রবেশ করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রী ডাউনলোড করতে পারে। এই সার্ভিস ব্যবহার করে ব্যবহারকারীবৃন্দ কেন্দ্রের বাইরে এমনকি বিদেশ থেকেও বিপিএটিসি'র সাবস্ক্রাইব করা ই-রিসোর্সে প্রবেশ করতে পারেন।

ফেডারেটেড সার্চিং সুবিধা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী তথ্যের পরিমাণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গবেষকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের তথ্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য, হাজারো প্রকাশক, তথ্যের বিস্ফোরণ ইত্যাদি। এ কারণে বিপিএটিসি সাবস্ক্রাইব করা তথ্যসম্পদসহ অন্যান্য তথ্য কম সময়ে সহজে সার্চ করার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে ইবসকোহোস্ট (EBSCOHOST) ডিসকভারি সার্ভিস ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীবৃন্দ ফেডারেটেড সার্চিং অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। এর মাধ্যমে বই, জার্নাল আর্টিকেল এবং অন্যান্য তথ্য সামগ্রী একই স্থানে সার্চ করে ফলাফল দেখা সম্ভব হচ্ছে। এই সেবাটি সদস্যবৃন্দের সুবিধার্থে লাইব্রেরি ওয়েবসাইট এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন

সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসারের জন্য ২০১৭ সালে গ্রন্থাগারে

government documents, reports, gazettes etc. were scanned and uploaded in this repository with standard metadata. Besides, the BPATC publications were also uploaded in the repository. These books and other publications can be accessible from any part of the world.

Joining OpenDOAR

To increase the visibility of BPATC Institutional Repository, an initiative was taken to enlist this repository in the Directory of Open Access Repositories. Open DOAR is a UK based academic directory of repositories where repositories of prestigious organizations worldwide are enlisted. Open DOAR harvests repository metadata from all enlisted repositories to increase the visibility of the Institutional Repository.

Rich collection of E-Resources

At present there are two consortia i.e. University Grant Commission Digital Library (UDL) and Library Consortium of Bangladesh (LiCoB) for subscribing e-resources in Bangladesh. BPATC Library joined both the consortia to subscribe e-resource for economic benefit. With these consortia, BPATC Library subscribes 44 highly priced e-resource databases including Wiley, Jstor, Emerald, Springer, Cambridge University Press, Ebsco-host etc with reasonable price. These databases contain more than 3500 e-books and 20,000 e-journals.

Joining Research4life Platform

Research4life is a platform developed by United Nation initiative for developing countries to provide free access to thousands of high priced journals and e-books. BPATC Library applied joining this platform and got registered in 2018. Now BPATC faculty members can access HINARI, AGORA, OARE and ARDI database using a single username and password provided by Research4life.

Remote/Off Campus Access to E-Recourses

Usually subscribed or registered e-resource databases are IP based and accessible from the BPATC network. To overcome the access barrier, BPATC Library subscribed RemoteXs, a remote authentication service for its users to provide convenient access to e-resource databases from outside of the BPATC network. Using this service, library users can use e-resources from their home and even from the outside of the country.

Ebscohost Discovery Service

Literature searching becomes time consuming and difficult for the researchers due to the variety of information materials, hundreds of publishers, increased volume of information worldwide. BPATC Library subscribed Ebscohost discovery service in 2018 to provide its users, federated searching experience. Through this tool, library users can search for books, journal articles and other resources of distributed sources from a single search. This tool has been integrated with library website for convenience of the users.

Liberation War Corner

Liberation war corner has been established on the first floor of BPATC Library under the direct supervision of the honorable Rector. The main objective of establishing this corner is to transfer knowledge on liberation war and history of Bangladesh to the new generation of civil servants. This corner is enriched with more than 2700 books, magazines, documentaries and images on liberation war and relevant history. The corner is decorated attractively by professional interior decorator with wooden mural covering the historical events from 1952 to 1971. Several desktop computers, one large display for watching documentary on liberation war and sound system have been installed in this corner.

একটি মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে সংগঠিত দেশের সকল জাতীয় সংগ্রামকে দৃষ্টিনন্দন কাঠের ম্যুরালচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যা প্রশিক্ষণার্থীসহ সকলের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। মুক্তিযুদ্ধ কর্নার মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক ৪২০০ বই, ১৯৭১ সালের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা, ডকুমেন্টরি ইত্যাদি রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর আরো ২৫০০ নতুন বই ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরেই ক্রয় করা হয়েছে। এ গ্রন্থাগার দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণার জন্য বিশাল তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। উক্ত কর্নারে ইন্টারনেট সংযোগসহ কয়েকটি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং একটি বড় আকারের ডিসপ্লে সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছ, যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারিসমূহ প্রদর্শন করা যায়।

শিশু তথ্য কর্নার স্থাপন

বিপিএটিসি এবং ইউনিসেফ এর মধ্যে সহযোগিতার আওতায় লাইব্রেরিতে একটি শিশু তথ্য কর্নার স্থাপন করা হয় যাতে করে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ সহজেই শিশু অধিকার সংক্রান্ত তথ্যসমূহ খুঁজে পান।

সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম স্থাপন

কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে একটি সমৃদ্ধ সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ মিউজিয়ামে বাংলাদেশ জনপ্রশাসনের ইতিহাস, দেশ গঠনে এর ভূমিকা, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের লেখাসমূহ স্থান পাবে।

পুস্তক সংগ্রহ

কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে দেশি-বিদেশি মোট ১২,৬৭০ টি বই দশ বছরে সংগৃহীত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে এটি ১,০৯,১০০ বইয়ের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। ১৩০টি শিরোনামের বিশ্বকোষ, আর্কাইভে চারটি জাতীয় দৈনিকের নিয়মিত সংরক্ষণ, ১২৬টি শিরোনামে নিয়মিত পেপার ক্লিপিং-এ গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছে।

নতুন যন্ত্রপাতি

গত এক দশকে লাইব্রেরি এবং এভিআর শাখায় স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেমসহ অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে লাইব্রেরির নিচতলায় দুটি বড় আকারের ডিসপ্লে সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করে বিপিএটিসির ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রোগ্রামসমূহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে প্রদর্শন করা হয়।

আসবাবপত্র ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

সাম্প্রতিক সময়ে গ্রন্থাগার ভবনের ব্যাপক সংস্কার ও আধুনিক আসবাবপত্র ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ছবি গ্যালারি স্থাপন

লাইব্রেরির নিচতলায় একটি ছবি গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিপিএটিসির সাবেক রেক্টর এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।এখানে বিপিএটিসির প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের বেশ কিছু দুর্লভ ছবিও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

কফি কর্নার স্থাপন

২০১৪ সালে গ্রন্থাগার ভবনের নিচ তলার চতুর্পাশে ব্যাপক সংস্কার করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মনোরম পরিবেশে কফি পান ও অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান করতে আধুনিক ফিটিংস, বাংলার ষড়ঋতুর ম্যুরাল এবং টেরাকোটায় সজ্জিত কফি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন

বিপিএটিসি'র পরিবর্তিত থিম

কার্যক্রমের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের জন্য একটি

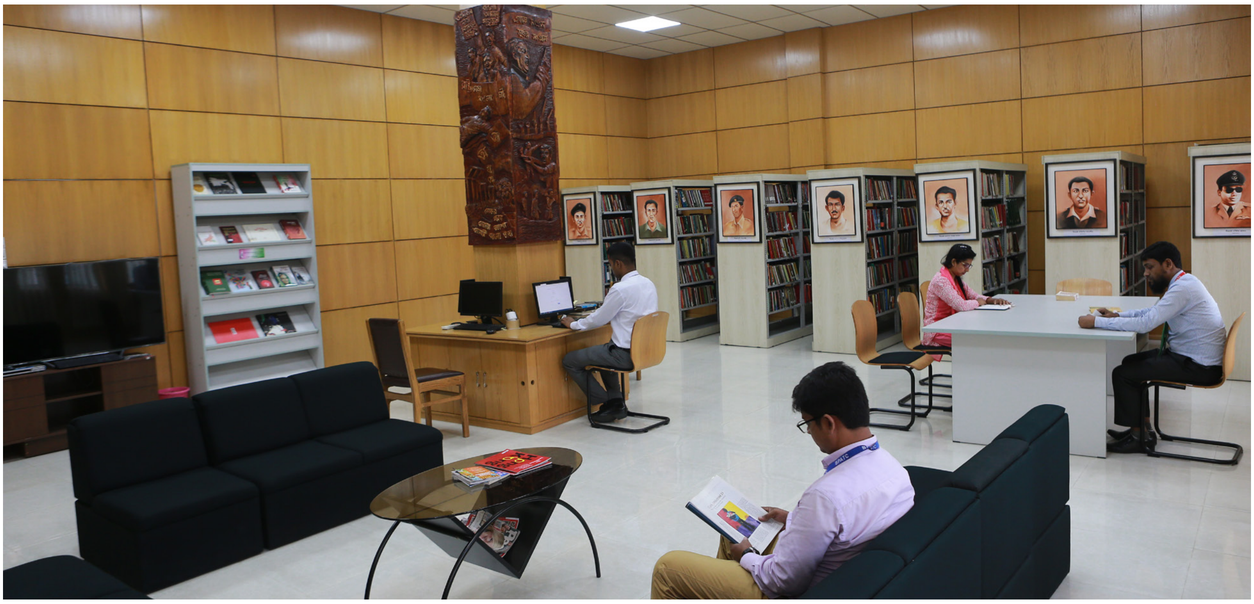

Establishing Child resource center

A child resource corner has been established at BPATC Library under the collaboration program between BPATC and UNICEF so that civil servants can easily find the information regarding child right.

Civil Service Museum

A unique initiative has been taken in 2019 to establish a rich Civil Service Museum in BPATC Library. History and role of civil servants in building Bangladesh and the publications of civil servants will be showcased in this museum to convey these valuable information to the new generation of civil servants.

Collection of Books

As a collection process, 12,670 national and international books have been collected in the last 10 years. As a result, BPATC library has become a rich library having 1,09,100 books and 130 encyclopedia. Besides, the preservation of 04 national dailies and paper clipping on 126 titles are enriching this library.

Hardware equipments

Remarkable number of photocopy machines, scanners, multimedia projectors, sound systems and other latest technological equipments were collected in the last 10 years for Library and AVR section. A computer lab having 8 computers has been setup for the library users in 2014-15 for searching e-resources. Two large size display boards have been set up at the ground floor of the library where information regarding programs, events, BPATC's traditions and other necessary information are displayed on a regular basis.

Furniture and Infrastructural Development

A remarkable initiative has been taken for renovation of library building and purchasing modern furniture in the last several years.

Picture Gallery

A picture gallery has been established on the

সময়োপযোগী থিম নির্ধারণ করা হয়েছে যার মর্মার্থ: 'কার্যকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি'। এই থিমের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কেন্দ্র এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারিগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অবদান রাখবে যাতে এইসব গুণাবলী কর্মচারিগণকে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং কার্যসম্পাদনে কার্যকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং জবাবদিহিমূলক নীতি অনুসরণ করতে সহায়তা করে

বিপিএটিসি পতাকা

পতাকা একটি দেশ, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতীক। প্রথমবারের মতো ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসে বিপিএটিসি পতাকা উত্তোলন করা হয়। কেন্দ্রীয় অভ্যর্থনার সামনে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন করেন বিপিএটিসি'র রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব)। জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির সাথে সংহতি প্রকাশ করতেই এই পতাকাটি আমাদের জাতীয় পতাকার পাশে স্থাপন করা হয়।

আইডি কার্ড ও রিবন

বিপিএটিসির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের একই ধরণের ফিতাসহ আইডি কার্ড ছিল। ২০১৮ সালে অনুষদ সদস্য, স্থায়ী কর্মচারী, দৈনিক ভিত্তিক কর্মচারী এবং অথিতিবৃন্দকে সহজেই চেনার জন্য যথাক্রমে লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রঙের চারটি পৃথক ফিতা এবং প্রক্সিমিটি কার্ড রিডার এ ব্যবহারযোগ্য ছবিসহ নতুন কার্ড তৈরি করা হয়।

অনুষদ সদস্যবৃন্দের নতুন টাই

বিপিএটিসির অনুষদ সদস্য এবং বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা, শৃঙ্খলা আনতে এবং দেশ বিদেশে বিপিএটিসির ব্র্যান্ডিং এর উদ্দেশ্যে বিপিএটিসির লোগো সংবলিত দুই ধরণের টাই ডিজাইন করা হয়। অনুষদবৃন্দের টাই এর রঙ সবুজ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে নীলাভ বেগুনি টাই।

বিপিএটিসির রঙিন লোগো ডিজাইন

২০১৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিপিএটিসির লোগো ছিল সাদাকালো। ২১ শতকের গতিময়তা ও আধুনিকতার অঙ্গীকারকে তুলে ধরতে লাল সবুজ মিশ্রিত রঙিন লোগো ডিজাইন ও উন্মোচন করা হয়।

পরিচ্ছন্ন বিপিএটিসি, সবুজ বিপিএটিসি

১৯৮৪ সালে বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সবুজায়ন ও পরিচ্ছন্নতার চর্চা প্রতিপালন করে আসছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো জোরালো করতে এবং "পরিছন্ন বিপিএটিসিঃ স্বাস্থ্যকর বিপিএটিসি" উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বিপিএটিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে, যার আলোকে বিপিএটিসির কার্যালয় ও আবাসিক এলাকা হতে উদ্ভুত বর্জ্যসমূহ অপসারণ করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-সার ও জৈব-গ্যাস তৈরির প্লান্টে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় ৫৪ একর বিপিএটিসি ক্যাম্পাসের মধ্যে যাতে কোন ময়লা, পলিথিন, বোতল, কাগজের টুকরা বা কোন ধরনের আবর্জনা যেন না থাকে সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাস্টবিন, গার্বেজ পিট স্থাপন করা হয়েছে, সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, ফেস্টুন ছাপিয়ে দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে। বিপিএটিসি স্কুল কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যেন অনন্য উদাহরণ বিপিএটিসির ক্যাম্পস যা সারাদেশের জন্য রোল মডেল। সম্প্রতি অধিকতর সবুজায়নের জন্য বিপিএটিসির খালি জায়গায় আরো ১০০০টি পেঁপে গাছ এবং ৬৬৯টি দেবদারু গাছ লাগানো হয়। বর্তমানে বিপিএটিসি হয়েছে এক টুকরো সবুজ-প্রাণবন্ত উদ্যানের ন্যায় যেখানে সকালে ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে আর পাওয়া যায় নির্মল বায়ুর পরশ। এই সবুজ, নিরিবিলি, প্রাকৃতি-বান্ধব, বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণকারী ও নির্মল ক্যাম্পাসটি সকল পরিচ্ছন্নতা প্রিয় মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ বিপিএটিসিতে পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়নের যে সুব্যবস্থাপনা দেখতে পান সেটি নিজ নিজ কর্ম পরিমন্ডলে বাস্তবায়ন করলেই গড়ে উঠবে পরিছন্ন বাংলাদেশ। আর এটিই বিপিএটিসি'র প্রত্যাশা।

BPATC
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

তথ্য অধিকার আইন ও বিপিএটিসি

২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পরপরই বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন

wall of the library on its ground floor where photos of former Rectors of BPATC and their remarkable activities are showcased. Some rare pictures of the establishment period of BPATC are also available in this Gallery.

Establishment of Coffee Corner

Major renovation work has been implemented outside the ground floor of the central library. With a view to providing the participants with the opportunity to have Coffee and group study, the Coffee Corner has been established and decorated by modern fittings, an attractive mural of six seasons of Bangladesh and terracotta art.

Implementation of innovative ideas

Changing theme for BPATC

Considering the nature of contribution that BPATC makes to the public service, the centre introduced a theme: 'Building capacity for effective, inclusive, and accountable public administration system.' It signifies that the training and research activities of the Centre are focused on enhancing the capacity of public servants so that they can practice the principles in their respective organizations that make their organizations effective in terms of becoming inclusive in their decision-making process and accountable to stakeholders for their performance.

BPATC Flag

Flag is the symbol of a country and an organization. BPATC flag is hoisted on 23rd January 2019 for the first time on the occasion of National Training Day. The Rector of BPATC Dr. M Aslam Alam (Senior Secretary) hoisted the flag in front of the Central Reception in line with our national flag. It has been set up beside our national flag to express compactness to the national solidarity and prosperity.

ID Card and Ribbon

Previously there was one type of ribbon and ID card for all categories of officers and staff of BPATC. In order to identify the personnels, ID card and ribbon were modernized with four different colors in the year 2018. Red ribbon for faculty members, blue ribbon for permanent staff, green for daily basis staff and yellow for visitors coming at BPATC. A new ID card with photo which is readable by proximity reader was introduced which can be used for attendance purposes.

New Tie for Faculty Members

To bring uniformity and discipline and also to create BPATC's brand to the outer world, two types of ties were designed having BPATC logo for Faculty Members and participants. Color of the tie for the faculty members is green and participants' tie is bluish purple.

BPATC Logo redesigned

BPATC logo was black and white in color till 2018. To show the commitment of dynamicity and modernization of the 21st century BPATCits logo has been redesigned using green and red colors.

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের নিরিখে জাতীয় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিপিএটিসি বিশ্বাস করে দেশের সকল জনগণের এই প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য পাবার অধিকার রয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিতব্য তথ্য প্রদান করার জন্য বিপিএটিসির মূল কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত আছেন। এর পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীকে তাঁর আবেদনকৃত তথ্য দিতে দেরি করলে অথবা অস্বীকৃতি জানানো সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য বিপিএটিসির মূল ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে আপিল বিভাগ রয়েছে। অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কাজে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণের অনুপস্থিতি/ছুটির ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মকর্তাগণ উক্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং তথ্য প্রদান সুনিশ্চিত করেন।

বিপিএটিসি দিবস-২০১৯ উদযাপন

১৯৮৪ সালের ২৮ এপ্রিল নব গঠিত দেশের জন্য প্রস্তুত মানব-সম্পদের যে চাহিদা ছিল তা পূরণের লক্ষ্যে এবং একদল দক্ষ, কর্মঠ, গতিশীল, নাগরিক-বান্ধব, দেশপ্রেমিক জন প্রশাসক তৈরি করার উদ্দেশ্যে বিপিএটিসির যাত্রা শুরু হয়। ২০১৯ সালের ২৮ এপ্রিল বিপিএটিসি যথাযোগ্য মর্যাদায় ও আনন্দঘন পরিবেশে ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে প্রথমবারের মতো 'বিপিএটিসি দিবস' পালন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিপিএটিসির পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর পর বিপিএটিসি'র প্রথম রেক্টর ড. শেখ মাকসুদ আলীসহ অন্যান্য প্রাক্তন রেক্টর মহোদয়গণ এবং বর্তমান রেক্টর ড. এম আসলাম আলম মহোদয়ের উপস্থিতিতে কেক কেটে ৩৫তম বিপিএটিসি দিবস এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর র‌্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের অনুষদবর্গ, সাবেক রেক্টর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপিএটিসি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ" সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিপিএটিসি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে:

১) বুনিয়াদি, এসিএডি, এসএসসি, পিপিএমসি ও সংক্ষিপ্ত কোর্সসমূহে Public Service Values, Combating Corruption in Public Service Delivery, Religious Values & Integrity in Controlling Corruption, Ethics in Public Administration, Transparency and Accountability in Service Delivery প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে Training এবং Motivation দেয়া হয়।

২) সরকারী সেবাদানে দূর্নীতি কমাতে ICT এর ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কোর্সে ICT & E-Governance এর আওতায় e-GP, e-Nothi, E-Governance Practices, Digital Bangladesh প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বিপিএটিসিতে দূর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমসমূহ :

১) সকল ক্রয় কার্যক্রম e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ক্রয় e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২) প্রত্যয়ন কমিটির মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল কারিগরী নির্দেশনা ও প্রাক্কলন মোতাবেক বুঝে নেয়া হচ্ছে।

৩) কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী/কর্মচারীদের সময়মত আগমন প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করে করা হয়েছে।

৪) প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করতে শ্রেণিকক্ষে সিসি টিভি স্থাপন করে তদারকি করা হচ্ছে।

৫) প্রশিক্ষণের যে কোন অনিয়ম, ব্যত্যয় রোধকল্পে ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে।

৬) প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পেপার/সেমিনার পেপার এবং গবেষণা পেপার Turnitin Software এর মাধ্যমে Plagiarism & Cheating চেক করা হচ্ছে।

৭) প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্রে অসদুপায় রোধকল্পে web based পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮) পেপারলেস অফিস করতে Whatsapp এর মাধ্যমে

Clean BPATC, Green BPATC

Since its inception in 1984, BPATC has remained committed to keeping a healthy, clean and eco-friendly environment on its 54-acre campus. BPATC is known for its lush green environment, variety of trees, plants and orchids and most famously the largest rose garden of the country. The campus is a verdant-vivid grove where one can enjoy an early morning walk or evening stroll in the fresh air. BPATC's commitment to cleanliness is manifested in its newly launched campaign called "Clean BPATC, Green BPATC." In 2017 the Centre signed a contract with Jahangirnagar University (JU) for disposal of its official and residential wastes that are used in the biogas and bio-fertilizer plants at JU. To make the campus neat and clean, sufficient number of waste bin, garbage pit have been set up in different places to use them in littering all sort of wastes. Poster, festoon etc. have been set up to create awareness among the users. Training, meeting were conducted to make Clean BPATC. Plantation of 1000 papaya trees and 669 cypress trees at different places on the campus enhances the greenery. This green, serene, nature friendly, ecosystem preserving and tidy centre has become a huge inspiration for all, especially for the government officials and trainees who stay on campus. Thus the noble motto of BPATC to keep our beloved country green and clean will be actualized and we would proceed towards gaining SDG goals.

RTI Act and BPATC

Immediately after the promulgation of the Right to Information (RTI) Act in 2009, Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) has complied with the provisions of the Act to ensure easy access to and voluntary disclosure of information. BPATC is committed to establish transparency and accountability at all levels of its activities. It believes that stakeholders have every right to get the information they seek from this apex training institute of this country. Focal points are designated to address the needs of the stakeholders at BPATC as well as for all Regional Public Administration Training Centres (RPATCs). There are appellate authorities to resolve issues deriving from any deviation from the standard practices. Moreover, in case of absence of the assigned officers, designated alternative officers are assigned to substitute them at both BPATC and regional centres.

Celebration of BPATC Day-2019

BPATC was established on 28th April 1984 to meet the need for human capital of a newly independent country. The Centre was mandated for creating a legion of efficient, dynamic, competent, citizen-focused, proactive and

যোগাযোগ Idea dissemination, Knowledge Sharing করা হচ্ছে।

৯) দুর্নীতি বিরোধী পোস্টার ছাপানো হয়েছে।

১০) বিপিএটিসি জামে মসজিদে জুমআর নামাজের খুৎবায় দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা করা হচ্ছে।

১১) অভিযোগ বক্স চালু করা হয়েছে।

১২) e-nothi এর মাধ্যমে নথির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩) GRS ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

১৪) আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ করতে ক্রয় ও ভান্ডারকে অর্থ অধিশাখাকে আলাদা করা হয়েছে।

১৫) কোর্সগুলোতে Financial guideline প্রণয়ন করে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৬) কোর্স সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থের হিসাব সমন্বয় করা হচ্ছে।

১৭) আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দূর্নীতি রোধকল্পে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধার উন্নয়ন

রাজস্ব বাজেট

ক্রমিক নং	অর্থবছর	মোট বাজেট প্রাপ্তি (হাজার)	বিগত বছরের তুলনায় বাজেট বৃদ্ধির হার	মোট ব্যয় (হাজার)
১	২০০৮-২০০৯	১৬৭১১৪	১৮.৩৪	১৬২৫৬০
২	২০০৯-২০১০	২২৮৯৮৮	৩৭.০৩	২২৮৮৫৯
৩	২০১০-২০১১	২৯৭১৭৪	২৯.৭৮	২৮৬৯৪৯
৪	২০১১-২০১২	২৯৯১২১	০.৬৬	২৬৫০১১
৫	২০১২-২০১৩	৩১১৫৫৬	৪.১৬	২৯০৪২৮
৬	২০১৩-২০১৪	৩৬৬১৮৮	১৭.৫৪	৩৩৮৮৬৫
৭	২০১৪-২০১৫	৪৫৮০৭০	২৫.০৯	৪৩৬০৬৯
৮	২০১৫-২০১৬	৫৪০৯৭১	১৮.১০	৫২০৮৭২
৯	২০১৬-২০১৭	৬১৯৪১১	১৪.৫০	৫৮৮৯১৯
১০	২০১৭-২০১৮	১১৩০৯৭৪	৮২.৫৯	১০৬৫৩৬২
	মোট=	৪৪১৯৫৬৭		৪১৮৩৮৭৪

patriotic public servants for rapid and sustained development. On 28th April, 2019 BPATC observed its 35th founding anniversary as BPATC Day with due respect and festive mood. At the outset of the commemoration, BPATC flag was hoisted. With the significant presence 1st rector D. Sheikh Maksud Ali and other former rectors, the incumbent rector Dr. M. Aslam Alam inaugurated the celebration by cutting a cake that was followed by colorful rally, discussion program and highly enjoyable cultural soiree. All members of the faculty, former rectors and other retired officials with spouses attended the celebration functions.

Zero Tolerance Policy against Corruption

The initiatives taken by BPATC in light of the instruction of the Honorable Prime Minister regarding "Zero Tolerance Policy against Corruption" are as follows:

■ Training Activities:

1. Incorporating various topics like Public service values, Combating Corruption, Religious Values & Integrity, Ethics in Public Administration, Transparency & Accountability etc. in training courses. In order to build corruption-free society through training and motivation to the participants the topics are included.

2. In different courses under ICT & E-Governance module, practical training on e-GP, e-Nothi, E-Governance Practices, Digital Bangladesh to reduce corruption in providing Govt. service and also to increase the use of ICT.

Anti-Corruption Practices at BPATC:

1. 60% purchase being done through e-GP
2. Transparency in purchased items through the Committee of Certification
3. Biometric attendance machine are being used for timely arrival and departure of the participants/employees of the center
4. Surveillance through CCtv installed in every class-room
5. Formation of a vigilance team to eliminate breach of discipline
6. Use of Turnitin Software to detect Plagiarism & Cheating
7. Web based exam to stem unfair means
8. Idea dissemination, knowledge sharing through Whatsapp to have a paperless office
9. Printing anti-corruption posters
10. Preaching against corruption in Khutba of Friday salat at BPATC congregational mosque(Jam-e-Masjid)
11. Commencement of complaint box
12. E-Nothi Documentation
13. Appointing GRS focal point
14. Segregation of Purchase & Store dept. from Finance Dept. to ensure transparency in economy management
15. Managing bank account through joint signatories by introducing Financial Guideline in the courses
16. Adjustment of advanced money within one month of the completion of a course
17. Internal audit to forestall corruption & irregularities

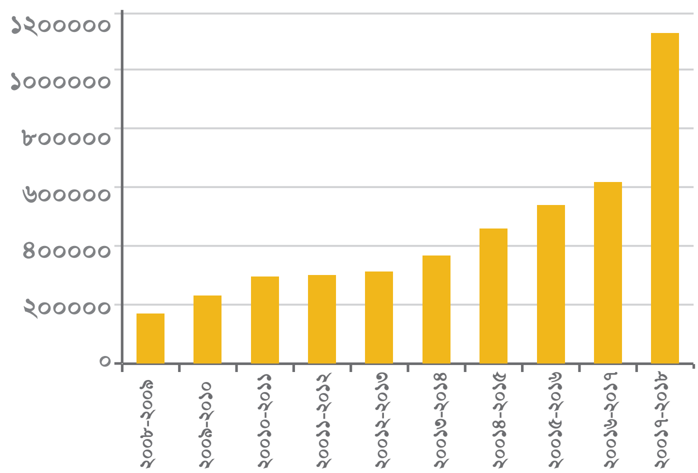

১০ বছরে বিপিএটিসির বাজেট বৃদ্ধির চিত্র

মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিঃ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ

সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিপিএটিসি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে লালন ও ধারন করার প্রয়াসে এবং বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একাডেমিক ভবনের নিচ তলায় স্বল্প পরিসরে গড়ে তোলা হয় মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি। বিপিএটিসি'র রেক্টর এ. জেড. এম. শফিকুল আলম এর পরিকল্পনায় ১০ জানুয়ারি ২০১৩ (২৭ পৌষ ১৪১৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ. টি. ইমাম এই মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিটি উদ্বোধন করেন। এটি নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

একাডেমিক ভবনে ঢুকে একটু এগোলেই হাতের ডান পাশে অনেকটাই নিরব পরিবেশে গড়ে তোলা হয়েছে এই গ্যালারি। প্রবেশমুখেই পাওয়া যাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সাদাকালো প্রতিকৃতি আর হাতে আঁকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ছবি। ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে এক শুনশান নিরবতায় আধো আলো আধো ছায়ায় স্থির হয়ে আছে কালের সাক্ষী।

বাম থেকে সাধারণ প্রশাসনের পটভূমি দিয়ে শুরু হয় ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারাবাহিক চিত্র। বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ ব্যক্তিদের পরিচয় ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান বর্ণনা আছে সুন্দর আলোকচিত্রের সাথে। এখানে রয়েছে শিশু ও নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ও অমানবিক দৃশ্যপট, স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রচারকৃত প্রতিবাদপত্র এবং সব শেষে, বহু আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দলিলে স্বাক্ষর। বই পড়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এক পুরনো রুপকথার মত শোনায়, কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি অল্প কিছু মূহুর্তের জন্য হলেও আমাদেরকে সময় যন্ত্রে করে ১৯৭১ এ ভ্রমন করিয়ে আনে।

যানবাহন

২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াতের জন্য ০৪টি আন্তর্জাতিক মানের এসি বাস (আরএম-২) এবং ০৩টি এসি মিনি বাস উপহার হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সে মোতাবেক ইতোমধ্যে দুটি এসি বাস (আরএম-২) এবং ০৩টি এসি মিনি বাসের ক্রয় করা হয়। চলতি অর্থবছরে বাকি ০২টি এসি বাস (আরএম-২) ক্রয় করা হবে।

অবকাশের ছায়া

বিপিএটিসিতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের

Development of infrastructure and logistic facilities

Revenue Budget

Sl. No	Financial Year	Total Receipt	Growth Rate	Total Expenditure
1	2008-2009	167114	18.34	162560
2	2009-2010	228988	37.03	228859
3	2010-2011	297174	29.78	286949
4	2011-2012	299121	0.66	265011
5	2012-2013	311556	4.16	290428
6	2013-2014	366188	17.54	338865
7	2014-2015	458070	25.09	436069
8	2015-2016	540971	18.10	520872
9	2016-2017	619411	14.50	588919
10	2017-2018	1130974	82.59	1065362
	Total	**4419567**		**4183894**

Liberation War Gallery: Spirit of Liberation War

To cherish and nourish the spirit of the great Liberation War of Bangladesh and to make new generation well aware of the history of the Liberation War, the apex training institution BPATC has founded a Liberation War museum at the ground floor of Academic Building. Coordinating with the plan of the rector of BPATC Mr. A.Z.M Shafiqul Alam, Advisor on Public Administration of Honorable Prime Minister H. T. Imam inaugurated this gallery on 10 January 2013 (27 Poush 1419). Liberation War Museum provided overall assistance in constructing this gallery.

Walking a little bit after entering the Academic Building, at the right side we find the gallery in a quiet environment. A black and white portrait of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, and a hand-drawn portrait of the Liberation War of Bangladesh are found at the entrance. If we go inside, we will find the witnesses of time standing still in pin drop silence amongst half-light and half-darkness.

Started with the background of general administration, the successive portrayal of history and tradition is commenced from the left. Acquaintances of famous personalities, poet, litterateur etc. with their contribution to their respective areas are depicted with beautiful photographs. The horrible and inhuman scene of tortured child and women, contribution of India in our Liberation War, protest paper during the war and last of all, signature of the long cherished Liberation Document are here too. The history of our Liberation War we read in books seems like a fairytale to us, but for a short time this Liberation War Gallery takes us to travel to 1971 through time machine.

Transport

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina promised to provide Internationally Standards four AC bus (RM-2) and Three AC Mini bus for the participants as gift to BPATC. In the

সদস্যদের অবসর সময় সুন্দর ভাবে কাটানোর কথা বিবেচনা করে ২০১৯ সালে কেন্দ্রের আবাসিক এলাকায় তিনটি শেড নির্মানসহ বিদ্যমান একটি শেড মেরামত করা হয়েছে। এই শেডগুলো বিপিএটিসির সৌন্দর্য্য বর্ধনের সাথে সাথে কেন্দ্রে কর্মরত সহকর্মীদের পত্নী, মা-বোনসহ পরিবারের সদ্যসদ্যের অবসর সময়ে মিলনস্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। এই তিনটি শেডের একটি সি-টাইপ ভবন এর সামনে স্থাপন করা হয়, যার নামকরণ করা হয় "মিস্টি আলাপন", আরেকটি লেকের পাশে যার নাম "লেক ভিউ" এবং অন্য একটি শেড "অবসর"

নামকরণ করে ই-টাইপ ভবন এর কাছে স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে নির্মিত মেরামত করা শেডটি, ডি-টাইপ ভবনসমূহ ও

কলেজ ভবনের মাঝে অবস্থিত।

লাল ও ধূসর রঙের টাইলস, লাল বৃত্তাকার বসার স্থান এবং উপরের লাল টালি বসানো নতুন বানানো এই তিনটি শেড সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে, সবুজ বিপিএটিসির মাঝে এসেছে এক নৈসর্গিক মাধুর্য।প্রতিদিন কর্মক্লান্ত শিশু-নারী -পুরুষের গল্প আর আড্ডায় মুখর হয়ে উঠে কেন্দ্রের প্রতিটি বিকেল।

সিসিটিভি স্থাপন

প্রায় ৫৪ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত বিপিএটিসি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি স্থাপনায় এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে প্রয়োজনে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় এই ক্যামেরাগুলো নিয়ন্ত্রনে স্থাপন করা হয়েছে নিয়ন্ত্রন কক্ষও।

এটিএম বুথ স্থাপন

তৎকালীন রেক্টর ড. এম আসলাম আলমের উদ্যোগে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কেন্দ্রের বহুমূখী ভবনের (Multipurpose Building) নিচতলায় একটি এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

যার ফলে প্রশিক্ষণার্থী এবং কেন্দ্রে বসবাসকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ ছুটির দিনসহ সপ্তাহের যেকোন দিন, যেকোন সময়ে টাকা উত্তোলন করতে পারছেন।

মসজিদের উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই বিপিএটিসি ক্যাম্পাসে চমৎকার একটি মসজিদ রয়েছে। গত এক দশকে বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মসজিদের প্রশস্থ বারান্দা এবং মেইন গেটের সামনে টাইলস স্থাপন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি স্থাপন এবং মসজিদের সামনে ত্রিভুজাকৃতির সড়ক দ্বীপ স্থাপন যাতে একটি আকর্ষণীয় ফলকে কুরআন ও হাদিসের পবিত্র বাণী প্রদর্শিত হচ্ছে।

meantime Two AC bus (RM-2) and Three AC Mini buses have been bought. Two AC bus (RM-2) will be bought in the current (2019-2020) fiscal year.

Sheds for Shadows

BPATC ensures privileges not only for the

staff but also for their family members as well. To fulfill that purpose, it initiated establishing three sheds and repairing one existing sheds for women and other family members inside the campus. This construction will be considered as a beautification measure as well as a gossiping place for the women folk of BPATC. The three sheds have been constructed in different places of residential area of the Centre. One was established in front of the C-type buildings which was named "Misti Alapon", another beside the lake which was named "Lake View" and the rest one near E-type buildings named "Abasar". The pre-constructed and repaired one is in the middle of the D-type buildings and college building.

3 newly constructed sheds display enormous beauty with red and ash colored tiles, round red space to sit on and red tallies above. Altogether, these sheds create an aesthetic beauty compatible with the greenery of BPATC. Every afternoon of BPATC becomes beautiful with the gossip of its women and family members after a long tiring day of work.

Set up CCTV

The hole and corner of the majestic 54 acre of BPATC has been wrapped with adequate number of CCTV which has made it possible to tighten the security of the campus. Several control rooms were also structured to continue proper supervision.

ATM Booth

An ATM booth of Sonali Bank Limited has been setup at ground floor of Multipurpose Building in 2017. The Participants, employees and visitors can withdraw money at 24 hours 7 days.

Development of Mosque

There has been a beautiful Mosque at the premise of BPATC from its establishment year. Some remarkable development works were implemented in the last several years. Conspicuous development tasks include

inlaying tiles in the wide veranda and in front of the Mosque, setting up air conditioner technology and establishing an alluring

বিপিএটিসি কমিউনিটি সেন্টার

বিপিএটিসি কর্মচারীদের বিয়েসহ সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান স্বল্প খরচে, সহজে এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্রের রেক্টর ড. এম আসলাম আলম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গত ২৪ জুলাই ২০১৮ (৯ শ্রাবণ, ১৪২৫) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উপস্থিতিতে তিনি বিপিএটিসি কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন করেন।

বিপিএটিসির ১নং গেট দিয়ে প্রবেশ করে একটু সামনে অগ্রসর

হলেই হারবাল বাগান এবং বিপিএটিসি স্কুল কলেজ মাঠের কোল ঘেষে অবস্থান এই কমিউনিটি সেন্টারের। প্রায় পাঁচ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এই সেন্টারে একসাথে তিন শত মানুষ বসতে পারেন/অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন।এখানে রয়েছে স্টেজ, রান্না করার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। অতীতে কর্মচারীদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ভেন্যু হিসেবে ক্যাফেটেরিয়া ব্যবহার করা হত, যেখানে ক্রোকারিজ সামগ্রীর স্বল্পতা, স্থানের সংকুলান না হওয়ার মতো বিষয় প্রায়শই দেখা যেত। পাশাপাশি শব্দ ও পরিবেশ দূষণ প্রশাসনিক- একাডেমিক এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করত। নতুন এই কমিউনিটি সেন্টার এসব সমস্যা দূর করার পাশাপাশি বিপিএটিসি পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ক্যাফেটেরিয়ার সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ

বিপিএটিসি ক্যাফেটেরিয়ার নীচতলার পলাশ ও শিমুল ডাইনিং হলকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রের রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (১২ আশ্বিন ১৪২৪) ক্যাফেটেরিয়ার সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ উদ্বোধন করেন। ১৯৮৪ সালে বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠাকালে প্রশিক্ষণার্থীদের আহার-নাস্তা পরিবেশনার জন্য ক্যাফেটেরিয়া ভবন নির্মাণ করা হয়।

ক্যাফেটেরিয়ার ডাইনিং কক্ষসমূহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় মান্সম্মত খাবার পরিবেশনার কাজ ব্যাহত হত। এজন্য গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্যাফেটেরিয়ার নীচ তলার শিমুল ও পলাশ ডাইনিং হল সংস্কার করে ভিআইপি মানে সাজানো হয়। দেয়ালে পার্টেক্সের টাইলিং এবং আসবাবপত্রে আনা হয়েছে আভিজাত্য। এছাড়াও ভিআইপি অতিথিদের জন্য সামনের দিকে উঁচু লাউঞ্জ তৈরী করা হয়েছে। ফলে ক্যাফেটেরিয়ার ডাইনিংকক্ষ দুটি উন্নতমানের ডাইনিংকক্ষে পরিণত হয়েছে।

যাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য প্রতিক্ষালয় ও অভিভাবক অঙ্গন নির্মাণ

কেন্দ্রের ১ নং গেটের ডান পাশে যাত্রীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষার কষ্ট লাঘবের জন্য প্রতীক্ষালয় এবং গেটের বাম পাশে বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও পাবলিক পরীক্ষা চলাকালীন আগত অভিভাবকদের বসার জন্য ২১/১৩ বর্গফুট আয়তনের আধুনিক শেড অভিভাবক অঙ্গন নির্মাণ করা হয়েছে।

রোড ডিভাইডারের উপরে গ্রিল স্থাপন

সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে এবং পথচারীদের সড়ক পারাপারে ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহারে বাধ্য করতে ফুটওভার ব্রিজের নীচে রোড ডিভাইডারের উপরে ৩২০ ফুট দৈর্ঘ্য স্টিলের গ্রিল স্থাপন করা হয়।

রঙিন বিপিএটিসি'র বর্ণিল ভবনসমূহ

প্রকৃতির আশীর্বাদে মোহনীয় বিপিএটিসি প্রকৃতির রঙে নিলীন হয়ে অনুষদ ভবন, একাডেমিক ভবন, সাধারণ সুবিধাদি ভবন ও আবাসিক ভবনসমূহকেও সাজিয়ে তুলেছে অনন্য রূপে যা সৌন্দর্য পিয়াসুকে আকৃষ্ট করেছে।জ্ঞান গরীমায় অতুলনীয় এই প্রতিষ্ঠান সৌন্দর্যকে ধারন করে এর কাজে,কর্মে আর মর্মে।

triangular structured road island exhibiting verses from the Quran and Hadith.

Community Centre

The Rector of the Centre, Dr. M Aslam Alam took an initiative to establish a community center in BPATC with a view to arranging all types of social programs including marriage ceremony of BPATC officials in a homely environment with minimum cost. In the presence of the officers and staff of BPATC, the Rector inaugurated BPATC Community Centre on 24 July 2018.

This community center is situated at the South-East side of BPATC campus near the gate no-1, beside Harbal Garden and playground of BPATC School and College. The community centre has 5 thousand square feet space, where 300 people can sit at a time or enjoy any program. There are also a stage, facilities for cooking and arrangement for lightening. Cafeteria was used as a venue of different social programs of the staff before establishment of this community center, where the scarcity of crockeries and lack of space were common phenomena. At the same time, sound and environment pollution used to create a negative impact on overall administrative and academic atmosphere. It is hoped that besides eradicating the problems mentioned above, this community centre will intensify fraternity among BPATC family.

Beautification of the Cafeteria

With a view to transforming the ground floor of the cafeteria (Polash and Shimul) to international standard, the Rector Dr. M Aslam Alam (senior secretary) inaugurated the beautification work of the cafeteria on 27 September, 2017 (12 Ashwin 1424). In 1984 on the eve of the foundation of BPATC, cafeteria building was constructed with the purpose of serving breakfast and meal to the participants. But as the dining halls got very old, they were not of the expected standard. Considering this, in fiscal year 2017-18, the ground floor of cafeteria-Shimul and Palash were renovated and decorated with VIP standard. The wall has been tiled beautifully and a touch of aristocracy has been brought to the furniture too. Apart from these, an elevated lounge for the VIP guests has been constructed at the front part. As a result, these two dining halls of the cafeteria have turned into standard dining halls.

Waiting-room for Passengers & Guardians

To mitigate the suffering of the standing passengers a waiting shed named "Pratikkhalay" at the right side of gate no.1 and for the guardians of the students of BPATC School & College and those coming during Public Examination a modern waiting-room named "Avivabak Angan"

ব্যায়ামাগারে নুতন যন্ত্রপাতি সংযোজন

বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে।প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য সচেতনতা উন্মেষে

ব্যায়ামাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন সত্যিকার অর্থেই বিপিএটিসিকে স্মার্ট ও আধুনিক করে গড়ে তোলার পথে এক নতুন অধ্যায়।

টেনিস কোর্টের আধুনিকায়ন

খেলাধুলার মানোন্নয়নে টেনিস কোর্টের আধুনিকায়নে বিপিএটিসি'র গৃহীত পদক্ষেপ অংশগ্রহণকারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বৈকালিক শরীর চর্চা ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে।

আইটিসি ভবনে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

নবনির্মিত আইটিসি ভবন কেন্দ্রের শিক্ষা,গবেষনা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রবৃন্দ হতে যাচ্ছে। আর এ প্রতিষ্ঠানের নিচতলায় ভিআইপি লাউঞ্জের সাথে দেয়াল জুড়ে জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের সৌন্দর্য ঐশ্বর্যমন্ডিত হবার পাশাপাশি সর্বসাধারণের এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিএটিসি'র কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

বিপিএটিসি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার একটি জ্বলন্ত প্রতীক। শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপিএটিসি প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদার সাথে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে ২১ শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে থাকে। শহীদ মিনারটি আমাদের জাতীয় বীরদের মহান আত্মত্যাগ ও তাঁদের মহিমান্বিত স্বপ্নের কথা বারংবার মনে করিয়ে দেয়।

প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন

ডরমিটরী-২ এবং ডরমিটরী-৩ এর ভার্টিকাল এক্সটেনশন

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের(বিপিএটিসি) অবকাঠামোগত সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পুরনো দুটি ডরমিটরি ভবনের (২ ও ৩) উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ডরমিটরী-২ ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় ১০টি করে নতুন রুম সংযোজিত হওয়ায় এখানে পূর্বের ৫২ জনের সাথে অতিরিক্ত আবাসন সুবিধা পাবেন ৪০ থেকে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী। অন্যদিকে ডরমিটরী-৩ এর নবনির্মিত ৭ম ও ৮ম

have been constructed on the left side of Gate No. 1 of the Centre. The area of both the shed is 21/13 square feet each.

Establishment of Grill on Road Divider

To avoid road accident and force all concerned to use foot-over bridge, 320 feet long steel grill has been constructed underneath the foot-over bridge on the road divider.

Embellishment of Colourful Building

The nature has blessed BPATC with all of its colour and the authority's initiative to beautify the building even more has tremendously attracted the beauty lover. Now,The faculty building, academic building stand high with the colour of knowledge and wisdom.

Building Renovations

The BPATC always keeps pace with the wind of changes as the renovation of its faculty building embodied a new horizon to work in a smart environment.Faculty building, academic and residential buildings are now more polished and gorgeous with its simplicity.

Gymnasium-new Equipment

The BPATC authority puts emphasis not only on mental health but also physical health. To ensure the health fitness of the participants the gymnasium of the centre has been adorned with new equipment such as chest press machine, chest fly machine, Shoulder press machine, Cable row machine, Biceps curl bench, Triceps extension bar, leg press machine and leg extension machine.

Modernization of Tennis Court

BPATC takes necessary measures to capacity building in sports measures. To do so, the tennis court renovation goes on in full swing which will make the participants take part in sports activity more immensely.

Bangabandhu's mural in ITC building

The ITC building of the centre is like a hub of educational, scientific research and innovation.

This Grand complex has become historic after the setting the mural of the father of the nation adjacent to VIP lounge on the ground floor of the building. This ornamental activities will both make the building glorious and the people pay holy tribute to this great leader.

BPATC Central Shaheed Minar

The BPATC Central Shaheed Minar is the symbolic embodiment of the institution's solemn respect paid to the martyrs of the historic Language Movement of 1952. As a trailblazer of its kind, BPATC commemorates 21st February-

তলায় সংযোজিত মোট ২৪ টি রুমে থাকতে পারবেন ৫০ জন এর বেশী প্রশিক্ষণার্থী। সবমিলে থাকতে পারবেন প্রায় ১৮০

জন প্রশিক্ষণার্থী। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়া এই কাজে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এই উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন।

আইটিসি ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বর্ণিত বিষয়গুলো সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত চারতলা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সকে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নয় তলায় উন্নীত করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণের ফলে বিপিএটিসি সমসাময়িক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) এর তত্ত্বাবধানে চলতি বছরের ৩০ জুন শেষ হয় কাজ।

বিপিএটিসির প্রধান ফটক ২ নং গেইট থেকে ডান দিকে একটু এগোলে, ক্যাম্পাসের ডান দিকে অবস্থান এই কমপ্লেক্সের। সামনের উপবৃত্তাকার পথ ঘুরে ভেতরে ঢোকার আগেই বাইরের দেয়ালে দৃষ্টি কাড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে নিচতলায় শোভা বাড়াচ্ছে কয়েকটি দেয়ালচিত্র। এখানে আছে একটা ছোট অডিটরিয়াম, ভিআইপি লাউঞ্জ, অফিসারস লাউঞ্জ, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে রেক্টরের দপ্তর , কম্পিউটার ল্যাব, শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার কক্ষ এবং একটি সুপরিসর কনফারেন্স রুম।নবনির্মিত পাচঁটি তলায় আবাসন সুবিধা রয়েছে অন্তত ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর। এখানে থাকছে পাচঁটি শ্রেণিকক্ষ, ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি বহুমূখী সম্মেলন কক্ষ এবং একটি কম্পিউটার ল্যাব। এছাড়াও প্রতি ফ্লোরে থাকছে একটি আহার কক্ষ ও প্যানট্রি।

বৃষ্টির পানিকে কাজে লাগাতে তৈরী করা হয়েছে ভূগর্ভস্থ রিজার্ভার। আন্তর্জতিক কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত এই ভবনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত নিশ্চিতকরণে বসানো হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা সাব-স্টেশন। রয়েছে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। ভবনটিতে সংযুক্ত তিনটি লিফটের মাধ্যমে এক সাথে উঠানামা করতে পারেন প্রায় ৪০ জন। পেছনে সুবিশাল খেলার মাঠ এবং তিন পাশে সবুজের সমারোহ; দৃষ্টিনন্দন আইটিসি ভবন এর আনুষ্ঠানিক সব কাজের পাশাপাশি এখানে অবস্থানরত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রকৃতির সাথে মেলবন্ধন তৈরীতেও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ

কার্যকরী,অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহীতামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবকাঠামোগত উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে।বর্তমান প্রশাসনিক ভবন ভেঙে ২৬৭৭৪.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট দ্বীতল বেজমেন্ট সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মাণ করা হবে।প্রস্তাবিত ভবনে ২ তলা বিশিষ্ট সাব-স্টেশনও নির্মাণ করা হবে যার প্রক্কলিত ব্যয় ৫৭৯.৬০ লাখ টাকা। একাডেমিক

ভবনের দেয়ালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫০ লাখ টাকা।

National Martyrs and International Mother Language Day- with due reverence placing wreaths of colourful flowers onto the pavement of the monument. Standing tall, the Shaheed Minar keeps us reminding the supreme sacrifice and the lofty dream of our national heroes.

Infrastructural Development under Projects

Vertical Extension of ITC

The Government of Bangladesh is committed to implementing Vision 2021, Vision 2041 and SDGs. To elevate Bangladesh into developed country, the capacity enhancement of public service is much needed. Keeping that in mind, to increase training facility of BPATC through infrastructural development, the project was completed in the 2018-19 financial year under close supervision of the respected rector of the institute Dr. M Aslam Alam (Senior Secretary) to extend the International Training Complex Building from 4th to 9th floor. The total project costs about Tk. 45 crores that helps in achieving the set out goals and targets of the Vision 2021,

Vertical Extension of dormitory 2 and 3

To enhance the infrastructural capacity of BPATC, a decision was made to extend two of its dormitory buildings vertically. In accordance with the plan, the project was done successfully by the end of fiscal year 2017-18. With 20 rooms on two new floors, now Dormitory 2 is a five storied building and it will facilitate additional 40 to 60 trainees along with 52. The newly developed dormitory 3 building has been escalated from 6 storied building to a 8 storied one. With 12 rooms on each floor, it will now accommodate 50 trainees more than before. So now almost 180 participants can reside here at a time. The full development project nearly costs tk 10 crore.

The Honourable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the project back on 10th August, 2014.

১৩৫০ সিটের ডরমিটরী ভবণ নির্মাণ

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা যেমন অপরিহার্য ঠিক একইভাবে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলাও গুরুত্ব বহন করে। আর সে লক্ষ্যেই একক বেজমেণ্ট সমৃদ্ধ ১৩৫০ সিটের ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হবে যার পাইলিং এর কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।এর সার্বিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৮৮১.৩৪ লক্ষ টাকা।

১৮০০ সিট বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ

বিপিএটিসিতে ৫ তারকা মানের ১৮০০ সিট বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ করা হবে যার প্রস্তাবিত খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০২.৪৩ লাখ টাকা। ৫ তলা বিশিষ্ট এই ক্যাফেটেরিয়া ভবনটি বর্তমান অতিথি ভবন ও ১ নং ডরমিটরি ভবনের জায়গায় স্থাপন করা হবে।

মেডিক্যাল সেন্টার নির্মাণ

বিপিএটিসি মেডিকেল সুবিধাকে আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৪ তলা বিশিষ্ট মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে যার চূড়ান্ত নকশা ও ঠিকাদার নিয়োগ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজের আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৪১.৭০ লাখ টাকা।

পানি শোধনাগার স্থাপন

সুপেয় পানির সুবন্দোবস্ত করার জন্যে বিপিএটিসি প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনের প্রত্যেক তলায় পানি শোধনাগার স্থাপন করা হবে যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০ লাখ টাকা।

সিমানাপ্রাচীর ও গেট নির্মাণ

আরসিসি ফ্রেম নির্ভর ১.৫ কিমি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও বিপিএটিসি'র ৩ নং প্রবেশ দ্বারে স্বতন্ত্র নকশা সমৃদ্ধ গেট নির্মাণ করা হবে যার বাজেট ধরা হয়েছে ৬৪৮.৩২ লাখ টাকা।

জগিং ট্র্যাক নির্মাণ

বহুল আলোচিত ২.২ কিমি বিস্তৃত জগিং ট্রাকের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।সম্পূর্ণ ঢালাই ও ৫৫০ মিটার টাইলস এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।৩ রঙা টাইলসের দৃষ্টিনন্দন ব্যবহার জগিং ট্রাকের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। জগিং ট্রাকের সম্পুর্ণ কাজের প্রক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ লাখ টাকা।

লেক ও তদসংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যবর্ধন

লেক এবং তদসংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনের নকশা সংক্রান্ত কাজ স্থাপত্য বিভাগে চলমান রয়েছে। পদাচারী সেতু,ঝর্ণা,কফি কর্নার,মিউজিক কর্নার ইত্যাদি নান্দনিক কাজ এই প্রকল্পকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করবে যার টেণ্ডার সংক্রান্ত কাজ নকশা প্রনয়নের পরেই সম্পন্ন হবে।সৌন্দর্য বর্ধন কাজের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫০০ লাখ টাকা।

পয়নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

পয়নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন পরিকল্পনাটি মাস্টার প্লানের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং সকল মাস্টার প্লান সুচারুভাবে সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরেই এই আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে যার খরচ ধরা হয়েছে ৭৭৩.২০ লাখ টাকা।

বিপিএটিসি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিধি বিধানের আলোকে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করে বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজকে আধুনিক রোল মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে রেক্টর ড এম আসলাম আলম এঁর নির্দেশনায় সাম্প্রতিক সময়ে শতভাগ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, বায়োমেট্রিক হাজিরা, অডিও রেকর্ডিং ও সিসিটিভি স্থাপনসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের আইসিটি ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।মাসিক এবং বাৎসরিকভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। মাস সেরা শিক্ষক নির্বাচনের নিমিত্ত বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ মাস সেরা শিক্ষক বাছাই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের কর্মতৎপরতা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও যথাযথ শিক্ষাদানে শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করা

Vision 2041 and the Sustainable Development Goals (SDGs) through enhancing capacity of Public administration. It also facilitates BPATC in organizing international training programmes on different contemporary issues and thus focuses the International Training Complex (ITC) as a centre of excellence.

Through the project, the International Training Complex Building is being vertically extended from 4th floor to 9th floor. Facilities like 48 Dormitory Rooms for 96 participants, 05 Classrooms, 01 Multipurpose Hall for 200 participants, 01 Course Office, 01 Computer Lab, 01 Dining Room and 01 Pantry Room in each floor will be created from the project. There are the facilities and functions of Harvesting Rain Water, Underground Water Reservoir, One Sub-station, 03 Lifts (01 Existing Lift extension from 4th floor to 9th floor, 01 new Lift from ground floor to 9th floor and Fire Alarming System.

Construction of Bangabandhu Sheikh Mujib Academic and Administrative Building

To build effective, inclusive and accountable public administration, the BPATC has emphasized on infrastructural development. With a cost of Tk.26774.82 lakhs the construction of 20 storied Bangabandhu Sheikh Mujib Academic and Administrative building with double basement has become a reality. It will be constructed by Bangladesh Army on the place of the present administrative building. Moreover a 2 storied sub station building with 4 storied foundation will be built in support of BSMMAAB with tentative cost of Tk.579.60 lakhs.The Building wall will also be decorated with a mural of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for which the estimated cost has been set at 350 lakhs.

Construction of 1350 seated Dormitory Building with Single Basement

The vision 2021 of GOB aims at strengthening efficient public administration which can only be possible if the government officers are trained properly. To enhance training capacity a 1350 seated dormitory building will be constructed with single basement. The piling work of the project will start soon and the estimated cost of the project has been set at 12881.34 lakhs.

Construction of 1800 Seated Cafeteria

A 5 star standard cafeteria with kitchen facility will be constructed with an estimated cost of 3002.43 lakhs. It will be a 5 storied building which will be built in the place of the present rest house and dormitory 1.

Construction of Medical Centre

A four storied medical centre with modern amenities will be established to enhance medical facilities. It's final design and contractor are appointed already. The assumed cost for this construction work is 841.70 lakh taka.

Installation of Water Purifier

BPATC has taken initiative to ensure supplyof pure water, for which a project of Tk 100 lakh is planned. Through this project water purifiers will be installed in every floor of the academic and administrative building.

Construction of Boundary Wall with Ornamental Gates

RCC frame based 1.5 km boundary wall project is going on in full swing. Besides Gate no 3 of BPATC will be uniquely renovated for which the estimated cost will be 648.32 lakh.

Construction Of 2.20 km Jogging Track

The most discussed 2.20 km jogging track project has already been completed with an accomplishment of 550 meter tiles work. Tiles of three different colours are being used in this project. The estimated cost has been set 300 lakhs.

Beautification of Lake & Surrounding Areas

The beautification of lake & surrounding areas include bank development, ornamental

হয়েছে।শ্রেণি কক্ষের সমস্যা সমাধানে আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল ভবনের ঊর্ধমুখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে। "ক্লিন বিপিএটিসি গ্রিন বিপিএটিসি" সম্পর্কে ধারনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শৈশবকাল থেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

করা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বিপিএটিসি স্কুল ও কলেজের নতুন প্রবিধানমালা বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ (শিক্ষক-কর্মচারী) চাকরী প্রবিধানমালা ২০১৯ গভার্নিং বডির সভায় অনুমোদিত হয়েছে| জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উল্লেখ্যযোগ্য দিবসসমূহ বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক একযোগে পালন করে শিক্ষর্থীদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করা হয়। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি জাতীয় বই উৎসবে রেক্টর মহোদয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করে থাকেন।

ক্লিনিকের উন্নয়ন

১। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত একটি ফিজিওথেরাপি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে (২০১০ সালে) যেখানে দুইজন ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়মিত ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন।

২। কেন্দ্রের ক্লিনিকে একটি অত্যাধুনিক আল্ট্রাসোনোগ্রাম মেশিনের মাধ্যমে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী সুবিধা চালু করা হয়েছে (২০১৪ সাল থেকে)।

৩। ক্লিনিকে একটি স্বল্প পরিসরে প্যাথলজী ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে (2017 সালে) যেখানে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) ধরনের প্যাথলজী পরীক্ষা করা হয়।

৪। কেন্দ্রের ক্লিনিক নির্মাণ করার লক্ষে মেডিকেল ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের পথে।

আইন/বিধি/নীতি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরন

বিপিএটিসি অ্যাক্ট ২০১৮

বিপিএটিসি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জগতে একটি অনন্য নাম। এটি পরিচালিত হয় বিপিএটিসি অ্যাক্ট ২০১৮ দ্বারা যা শ্রদ্ধেয় রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) এর সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। পূর্বে কেন্দ্রটি বিপিএটিসি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ দ্বারা পরিচালিত হত। নতুন এই আইনটি প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণে একটি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা নীতির আধুনিকায়ন

যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিপিএটিসির মতো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বিপিএটিসি এই গুরুত্ব বেশ আগেই অনুধাবন করে গবেষণা পরিচালনায় জোর দিয়েছে। ২০০৯ সালে বিপিএটিসি একটি গবেষণা নীতি প্রণয়ন করেছিল। মানসম্মত গবেষণাখাতে উৎসাহ প্রদান ও ত্বরান্বিত করা এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১৮ সালে একটি আধুনিক গবেষণা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

pedestrian bridge with lightings, fountains, coffee corner, music corner etc. The aesthetic design work of this project is underway by the Architecture Department. After completion of the design, the tender submission procedure will be undertaken. The estimated cost is 2500 lakhs.

Construction & Establishment of Sewerage, Drainage & Water Management System of BPATC Compound

The modernization of drainage, sewerage & water management system is associated with the master plan. After the completion of the master plan, these segments will be accomplished with estimated cost of tk 773.20 lakhs.

Development of BPATC School and College

Under the rules and regulations of the government, BPATC School and College is governed by BPATC. As BPATC is the apex training institute in the country, BPATC School and College should be a role model for all other educational institutions. Rector Dr. M Aslam Alam took a number of initiatives to improve the quality of education. All the classrooms have been transformed into multimedia classrooms. CCTVs with audio recording have been set up in the classroom to monitor classroom management, teaching and learning procedures, discipline etc. The attendance of students and teachers is ensured through biometric attendance machine and digital card system. BPATC arranged teachers training for strengthening capacity of the teachers and enhancing the use of ICT in education system. Recently a policy named BPATC School and College Best Teachers Selection Policy 2019 has been formulated for awarding best teachers. Two best performing teachers are being awarded every month. Adequate number of computers, furniture have been supplied to equip classroom facilities. For introducing vocational education, initiative was taken for vertical extension of school building, two laboratory classrooms will also be developed under this initiative. The slogan "Clean BPATC; Green BPATC" creates awareness among the students from a very early stage of their childhood to make clean Bangladesh. To improve the standard of education and facilities of the teachers-staffs a regulation named BPATC School and College Teachers-Staff Service Regulation 2019 has been approved by the governing body. BPATC observes national and international days along with teachers and students to grow national spirit and patriotic feelings. On the very first day of the new year, Rector BPATC distributes new books among the students.

Development of Clinic

01. A Physiotherapy unit equipped with modern medical equipment has been set up (in 2010) where two full time graduate physiotherapists provide physiotherapy medical care.
02. Modern Ultrasonography facility has been introduced at the centre's clinic since 2014.
03. A short range pathological laboratory was established in the clinic (in 2017) where approximately 30 types of pathological tests are performed.

04. The deployment of 'Medical Information System Software' for the clinic of the center is almost over.

মূল্যায়ন নীতিমালা (২০১৩) এর আধুনিকায়ন

কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। কেন্দ্রের রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) মূল্যায়ন নীতিমালাকে ডিজিটালাইজড, যুগোপযোগী ও অর্থবহকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা (২০১৩) তে ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন নিয়ে আসেন।

১। মূল্যায়ন সফটওয়্যার ব্যবহারঃ

১.১. বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের ম্যানুয়াল পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে Web based examination প্রবর্তন করা হয়। পিপিএমসি ও এসএসসি কোর্স বাদে সকল কোর্সে Kahoot ও Quizizz সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে প্রাপ্ত তাৎক্ষণিক ফলাফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

১.২. এসিএডি'র সেমিনার পেপার ও এসএসসি'র পলিসি ইভাল্যুশন পেপারসহ অন্যান্য কোর্সের এসাইনমেন্ট কার্যক্রমে copy and paste তথা Plagiarism বন্ধে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে anti-plagiarism সফটওয়্যার Turnitin ব্যবহারের। এই সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা এসাইনমেন্ট তৈরীরে আরো বেশি মনযোগী ও সৃজনশীল হচ্ছে।

১.৩. Computerized Training Management System (CTMS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে module coordinator ব্যবস্থাপনা, speaker মূল্যায়ন, ক্লাসের প্রাত্যহিক কর্মসূচি, ফলাফল তৈরী, হ্যান্ডআউট এবং অন্যান্য দলিলাদি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম সহজ থেকে সহজতর হয়েছে।

১.৪. Data Analysis জন্য SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ব্যবহার করা হচ্ছে।

১.৫. e-Learning Platform পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে।

২। শারিরীক শিক্ষা ও ক্রীড়া মডিউলে পরিবর্তনঃ নম্বর প্রদানে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের বিতর্ক থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া মডিউলের উপস্থিতি সংক্রান্ত ২৫ নম্বর প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয় মূল্যায়ন অনুবিভাগকে। এ মডিউলে দুর্নীতির নানা অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে খেলাধুলা সংক্রান্ত ২৫ নম্বর এর পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে Kahoot এর মাধ্যমে।

৩। কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম কর্তৃক মূল্যায়নঃ কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমের হাতে থাকা ৫০ নম্বরের মাধ্যমেই শীর্ষ ১০% প্রশিক্ষণার্থীর ভাগ্য নির্বাচিত হত। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দূরীকরণে কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমকে ২৫ নম্বর বণ্টন করা হয়। এই নম্বর তারা প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণ, ইতিহাস, সার্বিক আচরণ ও শৃঙ্খলা ইত্যাদির আলোকে প্রদান করে থাকে। বাকি ২৫ নম্বর উপস্থিতি এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন অনুবিভাগ দিয়ে থাকে।

৪। মডারেশন কমিটিঃ পূর্বে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কোন মডারেশন কমিটি ছিল না। বর্তমানে একটি কার্যকর মডারেশন কমিটি রয়েছে যা প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক উভয়েরই মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে।

৫। গ্রেডিং ব্যবস্থায় পরিবর্তনঃ

গ্রেডিং ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। অংশগ্রহণকারীদের কর্মদক্ষতা নির্ধারণে পূর্বের গ্রেডিং পদ্ধতির তুলনায় বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর পরিসর বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে কমপক্ষে একজনকে A+ দেয়া বাদ্ধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে খাতা মূল্যায়নে অবহেলা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি (২০১৮)		পূর্বের গ্রেডিং পদ্ধতি (২০১৩)	
নম্বর	গ্রেড	নম্বর	গ্রেড
৯৫ এবং তার উপরে	A+	৯০ এবং তদূর্ধ্ব	AA (অসাধারন)
৯০ থেকে <৯৫	A	৮০- <৯০	A+ (খুব ভাল)
৮৫ থেকে <৯০	A-	৭০- <৮০	A (ভাল)
৮০ থেকে <৮৫	B+	৬০- <৭০	B+ (উচ্চ চলতিমান)
৭০ থেকে <৮০	B	৫০- <৬০	B (চলতিমান)
৬০ থেকে <৭০	B-	<৫০	অকৃতকার্য
৫০ থেকে <৬০	C		
<৫০	অকৃতকার্য		

টেবিল ১ঃ তুলনামূলক গ্রেডিং পদ্ধতি

Formulation and Updating Act/Rules/Policy

BPATC Act 2018

BPATC, a centre of excellence in the field of training, is now being regulated by BPATC Act 2018 approved in the House of the Nation during the tenure of the respected Rector, Dr. M Aslam Alam (Senior Secretary). Earlier, the centre was administered by BPATC Ordinance 1984. The newly enacted act will certainly play the role of a catalyst in mitigating administrative impediments leading the institution to the pinnacle of success.

Up-gradation of Research Policy

Research in any public or private organization is immensely important especially for a training institution like BPATC. BPATC has realized the urgency of quality research and emphasized on conducting research. BPATC had a Research Policy formulated back in 2009. In 2018 a modernized Research Policy has been formulated to facilitate and encourage quality research and achieve SDG goals.

Upgradation of Evaluation policy (2013)

The highest civil service training institution of Bangladesh, Bangladesh Public Administration Training Centre, has taken an epoch-making step with a view to forming effective, inclusive and accountable public administration. The Rector Dr. M Aslam Alam (senior secretary) has brought immense modification, enlargement and annexation in order to make the Evaluation Policy (2013) more befitting and meaningful.

1. Use of Evaluation Software:

1.1. Web based examination has been introduced in different courses instead of manual examination system. In all courses, except from the PPMC and SSC, examination is taken using Kahoot and Quizizz. As a result, transparency is ensured through the prompt publication of the results.

1.2. Anti-plagiarism software Turnitin is used to stop copy and paste ie. Plagiarism in evaluating seminar paper of ACAD course and policy evaluation paper of SSC course including assignments of other courses. As a result, the participants have become more attentive and creative in writing assignments.

1.3. Module coordinator management, speaker evaluation, class routine, result preparation, handout and other document manage etc. activities are eased through the use of Computerized Training Management System (CTMS) software.

1.4. SPSS (Statistical Package for Social Science) is used for Data Analysis.

1.5. Prezi is used for Interactional Presentation.

1.6. E-learning Platform has been introduced experimentally.

2. Number increase in physical training and sports module: With a view to ensuring transparency and equity in evaluation process, and also getting rid of partial behavior, the responsibility of marking 25 number regarding the presence of the participants is upon the Evaluation Wing. To escape from the complaint of corruption, written examination regarding sports is taken through Kahoot.

3. Evaluation by the Course Management Team: Top 10% participants used to be chosen through the 50 marks of CMT. In this sector, CMT is distributed with 25 marks in order to combat corruption. The participants get this mark depending on daily monitoring, history, overall behavior and discipline. The rest 25 marks is given by the Evaluation Wing depending on the participants' presence.

4. Moderation committee: There was no moderation committee for training activities previously. At present there is an active moderation committee which is contributing in developing the standard of both the

৬। নম্বর বন্টন ব্যবস্থাঃ মূল্যায়ন নীতিমালা ২০১৩ এর তুলনায় বর্তমান সংশোধিত নীতিমালায় নম্বর বন্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। অন্যান্য কোর্সের মোট নম্বর অপরিবর্তিত থাকলেও এফটিসি কোর্সে মোট নম্বর ১২০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ করা হয়েছে। এছাড়াও একক ও দলীয় নম্বর ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৭। শাস্তি প্রদান ও নম্বর কর্তনঃ বর্তমানে সংশোধিত নীতিমালায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে অসদুপায় বা অসদাচরণ লক্ষ্য করা গেলে ৩/৪ টি কারণ দর্শানোর পর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিটি গঠন করা হত। কিন্তু সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, ৪ টি কারণ দর্শানো হলে সংক্রিয়ভাবে ওই অংশগ্রহণকারী বহিস্কার হয়ে যাবেন। এছাড়াও পূর্বে কারণ দর্শানো ছাড়াই নম্বর কর্তন করা হত। কিন্তু সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, কোন অপরাধের জন্য কারণ দর্শানো হবে এবং প্রতি কারণ দর্শানোর জন্য ৩ নম্বর কর্তন করা হবে।

৮। কৃতকার্য ও অকৃতকার্য হওয়াঃ সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, অকৃতকার্য প্রশিক্ষণার্থী শুধুমাত্র একবার পুনঃমূল্যায়নে অংশ নিতে পারবেন এবং কৃতকার্যতা সাপেক্ষে শুধু সনদ পাবেন। মেধা তালিকায় স্থান পাবেন না।

৯। অনলাইন রেজাল্ট ব্যবস্থাঃ পরীক্ষার খাতা দেখার সাথে সাথেই অনলাইনে সয়ংক্রিয়ভাবেই ফলাফল প্রকাশ করা হয়, ফলে মূল্যায়ন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও দ্রুততর হয়েছে।

১০। প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রশিক্ষক মূল্যায়নঃ এসিএডি ও এফটিসিতে যথাক্রমে সাপ্তাহিক ও দৈনিক ভিত্তিতে অনলাইনে প্রশিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

১১। বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ সঠিক সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে উন্নত মূল্যায়ন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। কয়েকবার মূল্যায়ন নীতিমালা সংশোধিত হলেও ২০১৮ সালের সংশোধনে পূর্বের বিষয়গুলো পুনঃনিরীক্ষা করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়নের সফটওয়্যার পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের উপর রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) জোর দেন।

‘বৃটিশ আমলের সেই ঘুনে ধরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সেই জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে।’

-----বঙ্গবন্ধু

বিপিএটিসি কর্তৃক প্রণীত সাম্প্রতিক নীতিমালাসমূহ

প্রশংসনীয় ও অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সাম্প্রতিক সময়ে বিপিএটিসির রেক্টর ড. এম আসলাম আলম (সিনিয়র সচিব) এর নির্দেশনায় নানাবিধ পুরস্কার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালাগুলো হলো সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম (সিএমটি) বাছাই নীতিমালা-২০১৯, সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা-২০১৯, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৯ ও বিপিএটিসি ইনোভেশন পুরস্কার নীতিমালা-২০১৯। সবিস্তারে নীতিমালাসমূহ নিম্নে সংযুক্ত করা হলঃ

participants and the trainers. As a result accountability and transparency are ensured.

5. Change in grading system:

A huge change has been brought to grading system. To determine the competency of the participants, number distribution range has been escalated in the present grading system in comparison to previous grading system. Also, at least one participant is bound to get A+ following the comparison system.

Table 1: comparative grading system

Present Grading System		Previous Grading System	
Number	Grade	Number	Grade
95 and above	A+)	90 and above	AA
90 to <95	A	80 to <90	A+
85 to <90	A-	70 to <80	A
80 to <85	B+	60 to <70	B+
70 to <80	B	50 to <60	B
60 to <70	B-	<50	FAIL
50 to<60	C		
<50	FAIL		

6. Number distribution system: An extensive change has been brought to the number distribution system in the amended Evaluation Policy in comparison to the previous policy. Though the total number of other courses remains unchanged, the total number of FTC course has been increased from 1200 to 1500. Apart from that, changes have been made to individual and group number system.

7. Change in the rules of imposing punishment: In the present amended policy, some changes have been brought in the rules of imposing punishment. Previously, a committee was formed to take decisions regarding imposing punishment if misbehavior or unfair means is detected after 3 or 4 show causes. But according to the amended policy, after 4 show causes, the participant will automatically be released. Also, number had been deducted without any show-cause notice. But according to the amended policy, a show-cause notice will be provided to the participant for any offence and 3 marks will be deducted for each show-cause.

8. Changes related to pass and fail: According to amended policy, failed participant can take part in the reassessment process only once and will get the certificate if he/she passes. He/ she will get no place in merit list.

9. Online result system: Results are published automatically as soon as the exam papers are checked. As a result, evaluation process has become more transparent.

10. Assessment by the participants: There is an arrangement in ACAD and FTC to evaluate the trainers daily and weekly through online.

11. Biometric presence: Biometric presence is arranged for the participants to ensure their presence on time.

There is no alternative to evaluation in developing the standards training. Although this evaluation policy has been amended several times, the previous topics were reexamined in the amendment of 2018 and the present Rector D. M Aslam Alam emphasized on the proper application of the Evaluation software.

Recent Policies Formulated by BPATC

With directive of the Rector D. M Aslam Alam (Senior Secretary), a number of awarding policies are formulated to recognize outstanding performance of the officials. The policies are Best Trainer Selection Policy-2019, Best Course Management Team (CMT) Selection Policy-2019, BPATC Integrity Award Policy-2019 and BPATC Innovation Award Policy-2019. Those policies are attached below:

সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা ২০১৯

১.০০ পটভূমি:

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিবছর সেরা প্রশিক্ষক বাছাই করে পুরস্কৃত করার নিমিত্ত "বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা ২০১৯" প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সূচকসমূহের মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ বছরের সেরা প্রশিক্ষক বাছাই করা হবে।

২:০০ উদ্দেশ্য:

২:০১ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ যোগ্যতা বৃদ্ধি করা;

২.০২ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকগণের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

২:০৩ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকগণের কর্মস্পাদনে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা।

৩.০০ প্রশিক্ষকের কর্মসম্পাদন সূচক:

৩.০১ নিম্নবর্ণিত টেবিল ১-এ প্রদর্শিত সূচক ব্যবহার করে একজন প্রশিক্ষকের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হবে:

টেবিল ১: একজন প্রশিক্ষকের বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচক তৈরির হিসাব ছক

	সূচক	ক: অর্জিত সংখ্যা (গুণ্য)	খ: প্রতি সংখ্যার পয়েন্ট (গুণক)	অর্জিত স্কোর (ক×খ)
১।	কোর কোর্সসমূহে পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.১৫	
২।	কেইজ স্টাডি ব্যবহার করে পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.২	
৩।	দলীয় কাজ ব্যবহার করা হয়েছে এমন পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.২	
৪।	প্রেজি ব্যবহার করা হয়েছে এমন পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.১	
৫।	গবেষণা পরামর্শক হিসেবে সম্পাদিত অধিবেশন সংখ্যা		৫.০	
৬।	সকাল ৮:৩০টায় পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.৫	
৭।	বিকেল ২:১৫টায় পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা		০.২৫	
৮।	অধিবেশনের কার্যকারিতা (গড় কার্যকারিতা × মোট অধিবেশন সংখ্যা)		০.০০১৫	
৯।	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে মডিউল সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করার সংখ্যা		১.২৫	
১০।	কাহুটে সম্পাদিত পরীক্ষার সংখ্যা		১.২৫	
১১।	সিএমটির সদস্য হিসেবে সকাল ৮:৩০টায় দায়িত্ব পালন করা দিনের সংখ্যা		০.১	
১২।	হ্যান্ডআউট (Reading Materials) প্রদান করা হয়েছে এমন অধিবেশন সংখ্যা		.০৫	

৩.০২ টেবিল ১-এর সূচক কলামে উল্লেখিত ১১ নং আইটেমের জন্য, কোর্স পরিচালক সিএমটির সদস্যদের দায়িত্ব বন্টনপূর্বক একটি সাপ্তাহিক রোস্টার তৈরি করবেন এবং তা স্বাক্ষরপূর্বক মূল্যায়ন অনুবিভাগে জমা দিবেন। রোস্টার অনুযায়ি দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কিনা ভিজিলেন্স টিম তা পর্যবেক্ষণপূর্বক সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন ফরম পূরণ করে মূল্যায়ন অনুবিভাগে জমা করবেন। ১১ নং আইটেমের তথ্য ভিজিলেন্স টিমের এই মূল্যায়ন ফরম থেকে নিতে হবে।

৩.০৩ টেবিল ২-এ প্রদর্শিত ফরম ব্যবহার করে ভিজিলেন্স টিম সিএমটির সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের রেকর্ড প্রস্তুত করবেন:

টেবিল ২: ভিজিলেন্স টিমের জন্য ব্যবহৃত ফরম

Best Trainer Selection Policy 2019

1.00 Background

To enhance the motivation and the skills in providing training of the members of the Faculty of Bangladesh Public Administration Training Centre, this "Bangladesh Public Administration Training Centre Best Trainer Selection Policy 2019" is made. Following this policy, the best trainer of a trainer year will be selected using the set indicators.

2.00 Objectives

2.01 To enhance training quality of the trainers of the Centre;

2.02 To establish transparency and accountability of the trainers of the Centre;

2.03 To create a mentality of performance competition in the minds of the trainers of the Centre.

3.00 Performance Indicators of Trainers

3.01 The performance of a trainer will be evaluated using the criteria as shown in Table 1.

Table 1: Calculation of a Trainer's Performance (in a year)

Criterion	A: Earned Number of Unit (Multiplicand)	B: Point for each unit (Multiplier)	Score (AxB)
1. Number of session conducted in core courses		0.15	
2. Number of session conducted using other than the Lecture & Discussion method		0.20	
3. Number of session having group works		0.20	
4. Number of session delivered through prezi		0.10	
5. Number of articles published as a research consultant		5.00	
6. Number of session conducted at 8:30am		0.50	
7. Number of session conducted at 2:15pm		0.25	
8. Session effectiveness (average effectiveness*total number of session)		0.0015	
9. Number of module coordinated in the core courses		1.25	
10. Number of web-based creative MCQ exam conducted		1.25	
11. Number of days served as a CMT member at 8:30am		0.10	
12. Number of sessions provided with reading materials		0.05	

3.02 For item 11 of Table 1, the Course Director of every course will have to submit a signed weekly duty roaster of the members of the CMT to the Evaluation Department. The Vigilance Team will have to observe and report (using a prescribed format) to the Evaluation Department whether the weekly daily roaster has been followed. Record of the vigilance team will provide data for item 11 in the criterion list.

3.03 The vigilance team of the Centre will prepare records on CMT members' duty using the form shown in Table 2

তারিখ: কোর্সের নাম (ব্যাচসহ):

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সকাল ৮:৩০টায় উপস্থিতি	বেলা ২:১৫টায় উপস্থিতি

বি.দ্র. উপস্থিতি কলাম ভিজিলেন্স টিমের সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর দ্বারা পূরণযোগ্য

৩.০৪ টেবিল ১-এর সূচক কলামে উল্লেখিত আইটেমসমূহের তথ্য মূল্যায়ন অনুবিভাগ সংরক্ষণ করবে। ২, ৩,৪ এবং ১২ নং সূচকের জন্য অনলাইন মূল্যায়ন সিস্টেমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

Methods used by the trainer ☐ Case Study ☐ Group Exercise ☐ Lecture and Discussion ☐ Others

Tools used by the trainer ☐ PPT slides ☐ Prezi ☐ Others

Handout given by the trainer ☐ Yes ☐ No

৩.০৫ টেবিল ১-এ প্রদর্শিত 'প্রতি সংখ্যার পয়েন্ট' নিম্নবর্ণিত টেবিল ৩ -এ প্রদর্শিত হিসাব ব্যবহার করে তৈরি করা হবে:

টেবিল ৩: প্রতি সংখ্যার পয়েন্ট যে হিসেবে বের করা হয়েছে

	সূচক	প্রত্যাশিত সংখ্যা	বরাদ্দকৃত পয়েন্ট	প্রত্যেক সংখ্যার জন্য পয়েন্ট
১।	কোর কোর্সসমূহে পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	১০০	২০	(২০/১০০)=০.২
২।	কেইজ স্টাডি ব্যবহার করে পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	৫০	১০	(১০/৫০)=০.২
৩।	দলীয় কাজ ব্যবহার করা হয়েছে এমন পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	৫০	১০	(১০/৫০)=০.২
৪।	প্রেজি ব্যবহার করা হয়েছে এমন পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	১০০	১০	(১০/১০০)=০.১
৫।	গবেষণা পরামর্শক হিসেবে সম্পাদিত অধিবেশন সংখ্যা	৪০	৫	(৫/৪০)=০.১২৫
৬।	সকাল ৮:৩০টায় পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	২০	১০	(১০/২০)=০.৫
৭।	বিকেল ২:৩০টায় পরিচালিত অধিবেশন সংখ্যা	২০	৫	(৫/২০)=০.২৫
৮।	অধিবেশনের কার্যকারিতা (গড় কার্যকারিতা × মোট অধিবেশন সংখ্যা)	১০০০ (১০০*১০০)	১৫	(১৫/১০০০০)= ০.০০১৫
৯।	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে মডিউল সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করার সংখ্যা	৪	৫	(৫/৪)=১.২৫
১০।	কাহুটে সম্পাদিত পরীক্ষার সংখ্যা	৪	৫	(৫/৪)=১.২৫

Table 2: Form to be used by the Vigilance Team

Date: Course Name (including batch):

Name & Designation of Duty Officer	Presence at 8:30am	Presence at 2:15pm

Note: The presence column is to be filled in by signature of a member of the vigilance team.

3.04 The Evaluation Department will preserve all information relating to the criteria mentioned in Table 1. For items mentioned in the criteria numbering 2, 3, 4, and 12 in the serial column in Table 1, online evaluation system will incorporate the following subjects:

Methods used by the trainer	☐ Case Study	☐ Group Exercise	☐ Lecture and Discussion	☐ Others
Tools used by the trainer	☐ PPT slides	☐ Prezi	☐ Others	
Handout given by the trainer		☐ Yes	☐ No	

3.05 'Point for each unit,' as shown in Table 1, will be calculated following the method as shown in Table 3:

Table 3: Calculation of 'Point for Each Unit'

Criterion	Expected Number of Unit	Allocated Point	Point for Each Unit
1. Number of session conducted in core courses	100	15	(15/100)=0.15
2. Number of session conducted using other than the Lecture & Discussion method	50	10	(10/50)=0.2
3. Number of session having group work	50	10	(10/50)=0.2
4. Number of session delivered through prezi	100	10	(10/100)=0.1
5. Number of articles published as a research consultant	1	5	(5/1)=5.0
6. Number of session conducted at 8:30am	20	10	(10/20)=0.5
7. Number of session conducted at 2:15pm	20	5	(5/20)=0.25
8. Session effectiveness (average effectiveness total number of session)	10000 (100x100)	15	(15/10000)= 0.0015
9. Number of module coordinated in the core courses	4	5	(5/4)=1.25
10. Number of web-based creative MCQ exam conducted	4	5	(5/4)=1.25
11. Number of days served as a CMT member at 8:30am	50	5	(5/50)=0.1
12. Number of sessions provided with reading materials	100	5	(5/100)=0.05

4.00 Selection Process

4.01 A three-member team will be formed consisting of the following under the

১১।	সিএমটির সদস্য হিসেবে সকাল ৮:৩০টায় দায়িত্ব পালন করা দিনের সংখ্যা	৫০	৫	(৫/৫০)=০.১
১২।	হ্যান্ডআউট (Reading Materials) প্রদান করা হয়েছে এমন অধিবেশন সংখ্যা	১০০	৫	(৫/১০০)=.০৫

৪.০০ নির্বাচন পদ্ধতি:

৪.০১ এমডিএস (পিএন্ডএস) এর নেতৃত্বে নিম্নলিখিত তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে:

ক. পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), সদস্য

খ. পরিচালক (মূল্যায়ন), সদস্য

গ. আহবায়ক ভিজিল্যান্স টিম, সদস্য

ঘ. উপ-পরিচালক (পিপিআর), সদস্য-সচিব

৫.০০ পুরস্কার প্রদান:

৫.০১ চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত সেরা প্রশিক্ষক রেক্টর মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত পুরস্কার পাবেন।

leadership of the MDS (P&S):

(i) Director (R&D), Member

(ii) Director (Evaluation), Member

(iii) Convener of the Vigilance Team, Member

(iv) Deputy Director (PPR), Member-Secretary

5.00 Award

5.01 The finally selected best trainer will get an award from the Rector of the Centre.

সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম (সিএমটি) বাছাই নীতিমালা

১.০০ পটভূমি:

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিবছর সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম বাছাই করে পুরস্কৃত করার নিমিত্ত "বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম (সিএমটি) বাছাই নীতিমালা ২০১৯" প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সূচকসমূহের মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ বছরের সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম বাছাই করা হবে।

২:০০ উদ্দেশ্য:

২:০১ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

২.০২ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের কর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

২:০৩ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের কর্মস্পাদনে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা।

৩.০০ প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যবস্থাপনা কর্মসম্পাদন সূচক:

৩.০১ নিম্নবর্ণিত সূচক ব্যবহার করে একটি কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হবে:

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১।	কোর্সের উদ্দেশ্য পূরণ (কোর্স সমাপনী মূল্যায়ন থেকে ১০% নেয়া হবে)	১০
২।	কোর্স অফিসে উপস্থিতি (ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক সংগৃহিত তথ্য ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হবে।)	১০
৩।	অনুষ্ঠিত সেশনের হার (পাঠক্রমে উল্লিখিত সকল সেশন অনুষ্ঠিত হলে, ১০ নম্বর দেয়া হবে এবং সকল সেশন অনুষ্ঠিত না হলে, আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে।)	১০
৪।	কলমচিত্র, অমনিবাস জমাকরণ (নির্ধারিত সময়ে কলমচিত্র এবং অমনিবাস জমা হলে ০৫ নম্বর দেয়া হবে এবং নির্ধারিত সময় থেকে দেরি হলে, আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে।)	১০
৫।	কোর্স ফি আদায় কোর্স চলাকালীন সম্পূর্ণ কোর্স ফি আদায় করলে পূর্ণ নম্বর পাবে, নতুবা আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে।	১০
৬।	আর্থিক ব্যবস্থাপনা (দক্ষতার সাথে অর্থ ব্যয়, রেজিস্টার সংরক্ষণ, সমন্বয়)	০৫
৭।	কোর্স বাজেট সমন্বয়করণ (কোর্স সমাপ্তির ০১ মাসের মধ্যে বাজেট সমন্বয় করা হলে, ১০ নম্বর দেয়া হবে এবং নির্ধারিত সময় থেকে দেরি হলে, আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে।)	১০
৮।	CTMS এ ডাটা এন্ট্রি (নির্ধারিত সময়ের CTMS এ ডাটা এন্ট্রি দিলে, ১০ নম্বর দেয়া হবে এবং নির্ধারিত সময় থেকে দেরি হলে, আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে। দেরি সনাক্ত করার ব্যবস্থা CTMS এ থাকতে হবে।)	১০
৯।	WhatsApp এ রুটিন প্রকাশ (WhatsApp এ রুটিন প্রকাশ করা সংক্রান্ত অপশন থাকতে হবে এবং ভিজিল্যান্স টিম প্রাত্যহিক তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা স্বাক্ষরপূর্বক মূল্যায়ন অনুবিভাগে জমা করবে।)	০৫
১০।	সময়মত অনলাইনে বক্তা মূল্যায়ন CMT প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে দৈনিক ভিত্তিতে বক্তা মূল্যায়ন করাবেন। দেরি সনাক্ত করার ব্যবস্থা CTMS এ থাকতে হবে। CTMS রিপোর্ট অনুযায়ী বক্তা মূল্যায়ন সময়মত হলে পূর্ণ নম্বর দেয়া হবে এবং প্রত্যাশিত মানের না হলে আনুপাতিকহারে নম্বর কমবে।	০৫
১১।	প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক মাধ্যমে গ্রুপ তৈরীকরণ। দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে CMT প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গ্রুপ তৈরী করবেন এবং তা মূল্যায়ন বিভাগকে চিঠি দিয়ে জানাবে।	০৫
১২।	কোর্স সম্পর্কিত তথ্য (চলমান এবং সমাপ্তির পর) Write up ছবিসহ ওয়েবসাইটে আপলোডিং	০৫
১৩।	মাঠ-সমীক্ষার মাধ্যমে সরকারী নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের অতিথি বক্তাকে কোর্সে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ।	০৫

৪.০০ নির্বাচন পদ্ধতি:

৪.০১ এমডিএস (পিএন্ডএস) এর নেতৃত্বে নিম্নলিখিত চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে:

ক. পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), সদস্য

খ. পরিচালক (মূল্যায়ন), সদস্য

Best Course Management Team (CMT) Selection Policy 2019

1.00 Background

To enhance the skills of the faculty members of Bangladesh Public Administration Training Centre regarding course management, and to give award to the best CMT of a year "Bangladesh Public Administration Training Centre Best CMT Selection Policy 2019" is made. Following this policy, the best CMT of a trainer year will be selected using the set indicators.

2.00 Objectives

2.01 To enhance training management quality of the employees of the Centre;

2.02 To establish transparency and accountability of the employees of the Centre;

2.03 To create a mentality of performance competition in the minds of the employees of the Centre.

3.00 Performance Indicators of Training Course Management

3.01 The performance of a CMT will be evaluated using the indicators as shown below.

Serial No.	Indicator	Point
1	**Achieving course objectives** (10% of course-end evaluation)	10
2	**Presence in course office** (points will be given based on information and reports given by the vigilance team)	10
3	**Rate of sessions held** (10 points will be given if all sessions of a curriculum are held. If all sessions are not held, points will decrease proportionately)	10
4	**Submission of pen-picture and omnibus** (10 points (5+5) will be given if pen picture and omnibus are submitted in due time. If late, points will decrease proportionately)	10
5	**Collection of course fee** (Full points will be given if full course fee is collected during the course. If late, points will decrease proportionately)	10
6	Financial management (skillful expenditure of money, maintenance of register)	5
7	**Adjustment of course budget** (Ten points will be given if course budget is adjusted within one month of ending the course. If late, points will decrease proportionately)	10
8	**Data entry at CTMS** (Ten points will be given if data are entered into the CTMS in due time. If late, points will decrease proportionately. The CTMS will have mechanism to detect late entry)	10
9	**Publication of class routines in WhatsApp** (There will be an option to publish class routine in Whatsapp and the vigilance team will collect information daily and submit to the Evaluation Department)	5

গ. আহবায়ক ভিজিল্যান্স টিম, সদস্য

ঘ. উপ-পরিচালক (পিপিআর), সদস্য-সচিব

৪.০২ গঠিত কমিটি ১) কোর্স সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২) ভিজিলেন্স টিমের প্রতিবেদন, ৩) এক্সেস কন্ট্রোল, ৪) কোর্সের ফলাফল গ্রেডিংসহ, ৫) বিপিএটিসির ওয়েবসাইট, ৬) পরিবীক্ষণ ছক, ৭) দৈনন্দিন রুটিন, ৮) অমনিবাস, ৯) সমন্বয় ভাউচার, রেজিস্টার প্রভৃতি পরীক্ষা করে প্রাথমিকভাবে বাছাই করবেন।

৪.০৩ কমিটি প্রথম থেকে তৃতীয় তালিকা রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন আকারে পেশ করবেন।

৪.০৪ প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও মতামতের আলোকে রেক্টর মহোদয় চূড়ান্ত সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম বাছাই করবেন।

৫.০০ পুরস্কার প্রদান:

৫.০১ চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যগণ রেক্টর মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত পুরস্কার পাবেন।

Serial No.	Indicator	Point
10	**Timely evaluation of speakers online** (The CMT will get speaker evaluation done by participants. There would be a system in the CTMS to detect late evaluation. Full points will be given if speakers are evaluated in due time according to CTMS reports. If late, points will decrease proportionately.)	5
11	**Participants' group creation in the social media** (For quick sharing of information, the CMT will create a group in social media consisting of participants and will inform the Evaluation Department through a letter.)	5
12	Uploading of information including photos onto the website of the Centre during and after a course is over	5
13	Problems of public policy implementation identification through field study and inviting concerned policymakers as guest speakers to take initiatives for solving the identified problems.	5

4.00 Selection Process

4.01 A three-member team will be formed consisting of the following under the leadership of the MDS (P&S):

(i) Director (R&D), Member

(ii) Director (Evaluation), Member

(iii) Convener of the Vigilance Team, Member

(iv) Deputy Director (PPR), Member-Secretary

4.02 The committee will select a CMT examining (1) course-end evaluation report, (2) reports of the vigilance team, (3) access control, (4) results of the concerned course including grading, (5) website of BPATC, (6) monitoring form, (7) daily routines, (8) omnibus, (9) adjustment vouchers, register etc.

4.03 The committee will place before the Rector the first three CMTs in a report.

4.04 The Rector will select the final CMT examining the reports and opinions.

5.00 Award

5.01 Members of the finally selected best CMT will get awards from the Rector of the Centre.

ইনোভেশন পুরষ্কার প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণ

[কেন্দ্রে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি আলোচনাক্রমে নিম্নলিখিত নির্ণায়ক/মানদন্ড নির্ধারণের প্রস্তাব করছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসরণ করা হয়েছে।]

০১। পটভূমি:

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সরকারের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। সরকারি নীতির আলোকে বিপিএটিসিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে:

(ক) সেবায় নাগরিক/সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের ভোগান্তি লাঘব

(খ) সেবা প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন বা নতুন সেবা প্রদানের মাধ্যম প্রবর্তন

(গ) নাগরিক/সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের সঙ্গে যোগাযোগ

(ঘ) দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন

(ঙ) সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব

০২। উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ:

বর্ণিত সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ এর ৩.২ নং নীতির আলোকে উদ্ভাবন পুরস্কারের জন্য নিম্নবর্নিত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হলো:

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	বরাদ্দকৃত নম্বর
(১) সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ	(ক) অধিক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ/ব্যয় হ্রাস/ফলপ্রসু (effective) করা	১০
	(খ) সেবাদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার	১০
	(গ) যেকোন KAIZEN(OYOP)/BPR/SIP বাস্তবায়ন	০৫
২. দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়	(ক) দাপ্তরিক কাজে নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়ন	০৫
	(খ) অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোন Best Practice বাস্তবায়ন ঘটিয়ে কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন	০৫
	(গ) দাপ্তরিক কর্মকান্ড যেমন বাৎসরিক বাজেট, ক্রয়, প্রকল্প কার্যক্রম, বাৎসরিক প্রতিবেদন ইত্যাদি তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়ন	০৫
	(ঘ) বিপিএটিসিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখা/value add করা	০৫
	(ঙ) দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন: কেন্দ্রের অফিসিয়াল হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপে পোস্ট দেয়া. তথ্য বা নলেজ শেয়ার ইত্যাদি)	১০
	(চ) ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন	০৫
(৩) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজে উদ্ভাবন ও সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার	(ক) সেশন পরিচালনায় উদ্ভাবন ও মানোন্নয়ন	১০
	(খ) উদ্ভাবনী প্রশ্নপত্র তৈরি/প্রশ্নব্যাংক তৈরি	১০
	(গ) প্রশিক্ষণ কাজে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার (যেমন: প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যোগাযোগ/Kahoot/Mandeley/Grammarly ব্যবহার)	১০
	(ঘ) প্রশিক্ষণ শেষে হোয়াটসএ্যাপ/সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	০৫
	(ঙ) সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ সহায়িকা (যেমন হ্যান্ডআউট, ক্লাস রুটিন) ইত্যাদি সরবরাহ করা	০৫
	সর্বমোট	১০০

২.১. কেন্দ্রের সকল গ্রেডভুক্ত কর্মচারী বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর বাইরেও যেকোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

Determining the Standards of the Innovation Reward

01. Background:

The aim of innovation planning is to make the innovation activities of this government more methodical, systematic and organised, and also to create liability. focusing on the government policy, the general areas included in the innovation enterprise are:

- **a.** lessening the sufferings of citizens/ beneficiar/stakeholder
- **b.** developing the current system of providing service or introducing medium to provide new services.
- **c.** communicating with citizens/beneficiar/ stakeholders
- **d.** developing the internal office activities
- **e.** partnership with public-private and other organizations

02. Areas of innovation:

according to the general areas described here and policy no 3.2 of the guide book of compilation and evaluation of innovation program 2015, following areas have been identified for innovation reward:

Areas of Innovation	The things to be considered	Distributed number
1. simplification of service system	A. to simplify/ lessen cost/ make effective one or more services provided at the jurisdiction.	**10**
	B. use of IT (Information Technology) in providing services.	**10**
	C. implementation of any KAIZEN (one year one project)/ Business process Re-engineering/ small Improvement Project.	**05**
2. development of internal official activities	a. implementation of new innovation in official work	**05**
	b. development of work system by implementing any national or international best practice	**05**
	C. ensuring unobstructed flow of information in official works like annual budget, purchase, project work, annual report etc. and to bring transparency.	**05**
	D. contribution in bringing any positive change/ add value to BPATC	**05**
	E. use of Information Technology in official work (for example: share post in the official WhatsApp group/ share information or knowledge)	**10**
	F. implementation of e-file system	**05**
3. innovation in training works and use of social media	A. innovation in conducting session and improving standard	**05**

০৩। সেরা উদ্ভাবনী কার্যক্রম নির্বাচনঃ কেন্দ্রে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে সেরা উদ্ভাবন কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য নিম্নরূপে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে: (অথবা কেন্দ্রের ইনোভেশন টিমকে এ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।)

ক্রঃ নং	পদবি	কমিটিতে পদবি
১।	রেক্টর কর্তৃক মনোনীত একজন এমডিএস	আহবায়ক
২।	পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৩।	উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য-সচিব

০৪। উপর্যুক্ত কমিটি বৎসরান্তে আগ্রহী কর্মচারীদের নিকট হতে স্ব স্ব উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন, উক্ত তথ্য সরজমিনে যাচাই করবেন এবং উদ্ভাবন পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে শর্ট লিস্ট করবেন।

০৫। শর্ট লিস্টভুক্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হবে। এটি নতুন একটি কমিটি বা বাছাই কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে।

০৬। কমিটির সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। রেক্টর মহোদয় কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করলে নির্বাচিত কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

০৭। পুরস্কার প্রদানের জন্য তিনটি ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা যেতে পারে:

ক্যাটাগরি ‘ক’: ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারি

ক্যাটাগরি ‘খ’: ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারি

ক্যাটাগরি ‘গ’: ১০ গ্রেড ও তদুর্দ্ধ

০৮। পুরস্কার হিসেবে একটি সনদ ও অর্থসম্মানী প্রদান করা যেতে পারে।

০৯। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ইনোভেশন পুরস্কার নীতিমালা পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হবে।

Areas of Innovation	The things to be considered	Distributed number
	B. making innovative question paper/question bank	10
	C. use of social media/ information technology in training activities (for example: communicate with the participants about training through WhatsApp group/use of Kahoot/ Mendeley/ Grammarly)	10
	D. at the end of any training, the participants should be communicated through social media and information about the effectiveness of the training should be collected.	05
	E. provide training supplements using social media (for example: handout, class routine etc.)	05

2.1. Adoption and implementation of innovative ventures taken by all the employees of this center in the described areas or out of the above mentioned areas.

03. Selecting the best innovative activity:

The following committee will be formed with a view to rewarding the innovation award and to specify the best innovation activity:

Serial no	Designation	Designation in the committee
01	One MDS selected by the Rector	Conveyor
02	Director (Administration)	Member
03	Deputy Director (Administration)	Member-secretary

04. The above mentioned committee will collect information from the employees about their respective innovative ventures, will examine the information in suit and make a short list with a view to rewarding with innovation award.

05. A personal interview with the shortlisted employees will be conducted. For this purpose, a committee can be formed with the permission of the Rector or the selection committee can conduct the interview.

06. A report will be made according to the recommendation of the committee and this report will be presented before the Rector. The selected employee will be rewarded with the permission of the Rector.

07. There will be 3 categories for rewarding the employees:

Category a: 17-20 graded employees

Category b: 11-16 graded employees

Category c: 10 graded and above employees

08. A certificate/ honorarium will be given as a reward. The amount of money will be determined by the Rector.

09. Innovation reward policy can be changed, annexed and modified from time to time in line with the public direction of the government.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯

১.০০ পটভূমি:

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" এর আলোকে "বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালায় বর্ণিত সূচকের (Indicators) মাধ্যমে কেন্দ্রের ১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন করা হবে। সে লক্ষ্যে কেন্দ্রের কর্মচারীগণকে দু'গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা শুদ্ধাচার কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচক ব্যবহৃত হবে। গ্রুপদু'টির গঠন হবে নিম্নরুপ:

গ্রুপ ১: গ্রেড ১-৯ এর কর্মচারীদের জন্য (অনুষদ সদস্য)

গ্রুপ ২: গ্রেড ১০-২০ কর্মচারিদের জন্য

২.০০ উদ্দেশ্য:

২:০১ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিপালন করা;

২.০২ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের কর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

২:০৩ কেন্দ্রের কর্মচারীগণের কর্মস্পাদনে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা।

৩.০০ গ্রুপ ১ এর (অনুষদ সদস্যগণের) কর্মসম্পাদন সূচক:

৩.০১ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন স্কেলের ১-৯ গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের (অনুষদ সদস্য) মূল্যায়ন করা হবে বস্তুগতভাবে যাচাইযোগ্য (objectively verifiable) সূচকের মাধ্যমে। রেক্টর মহোদয় কর্তৃক গঠিত কমিটি নিম্নোক্ত কর্মস্পাদন সূচকসমূহের মাধ্যমে যাচাই করে একটি পয়েন্ট তালিকা তৈরি করবে।

অনুষদ সদস্যগণের জন্য কর্মস্পাদন মূল্যায়ন সূচকসমূহঃ

	সূচক	প্রত্যেক সংখ্যার জন্য পয়েন্ট
১।	**প্রশিক্ষক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচক থেকে প্রাপ্ত স্কোর** (একজন অনুষদ সদস্যের প্রশিক্ষক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচক থেকে অর্জিত পয়েন্টস-এর ২০% এখানে যুক্ত হবে। সে হিসেবে একজন অনুষদ সদস্য যদি প্রশিক্ষক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচকে ১০০ পয়েন্টস পেয়ে থাকেন, তাহলে এখানে ২০ পয়েন্টস যুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে, সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা ২০১৯ অনুসারে প্রশিক্ষক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচক নির্ধারিত হবে।)	২০
২।	**প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত স্কোর** (journal articles) (SCOPUS-indexed জার্নালের ক্ষেত্রে Q1 জার্নাল হলে একটি প্রকাশনার পয়েন্টস হবে ০৫। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২টি প্রকাশনার জন্য ১০ পয়েন্টস যুক্ত হবে। প্রকাশনার পয়েন্টস হিসেব হবে নিম্নরুপভাবে: Q1=05 points; Q2=3.5 points; Q3=2.5 points; Q4=2 points; and non-indexed journal=1 point)	১০
৩।	**গবেষণা/কনফারেন্স পেপার থেকে প্রাপ্ত স্কোর** (একজন অনুষদ সদস্য প্রতিটি এককভাবে সমাপ্ত গবেষণা কর্মের জন্য ১০ পয়েন্টস পাবেন। দলীয় গবেষণার ক্ষেত্রে, ১০ পয়েন্টস দলের সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে। প্রতিটি কনফারেন্স পেপারের ৫ পয়েন্টস থাকবে। তবে শুধুমাত্র abstract এর জন্য কোন পয়েন্ট থাকবে না। প্রকাশিত প্রতিটি একক বই বা বই এর অধ্যায় এর জন্য ৫ প্যেন্ট পাবেন। গবেষণা/কনফারেন্স পেপার/বই বা বইয়ের অধ্যায় থেকে সর্বোচ্চ ১৫ পয়েন্টস যুক্ত হবে।)	১৫
৪।	**দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার** (একজন অনুষদ সদস্য যদি বছরের সমস্ত চিঠি/নথি ই-নথি ব্যবহার করে সম্পাদন করেন তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্টস পাবেন। (একজন অনুষদ সদস্যের ই-নথি ব্যবহার করে সম্পাদিত চিঠি/নথির সংখ্যাকে ১০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে তাঁর মাধ্যমে সম্পাদিত বছরের সমস্ত চিঠি/নথির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই হবে তাঁর পয়েন্টস। উদাহরণ: যদি একজন অনুষদ সদস্য একটি বছরে মোট ১৮টি চিঠি ও ২৭ টি নথি (মোট ৪৫) ইস্যু করে থাকেন যার মধ্যে ১১টি চিঠি ও ১৯ টি নথি (মোট ৩০) ই-নথি ব্যবহার করে সম্পাদিত, তাহলে তাঁর পয়েন্টস হবে: ১০*৩০/৪৫=৬.৬৭।)	১০

Bangladesh Public Administration Training Centre Integrity Award Policy 2019

1.00 Background

To motivate the employees of Bangladesh Public Administration Training Centre in practicing integrity, this "Bangladesh Public Administration Training Centre Integrity Award Policy 2019" is made following the Integrity Award Policy 2017 of the Cabinet Division. Applying the criteria stated in this policy, performance of the employees of this Centre will be evaluated. For this purpose, the employees will be divided into two categories. Each category of employee will have separate performance evaluation indicators. The categories will be the following:

Category 1: Employees belonging to grades 1-9 (Faculty Members)

Category 2: Employees belonging to grades 10-20

2.00 Objectives

2.01 To practise integrity by the employees of the Centre;

2.02 To practise transparency and accountability in activities by the employees of the Centre;

2.03 To create a mentality of performance competition in the minds of the employees of the Centre.

3.00 Performance Indicators of Category 1 (Faculty Members)

3.01 The performance of the employees belonging to salary grades 1-9 (faculty members) will be evaluated using indicators that are objectively verifiable. For this, a committee, constituted for this purpose, will prepare a list of points for the employees using the performance indicators described below:

Performance Assessment Criteria for Faculty Members

Criterion	Allocated Points
1. Score received from trainers' performance assessment (Twenty percent of the total points received by a faculty member (FM) in the trainers' performance assessment will be here. If an FM receives 100 points in trainers' performance assessment, he/she will automatically get 20 points for integrity assessment. Trainers' performance assessment will be done following the Best Trainer Selection Policy 2019.)	**20**
2. Score from publications (In case of SCOPUS-indexed Q1 journals, a publication will get 5 points. In this case, maximum 10 points will be added for 2 publications. Points will be calculated in this way: Q1=5 points; Q2=3.5 points; Q3=2.5 points; Q4=2.0 points; and non-indexed=1 point)	**10**
3. Score from research works/conference papers/book/book chapters (If an FM carries out one empirical research work alone (fully completed), he/she will get 10 points. If an FM works as a member of a research team, 10 points will be shared according to the number of members in the team. A conference paper (full paper) will earn 5 points. Only abstract will not earn any points. Each book or book chapter will earn 5 points. Maximum 15 points will come from research works/conference papers/book/book chapters.)	**15**

৫।	**ইনোভেশন কর্মকান্ড** (একজন অনুষদ সদস্য যদি বছরে একটি ইনোভেশন আইডিয়া ইনোভেশন টিমের নিকট প্রদন করেন যা কোনো সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে সক্ষম বা কোনো সেবার মান উন্নত করতে সক্ষম, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্টস পাবেন। ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন শুরু হয়ে থাকলে ৫ পয়েন্ট পাবেন)	১০
৬।	**অফিসে উপস্থিতি** কেন্দ্রে কর্মচারীগণ বায়োমেট্রিক মেশিনে যে দৈনিক হাজিরা দেন, প্রশাসন অনুবিভাগ তার একটি মাসিক হিসেব প্রতিমাসে প্রকাশ করবে এবং নিয়মিত কর্মচারীকে পুরস্কৃত করবে। উক্ত মাসিক হিসেব থেকে প্রতি অনুষদ সদস্যের বাৎসরিক হাজিরা হিসেব করে তা যদি কাঙ্ক্ষিত সময়ের সমান হয় (ছুটি বাদ দিয়ে, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্টস পাবেন)	১০
৭।	প্রত্যেক এমডিএস তার বিভাগের অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা (১), নির্ভরযোগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা (১), সততার নিদর্শন (১), সহকর্মীদের সাথে আচরণ (১), উপস্থাপন দক্ষতা (১) মাপকাঠি ব্যবহার করে তাদেরকে ৫ পয়েন্টে মূল্যায়ন করবেন।	০৫
৮।	**ছুটি গ্রহণের প্রবণতা** (কোন ছুটি গ্রহণ না করলে তিনি ৫ নম্বর পাবেন, প্রতি ১০% ছুটি গ্রহণের জন্য ১ নম্বর করে কমবে)	০৫
৯।	সোস্যাল মিডিয়া এর ব্যবহার (Whatsapp গ্রুপে ( ) movements ( ) knowladge sharing ( ) experience sharing ( ) official notification ইত্যাদি দেখে কমিটি সর্বোচ্চ ৫ পয়েন্ট প্রদান করবে)	০৫
১০।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহ, অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা ইথ্যাদি দেখে কমিটি সর্বোচ্চ ৫ পয়েন্ট প্রদান করবে।	০৫
১১।	রেক্টর মহোদয় কর্তৃক সামগ্রিক মূল্যায়ন	০৫
	মোট=	১০০

৩.০২ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন স্কেলের ১০-২০ গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের জন্য নিম্নোক্ত অবস্তুগত (subjective) মূল্যায়ন সূচকের মাধ্যমে কমিটি একটি পয়েন্ট তালিকা তৈরি করবেনঃ

অনুষদ সদস্য নন এমন কর্মচারীগণের (গ্রেড ১০-২০) জন্য কর্মস্পাদন মূল্যায়ন সূচকসমূহঃ

ক্রম	সূচক (Indicators)	বরাদ্দকৃত পয়েন্টস
১।	পেশাগত দক্ষতা, পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, উদ্ভাবনী ধারণা (নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেবেন)	১০
২।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা, অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা	১০
৩।	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা, কম্পিউটার পরিচালনা	১০
৪।	ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার	১০
৫।	অফিসে সময়মত আগমন ও প্রস্থান, ছুটি গ্রহণের প্রবণতা (বায়োমেট্রিক মেশিনের জমাকৃত ডাটা হতে শতকরা হারে নম্বর পাবেন)	১০
৬।	সময়মত নথি উপস্থাপন (উপস্থাপিত তথ্য যাচাই করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা নম্বর দেবেন, বাছাই কমিটি দৈবচয়িতভাবে যাচাই করবেন।)	১০
৭।	সততা, নির্ভরযোগ্যতা (নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেবেন।)	১০
৮।	আচরণ, শৃংখলা, বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা (নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেবেন।)	০৫
৯।	সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ	১০
১০।	পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত পোশাক পরিধান (যদি থাকে) (নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেবেন)	০৫
১১।	রেক্টর মহোদয় কর্তৃক সামগ্রিক মূল্যায়ন	১০
	মোট=	১০০

Criterion	Allocated Points
4. Use of electronic means in office communication (If an FM issues all letters/files through e-nothi, he/she will get 10 points for integrity assessment. This point will be calculated in this way: the result received from multiplying the number of letter/file issued by an FM in a year with 10 will be divided by the total number of letter/file disposed by the FM in that year. For example, if an FM has issued 18 letters and disposed 27 files (total 45) in a year out of which 11 letters and 19 files (total 30) used electronic means i.e., enothi, he/she will get (10*30/45) 6.67 points)	10
5. Innovation Activities (A faculty member will get 10 points if he/she implements an innovation which has made a service delivery process easy or has increased the quality of service)	10
6. Duration of presence in office (The Department of Administration will disclose a monthly account of the attendance given by the employees in the biometric machines and will give prize to the most regular employee. If an FM records his/her presence in the database that is equivalent to the estimated expected presence time of a year, excluding leave, he/she will get 10 points)	10
7. Each MDS will evaluate the faculty members of his/her division on 5 points which will include the following: professional knowledge and skill (1), dependency and dutifulness (1), honesty (1), behaviour with colleagues (1), presentation skills (1)	5
8. Leave-Taking Tendency (A faculty member will get 5 points if he/she does not take leave without emergency cause. One point will be deducted for each 10% leave)	5
9. The NIS committee will give 5 points considering the use of social media which will include (1) movement notification, (2) knowledge sharing, (3) experience sharing, and (4) official notification in the whatsapp group.	5
10. The NIS committee will give 5 points considering efforts for implementing APA, eagerness to disclose information proactively, cooperation in redressing grievances.	5
11. Overall assessment by the Rector	5
Total	**100**

3.02 The NIS committee will prepare a list of points for the employees belonging to the salary grades of 10-20 of the national pay scale of the Bangladesh Government using the subjective performance indicators mentioned below.

Performance Assessment Criteria for officials other than Faculty Members (Grade 10 to 20)

Serial	Criterion	Points
1	Professional skill, awareness about environment, leadership quality, innovation idea (points given by controlling officer)	10

৩.০৩ অনুষদ সদস্য নন এমন কর্মচারিগণের (গ্রেড ১০-২০) কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য সংশিষ্ট বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার তিন জন অনুষদ সদস্যের বর্ণিত সূচকসমূহ ব্যবহার করে পয়েন্ট সংগ্রহ করার পর তিন জনের গড় পয়েন্ট বের করে তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারির অর্জিত পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিভাগ//অনুবিভাগ/শাখার তিন জন অনুষদ সদস্যের প্রদানকৃত পয়েন্ট গোপন রাখা হবে।

৪.০০ শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনঃ

৪.০১ কেন্দ্রের একজন এমডিএস-এঁর নেতৃত্বে রেক্টর মহোদয় তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবেন। কমিটি ১ থেকে ৯ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন ও ১০ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন করবে।

৪.০২ একটি পঞ্জিকা বৎসরে কেন্দ্রে কমপক্ষে ৬ মাস কাজ করেছেন শুধুমাত্র এমন কর্মচারীগণকে কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচনায় আনবে।

৪.০২ পঞ্জিকা বৎসরের হিসেবে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কমিটি কর্মস্পাদন পয়েন্ট তালিকা তৈরি করবে।

৫.০০ পুরস্কারের মান

পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

Serial	Criterion	Points
2	Efforts for implementing APA, cooperation in redressing grievances	10
3	Skill in using ICT, computer operation	10
4	Eagerness in using enothi, use of social media	10
5	Arrival at and exit from office, tendency to take leave (will get points as percentage from biometric attendance)	10
6	Timely put up of enothi (controlling officer will give points considering put up information, the NIS committee will verify randomly)	10
7	Honesty, dependency (Controlling officer will give points depending on performance)	10
8	Behaviour, discipline, respect for rules and regulations (Controlling officer will give points depending on performance)	5
9	Quality and quantity of performed tasks	10
10	Cleanliness of dress, putting on uniform (if any) (Controlling officer will give points depending on performance)	10
11	Overall assessment by the Rector	5
	Total	**100**

3.03 To evaluate the performance of employees who are not faculty members (grade 10-20) the average of points given, using the set criteria, by three faculty members one each from division, department, and section will be calculated. The points given by three faculty members one each from division, department, and section will be kept secret.

4.00 Formation of a Selection Committee for Giving Integrity Award

4.01 The Rector will form a three-member committee headed by an MDS. The committee will select one employee from grade 1-9 and another from grade 10-20.

4.02 The committee will consider employees for giving award who have worked for at least 6 months in a calendar year.

4.03 The committee will prepare lists of points considering a calendar year (January-December).

5.00 Quality of Award

The award will include a certificate and the basic salary of one month.

‘প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকব। আমরা দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষকে ভালোবাসবো।’

------বঙ্গবন্ধু